ভদ্রার্জ্জুন

(পৌরাণিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

[সত্যম্বর অপেরা-পার্টিতে অভিনীত]

শ্রীবিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্যরত্ন প্রণীত

নূতন সংস্করণ

তারাচাঁদ দাস এণ্ড সন্স
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সন ১৩৫৫ সাল]

[মূল্য দুই টাকা ।

প্রকাশক— শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দাস
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মুদ্রাকর— শ্রীসাগরচন্দ্র সামন্ত
"তারা আর্ট প্রেস"
৮২, আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ।

শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকী, অর্জ্জুন, দেববি।

কৌরব্য	...	...	নাগরাজ।
কর্কটনাগ	...	...	ঐ সেনাপতি।
চিত্রভানু	...	...	মণিপুর রাজ।
রামভদ্র	...	...	ঐ বয়স্য।
গজানন্দ	...	...	দ্বারকাবাসী ব্রাহ্মণ।
কন্দর্প	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
প্রহ্লাদ	..	...	ঐ পুত্র।
অনিন্দ্য	...	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
ধনপতি	...	...	রামভদ্রের পুত্র।
দুর্ম্মদাসুর	...	...	কংসের অনুচর।

দৈব, পাণ্ডাগণ, নাগগণ, পল্লীবাসী ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

সত্যভামা	...	...	শ্রীকৃষ্ণ-মহিষী।
সুভদ্রা	...	...	শ্রীকৃষ্ণের ভগ্নী।
উলূপী	...	...	নাগরাজ-কন্যা।
বরাঙ্গী	...	...	রামভদ্রের স্ত্রী।
চন্দ্রমণি	...	...	গজানন্দের পত্নী।

নর্ত্তকীগণ, সহচরীগণ, নাগিনীগণ ইত্যাদি।

ভদ্রার্জ্জুন

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

হরিদ্বার।

গজানন্দ শর্ম্মাকে টানাটানি করিতে করিতে
পাণ্ডাগণের প্রবেশ।

গজানন্দ। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বাবা, তোমরা কি আমায় ছিঁড়ে খাবে বাপ্ পাণ্ডাধনেরা? আমার প্রাণটা যে যায় যায় হচ্ছে বাপ্ ধনেরা।

১ম পাণ্ডা। চ'লে আসুন মশাই আমার সঙ্গে, আমি আপনাকে আগে ধ'রেছি।

২য় পাণ্ডা। এই চুপ্, আমিই আগে বাবুর কাঁচাটা ধ'রেছি।

৩য় পাণ্ডা। চোপরাও! হাম্ আগারি উসিকো সাথ বাত্‌চিৎ কিয়া।

৪র্থ পাণ্ডা। শঁড়া কঁড় কলা? মু তো সর্ব্বপ্রথমে বাবুকো ধরিলা। আস বাবু—মোর সাথে আস।

১ম পাণ্ডা। থাম্ শালার উড়ে। ইনি আমার যাত্রী। বলুন তো মশাই—আপনার বাড়ী কোথায়, আপনার নাম কি, আপনার বাবার নাম কি? আমার খাতা খুলে ঠিক ব'লে দেবো। আপনি আমার সাত পুরুষের যাত্রী।

গজানন্দ। বাবার নামটা যে ভুলে যাচ্ছি বাবা! তবে গ্রামের নামটা বল্‌তে পারি।

১ম পাণ্ডা। তাই বলুন—তাই বলুন, তাহ'লেই খাতার সঙ্গে মিলে যাবে।

৩য় পাণ্ডা। হামার খাতামে লিখা হ্যায়।

৪র্থ পাণ্ডা। কঁড় কলা? খতা—খতা, শড়ার খতা। মোড় খতায় বাবুর সাতপুরুষের নাম লিখা অছি। আস বাবু—আস।

[আসুন, আসুন, আইয়ে, আইয়ে ইত্যাদি বলিতে বলিতে গজানন্দকে টানাটানি করিতে লাগিল]

গজানন্দ। ওরে বাবারে—ওরে বাবারে! এইবার বুঝি বধ হ'লাম। শকুনি ব্যাটারা আমায় যে ভাবে ধরেছে, সাবাড় না ক'রে আর ছাড়্‌ছে না। হায়-হায়-হায়! গিন্নিকে নিয়ে তীর্থি কর্‌তে এসে একি বিপদে পড়লাম রে বাবা! এখন এই কালান্তক ব্যাটাদের হাত হ'তে বাচি কি ক'রে। গিন্নি! ও গিন্নি! তুমি তো গঙ্গার জলে নেমে বেশ তো মনের সুখে স্নান করছো, এদিকে যে আমায় যম-দূতেরা ধ'রে টানাটানি কর্‌ছে। হায়-হায়-হায়! একি বিপদে পড়লাম রে বাবা! ছেড়ে দাও বাবা—ছেড়ে দাও, আমি মড়া গরু নই—তাই তোমরা সবাই মিলে আমায় নিয়ে টানাটানি করছো। ওরে বাবারে—এরা যে আমায় ছাড়্‌ছে নারে। গিন্নি! ও গিন্নি!

[পাণ্ডাগণ গজানন্দকে টানিতে টানিতে লইয়া প্রস্থান করিল।

ব্রহ্মচারীবেশী অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। দ্বাদশ বৎসর তরে
হ'য়েছি প্রবাসী,

তীর্থে তীর্থে করিয়া ভ্রমণ
পাপমুক্ত হ'তে হবে মোরে।
নির্দ্দিষ্ট বৎসর অন্তে
ফিরিতে হইবে পুনঃ হস্তিনানগরে।
বিপ্রের গোধন রক্ষা করিবার তরে
পশিলাম অস্ত্রাগারে—
কিন্তু হায় দ্রৌপদীর সহ
পঞ্চপাণ্ডবের সহবাস হেতু
যে নিয়ম ছিল ধার্য্য
সে নিয়ম করিনু লঙ্ঘন ;
তাই দ্বাদশ বৎসর তরে
ব্রহ্মচারীবেশে পাপের স্খালনে
তীর্থে তীর্থে হইবে ভ্রমিতে।
এই সেই মহাতীর্থ হরিদ্বার ধাম,
চমৎকার মনোমুগ্ধ স্থান।
কলস্বনে বহে ওই দেবী ভাগীরথী
অতীতের মহাকীর্ত্তি
করিতে প্রচার।
কূলে কূলে সুশোভিত
শ্যাম তরুরাজি,
পুলিনে বসিয়া ওই মুনি ঋষিগণ
করিতেছে বেদপাঠ মনের আনন্দে।
যাই, স্নান করি গঙ্গানীরে
মুক্ত হই কৃত পাপ হ'তে। [প্রস্থান।

উলূপী ও পদ্মার প্রবেশ।

উলুপী। ওলো পদ্মা!
কেবা ওই সুন্দর যুবক?
হেরি ওর কন্দর্প মূরতি
জ্বলে হৃদি অনঙ্গ দহনে।
মরি মরি কেবা ওই
অচেনা সুন্দর!

পদ্মা। নাহি জানি সখি,
কেবা ওই সুন্দর যুবক।

উলূপী। মনে হয় কাম যেন
মানব আকারে এল আজি
অবনীমণ্ডলে।
ওই– ওই যে যুবক
নামিল গঙ্গার জলে।
চল্ সখি নিয়ে যাই ওরে
আবাসে মোদের,
ওরি সাথে করি মোর হৃদি বিনিময়
নারীজন্ম করিব সার্থক।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

সত্যভামা আসীনা সখিগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সখিগণ।—

আজ কেন সই বিরস বদন
মনটা কেন ভার?
প্রেমের নদী বয়না কেন
রুদ্ধ কেন কুঞ্জদ্বার॥
কাজল আঁখি সজল কেন,
হতাশ আজি সবই যেন,
সুরহারা আজ কেন বাঁশী
ছিঁড়লো কেন বীণার তার॥

সত্যভামা। চ'লে যা—চ'লে যা তোরা,
বড় ব্যথা প্রাণেতে আমার।
নৃত্যগীত তীব্র বিষ আজি
শুনিবারে না চাহে পরাণ।

সখিগণ। ওমা—কি হলো গো!

১ম সখি। বোধ হয় শ্যামসুন্দরের জন্যে অভিমান হ'য়েছে? তা হবে বইকি। শ্যামসুন্দর তো আমাদের সখিকে আর ভালবাসেনা।

২য় সখি। চ' লো—চ', শ্যামসুন্দরকে ডেকে দিইগে চল্। তিনি এসে মানিনীর মান ভাঙ্গিয়ে যান।

[সখিগণের প্রস্থান।

সত্যভামা । জ্ব'লে যায়—জ্ব'লে যায়
অন্তর আমার ।
দিবানিশি সহি শুধু
বৃশ্চিক দংশন । অপমান—অপমান,
নিদারুণ অপমান মোর ।
শ্যাম ! শ্যাম ! নির্ম্মম নিষ্ঠুর
একি তব আচরণ
সত্যভামা সাথে ?
রুক্মিণীর প্রতি তব এত ভালবাসা ?
জানি না কি ঔষধি প্রদানি
রুক্মিণী তোমারে বশ
করিল কেশব !
তাই তুমি থাকো সদা
রুক্মিণীর বিলাস-কুঞ্জেতে ।
রুক্মিণী তোমায় হ'লো—
প্রিয় সহচরী সত্যভামা
নহে কেহ তব ?
দেবর্ষি নারদ এসে দিয়ে গেল
নন্দনের ফুল্ল পারিজাত—
তুমি তাহা না দানি আমারে
উপহার দিলে রুক্মিণীরে ।
তার প্রতি কেন তব এত ভালবাসা ?
সত্যভামা হইল বঞ্চিত আজি
পারিজাত ফুলে ।

উঃ ! উঃ ! একি তীব্র অপমান !
ক্ষোভে দুঃখে বাহিরায় প্রাণ
কোথা পাই শান্তির সন্ধান।
দেখিব চতুর—
দেখিব কেমন তব কপট প্রণয়।
কাজ কিবা বেশ ভূষা রত্ন-আভরণে
ফেলে দিই সব—
তারপর চ'লে যাবো পিত্রালয়ে,
সপত্নীর অপমান নারিব সহিতে।

[নিজ অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। একি ! একি !
কর কি—কর কি প্রিয়ে,
কেন আজি এত অভিমান ?
কহ কিবা হেতু বিরস বদন—
ফেলে দাও গাত্র আভরণ ?
চক্ষে কেন অশ্রুর প্রবাহ ?
ঘন ঘন কেন দীর্ঘশ্বাস ?
কহ রমা ! কিবা হেতু
হেন আচরণ ?
কি ব্যথা পাইয়া হৃদে
কর আজি এত অভিমান ?
আসিতে বিলম্ব মম হ'য়েছে ভাবিয়া

তাই তুমি অভিমানে হয়েছ কাতরা ?
না না—ত্যজ অভিমান,
আমি কি রহিতে পারি
তোমারে ভুলিয়া ?
ব্যস্ত ছিনু রাজকার্য্যে,
তাই লো প্রেয়সী !
যথাকালে পাও নাই দরশন মোর।
চাহ লো রূপসী—
কালোশশী এসেছে তোমার
প্রেম-ভিক্ষা আশে।

সত্যভামা। যাও যাও—সরে যাও শ্যাম !
ভালবাসা নাহি চাই তব—
নাহি চাই কপট প্রণয়।
যারে তুমি ভালবাস
সেই তব প্রিয়তমা অতি।
যাও শ্যাম পাশে তার,
আমি কেবা তব ?
কুরূপা কুৎসিতা আমি
মোর প্রতি কেন ভালবাসা ?
যাও—যাও. বুঝিয়াছি সব ;
ছলনায় নারিবে ভোলাতে আর।

শ্রীকৃষ্ণ। একি সত্যভামা ! পারি না বুঝিতে
কিবা হেতু এত অভিমান
অন্তরে জ্বলিল তব ?

কই প্রিয়ে ! আমি তো কহিনি তোমা
কোন কটু কথা—
কিম্বা কোন দিই নাই ব্যথা,
কৃপণতা করিনি কখনো
প্রণয়ের দিতে প্রতিদান ।
নিতি আমি নিকুঞ্জে তোমাব
পবনের মৃদুল হিল্লোলে
চন্দ্রমা নিশার স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসি
মনোসুখে করি যে বিহার ;
তবে কেন সুলোচনে !
অকারণ দুষিছ আমারে ?

সত্যভামা । যাও—যাও চতুরালি !
নারিবে ভুলাতে আর কপট ছলায় ।
বুঝিয়াছি আজ
কত তুমি ভালবাস মোরে ।
বিবাহ ক'রেছ শ্যাম ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি,
তাই লোক-লজ্জা হেতু—
সামাজিক রীতি অনুসারে
অনিচ্ছায় আগমন তব ।
নাহি কিছু পরাণের টান,
মৌখিক তোমার সব
নামে মাত্র সত্যভামা সঙ্গিনী তোমার ।
কি কহিব—
কি ব্যথা আমারে তুমি

দিতেছ কেশব !
জাগে হাহাকার—আঁখি হ'তে
অবিরল ঝরে বারিধারা।
মনে হয় এইক্ষণে
উদ্বাহ বন্ধনে—বিষ পানে—
অথবা সলিলে পশি
ত্যজি মোর এ ছার পরাণ।

শ্রীকৃষ্ণ। বিস্ময়ের কথা ! বিনা মেঘে
বজ্রাঘাত সম হেরি যে নয়নে।
বরাননে ! কহ লো সুস্পষ্টভাবে
কিবা হেতু—
কিবা মোর রূঢ় আচরণে
সুকোমল প্রাণে তব
লেগেছে আঘাত ?
যার লাগি এত অভিমান,
এতখানি হ'য়েছ ব্যথিতা।
কহ প্রিয়ে !
থাকে যদি কোন প্রতিকার,
অবশ্য পালিব রাখিও বিশ্বাস।

সত্যভামা। বিশ্বাস ! বিশ্বাসঘাতক তুমি।
তোমা হেতু সত্রাজিত-সুতা
পাগলিনী—আত্মহারা,
নাহি জানে তোমা ছাড়া
এ বিশ্ব-মাঝারে।

তোমারই রূপেতে ভরা
অন্তর আমার—
তোমারি নীরদ কান্তি
শান্তি দেয় অবিরাম মোরে,
তোমাময় জীবন আমার।
কিন্তু হে মুরারি !
মোর সনে সদা তুমি
কর লুকোচুরি।
অকৃত্রিম নহে তব প্রেম-অনুরাগ।
তা যদি থাকিত শ্যাম,
তাহ'লে কি পারিজাত
দেবর্ষি নারদ যাহা
দিল তোমা উপহার—
সেই পারিজাত আমারে না দিয়া
ভালবেসে দিলে তুমি
বিদর্ভ-সুতারে।
আর আমি—

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ ! বুঝিলাম এতক্ষণে
কিবা হেতু অভিমান তব।
বুঝিলাম দেবর্ষি নারদ
গিয়াছে ঘটায়ে আজি হেন পরমাদ।
সত্যভামা !
তুচ্ছ পারিজাত তরে
নাহি সাজে হেন অভিমান তব।

একটি সে পারিজাত ল'য়েছে রুক্মিণী,
আমি তোমা শত শত পারিজাত
এনে দেবো ইন্দ্রের নন্দন হ'তে ;
তার লাগি কেন তুমি
আজি বিষাদিনী ?
প্রতিশ্রুতি দিতেছি তোমারে,
ত্যজ প্রিয়ে হেন অভিমান।

সত্যভামা। না না—চাহি না শুনিতে তব
কপট বাক্যের ছটা।
চাহি না সে পারিজাত,
পার যদি এনে দাও
প্রিয়তমা রুক্মিণীরে তব।

শ্রীকৃষ্ণ। ছিঃ ছিঃ !
বৃথা তুমি দুখিতেছ মোরে।
সমভাবে সবাকারে
ভালবাসি আমি—
পক্ষপাত নাই মোর প্রেমে।
শোন প্রিয়ে !
দেবর্ষিরে করি আবাহন
দিতেছি কহিয়া
ইন্দ্রের নন্দন হ'তে এনে দিতে
রাশি রাশি ফুল্ল পারিজাত।
কেন দুঃখ কর অকারণ ?
দেবর্ষি ! দেবর্ষি !

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির আবির্ভাব।

গীত।

দেবর্ষি। —

স্বাগত বিশ্বম্ভর বজ্র আয়ুধধর
গৃহাণ উপচার ভীম ভবেশম্।
নমো মেদুর মুদির কৃশ তনু রুচির
জলধার হার ত্বং হি জনেশম্॥
নমো তড়িত-জ্বালন রুদ্র নীরাজন
পঞ্চভূত পঞ্চ প্রদীপ রূপম্।
নমো করকা গর্জ্জন নট নাট নর্ত্তন
প্রচুর বর্ষণ কল্পিত ধূপম্॥
পাদ্য গুগ্‌গুল ফলমূল তাম্বুল
শিলা সকল শীতল অভ্রম্।
ফেন পুষ্পদল অবিরল জল কল
চারু শ্বেতস্রজা চন্দ্রাতপ অভ্রম্॥
নির্ঝর বারি গিরি গহ্বর বিদারি
তুরী কাঁসর ভেরী কল্পিত বেশম্।
সমীরণ ঘর্ষণ নবঘন জৃম্ভণ
ব্যাহৃতি প্রণতি পরমবশেষম্॥

শ্রীকৃষ্ণ। ভাল খেলা খেলিয়াছ ঋষি!
ইন্দ্রের নন্দন হ'তে
ল'য়ে এসে ফুল্ল পারিজাত
মাধবের অন্তঃপুরে বাধালে বিপ্লব,
এবে কর ঋষি প্রতিকার তার।
তোমারে হেরিলে

বড় ভয় জাগে যে অন্তরে,
অনর্থ ঘটাতে তুমি পটু চিরদিন।
এখন যে বিপ্লবের চিতাবহ্নি
জ্বেলে দিলে ঋষি—
নির্ব্বাপিত কর তাহা আজ।
যাও ঋষি ইন্দ্রালয়ে,
কহ গিয়া পৌলমী-বল্লভে
মোর লাগি দিতে পারিজাত।
হের ঋষি ! পারিজাত তরে
সপত্নী বিদ্বেষ-বহ্নি
ছারখার করে মোর
শান্তির আবাস।
নিভাও অনল তুমি
যাহা নিজে করিলে স্বজন।

দেবর্ষি। যথা আজ্ঞা যদুপতি !
কিন্তু প্রভু !
দেবেন্দ্র কি সম্মত হইবে
দিতে পারিজাত।
মর্ত্ত্যের দুর্লভ যাহা—

শ্রীকৃষ্ণ। অবশ্যই মোর লাগি
দিবে তাহা দেবেন্দ্র বাসব,
অসম্মান করিবে না মোর।
অসম্মান করে যদি পারিজাত হেতু—
কহিও বাসবে,

অগণন যাদব সেনানী
বিধ্বস্ত করিয়া তার নন্দন-কানন
আনিবে এ মর্ত্ত্যধামে চক্ষুর নিমেষে।
তবে বিশ্বাস আমার
অপমান করিবে না সহস্রলোচন।
যাও ঋষি !

দেবর্ষি। যথা আজ্ঞা মাধবী-মোহন
চলিলাম ইন্দ্রের সকাশে।

[প্রণাম করতঃ প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। নিশ্চিন্ত থাকলো প্রিয়ে !
পারিজাত দানিব তোমারে।

[প্রস্থান।

সত্যভামা। পারিজাত—চাই পারিজাত,
পারিজাত না পাইলে
দেখিব কেশব !
কত তব ভালবাসা
সত্যভামা প্রতি।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

গজানন্দের বাটী।

গজানন্দ।

গজানন্দ। ডাকাত—ডাকাত, পাণ্ডা ব্যাটারা একবারে জলজ্যান্ত ডাকাত। সেদিন হরিদ্বারে তীর্থি করতে গিয়ে ব্যাটাদের হাতে পড়ে প্রাণটা গিয়েছিলো আর কি। খুব বেঁচে গেছি বাবা! আর কোন্ শালা তীর্থি করতে যায়। মাগীর দিন রাত্তির ঘ্যানোর ঘ্যানেরের ঠ্যালায় তীর্থি করতে বার হ'তে হ'য়েছিল। নইলে কি গজানন্দ সরস্বতীর মত পুণ্যবান্ লোক অযথা পয়সা খরচ করতে বেরোয়। খুব আক্কেল পেয়ে গেছি বাবা! মাগীও আচ্ছা সেঁক পেয়েছে। মাগীর পাল্লায় প'ড়ে কতকগুলো পয়সা বাজে খরচা হ'য়ে গেল। যাক্, দিনকতক ব্যবসা চল্‌লেই খরচ খরচা সবই কড়ায় গোণ্ডায় উস্থল হ'য়ে যাবে। অহো—আমি কি ব্যবসাই না খুলেছি। বেঁচে থাক বাবা গজানন্দের কোষ্ঠসাফ্ মাথা। এই মাথার দাম কত। এই মাথাটা কেন্‌বার জন্যে লক্ষ টাকা নিয়ে দেবরাজ কত সাধাসাধি কর্‌লে, তবু দিইনি বাবা! সরস্বতী উপাধিও কি যার তার ভাগ্যে ঘটে? ছেলেবেলার আমার কি ভয়ঙ্কর প্রখর মাথা ছিল। পাঁচটী বছরের পর তবে অক্ষর পরিচয় হয়। তবেই তো সরস্বতী উপাধি পেলাম রে বাবা! ছেলেটা কিন্তু আমার মত হলো না। একবারে বোম্বেটে হ'য়ে গেছে। গাঁজা মদ হরদম ইচ্ছে করেন। কথায় বলে কিনা "বাপ্ কো বেটা সিপাইকো ঘোড়া কুচ নেহি তো থোড়া থোড়া"।

সখি সাজিয়া গীতকণ্ঠে প্রহ্লাদের প্রবেশ।

গীত।

প্রহ্লাদ।—

ভালবাসা দাও না প্রিয়।
ফাগুন বাগে এস হেসে
উড়িয়ে প্রেমের উত্তরীয়॥
চাঁদের আলোয় ছড়িয়ে এস গন্ধ,
অবশ হিয়া উঠুক নেচে জাগুক আকুল ছন্দ
আমি তোমায় বাস্‌বো ভালো
তুমি প্রীতির চুমু দিও॥

গজানন্দ। বাঃ! বাঃ! চমৎকার!

প্রহ্লাদ। কি বাবা, চিন্‌তে পার্‌ছো?

গজানন্দ। তোমায় আর চিন্‌তে পার্‌ছিনে। আহা! ওরে ব্যাটা, তুই কি একবারে উচ্ছন্নয় গেছিস্?

প্রহ্লাদ। সাবধান!
গালাগালি দিওনা আমারে।
শিখিয়াছি অভিনয়
গানের দলেতে থাকি,
এখুনি অভিনয় স্বরে
অপমান করিব তোমার।

গজানন্দ। দূর হ'—দূর হ' হারামজাদ্! ব্যাটা গানের দলে গিয়ে পরকালটা ঝর্‌ঝরে ক'রে ফেলেছে। হায়-হায়-হায়! এতদিন পরে গজানন্দ সরস্বতীর নামটা ডুব্‌লো।

প্রহ্লাদ। শোন—শোন ওহে পাপাধম
বানর প্রধান,
বেশী কিছু কহিলে আমারে
ধমাধম পিঠেতে পড়িবে তব
অগণন মুষ্ট্যাঘাত মোর।
চিত্তপতাং হইবে ভূতলে,
মুহুর্মুহুঃ করিবে চীৎকার।

গজানন্দ। কি—কি ব্যাটা, তুই আমায় মার্বি? অকাল কুষ্মাণ্ড!

প্রহ্লাদ। আবার তুমি
করিতেছ অপমান মোর,
ধমাধম গিয়াছ কি ভুলি?
ওরে মুর্খ জ্ঞানহীন
বৃদ্ধ জরদ্গভ্!
কিবা মোর ভয়াবহ বাহুশক্তি
হেরিবে এখনি।
একতালে পড়িবে পিঠেতে তব,
ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ মহাশব্দ
করিবে তখনি।
সাবধান! ওরে ওরে রক্ষ কুলাঙ্গার—
হবে সব ছারখার,
ভেবেছ সীতারে হরি
রেখে দেবে অশোক কাননে?
ওরে দুষ্ট! আয় তবে
বধ করি তোরে। [গজানন্দকে প্রহারে উদ্যত]

গজানন্দ। তবে রে হারামজাদ! পাজি নচ্ছার! [প্রহার]

প্রহ্লাদ। কি—কি, এতস্পর্দ্ধা, হলো তোর
ওরে মূঢ়মতি!
ধর্ তবে উপযুক্ত পুরস্কার।

[ভীষণ ভাবে প্রহার করতঃ গজানন্দকে ফেলাইয়া দিয়া
দ্রুত প্রস্থান করিল]

গজানন্দ। উহু-হু! গেছিরে বাবা—একেবারে গেছি। উঃ! কি রকম ভয়ঙ্কর ভাবে আমায় প্রহার ক'রে চ'লে গেল। উহু-হু!

কন্দর্পের প্রবেশ।

কন্দর্প। কি হ'লো মামা—কি হ'লো? আহা হা প'ড়ে গেছ নাকি? ওঠ—ওঠ! [হাত ধরিয়া তুলিল]

গজানন্দ। কিরে ব্যাটা! তুইও এ সময় আমার সঙ্গে ইয়ারকি করতে এলি?

কন্দর্প। আহা-হা, রাগ করছো কেন মামা?

গজানন্দ। কি—আবার মামা? হ্যাঁরে ব্যাটা, আমি কি তোর বাবার শালা—তাই যখন তখন তুই আমায় মামা মামা ব'লে ডাকিস্? সাবধান কুঁদো! তুই আমায় রাগাস্নি বল্ছি। রাগ্লে আমি যাচ্ছেতাই হ'য়ে যাই। জানিস্ তো?

কন্দর্প। যাক্, আর তোমায় মামা ব'লে ডাকবো না। কিন্তু তুমি খুব রেগে গিয়েছিলে ব'লেই তো এখুনি উত্তম মধ্যম জলপানি হ'য়ে গেল। কেমন পিস্থনি দিলে বল তো?

গজানন্দ। কি—আমায় পিস্থনি দেয় কোন্ শালা।

কন্দর্প। আমি সব দেখেছি মামা!

গজানন্দ। আবার মামা? মার্ খেলি দেখ্ছি কুঁদো।

কন্দর্প। তাহ'লে তোমায় কি ব'লে ডাক্বো বলো? মামা ব'লে ডাক্‌লে তুমি অত রেগে যাও কেন বলতো?

গজানন্দ। রাগ্‌বো না? সাধে কি আর রাগ হয়। কংসরাজা মামা ছিল ব'লেই তো ভাগ্নের হাতে মারা গেল।

কন্দর্প। ও হরি! মামার আমার আচ্ছা মাথা তো।

গজানন্দ। আবাব—

কন্দর্প। অত মাথা গরম কর্‌ছো কেন বলতো? যাক্, আর মামা ফামা বল্‌বো না। তাহ'লে তোমায় কি ব'লে ডাক্‌বো বলো? মামা ব'লে ডাক্‌লে যখন তোমার মর্‌বার ভয় হয়—তখন কি ব'লে ডাকি?

গজানন্দ। মামা বাদ দিয়ে যা খুসী তাই ব'লে ডাক।

কন্দর্প। তাহ'লে শালা ব'লেই ডাক্‌বো?

গজানন্দ। কি?

কন্দর্প। তবে কি ব'লে ডাক্‌বো?

গজানন্দ। বাবা ব'লে ডাক্‌রে ব্যাটা—বাবা ব'লে ডাক্। তরে যাবি—তরে যাবি।

কন্দর্প। বটেরে শালা!

[ধাক্কা দিয়া গজানন্দকে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন]

গজানন্দ। উহু-হু! সব শালাই এসে আমার ওপর বীররস দেখাতে চায়। দাঁড়া—দাঁড়া ব্যাটা কুঁদো, তোকে সোজা ক'রে দিচ্ছি। য়্যাঁ! আমায় ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে চ'লে গেল। যদি হাত-পা টা ভেঙ্গে যেতো তাহ'লে কি হতো? ওই মাগীর জন্যেই তো আমার এত লাঞ্ছনা। কন্দপ—কুঁদু—কোন্দ বল্‌তে মাগী একবারে অজ্ঞান। ব্যাটা হাড়হাবাতে গিন্নীর সুনজরে প'ড়ে আমায় সর্ব্বনাশ কর্‌ছেন।

দাঁড়াও—দাঁড়াও, আবার উপানন্দের ছেলেটাকে নিয়ে কেষ্ট কেষ্ট ক'রে যাচ্ছেতাই কাণ্ড আরম্ভ ক'রেছে। থাক্‌তো যদি এ সময় আমাদের কংসরাজা বেঁচে—কেষ্ট ভজা বার্ ক'রে দিত। দিনরাত কেষ্ট—আর কেষ্ট। চল্‌বে না—দিনরাত্তির কেষ্ট কেষ্ট চল্‌বে না। এ গজানন্দ সরস্বতীর ভিটে, এখানে কারো চালাকি চল্‌বে না ধন।

[প্রস্থান।

চন্দ্রমণির হাত ধরিয়া গীতকণ্ঠে অনিন্দ্যের প্রবেশ।

গীত।

অনিন্দ্য।—

ওগো তুমি দাওনা দেখা অদেখা।
আমি কতই কেঁদে তোমায় ডাকি,
তোমার মোহন ছবি আঁকি,
ফোটাই আমার মানস পটে
তোমার চরণ রেখা॥
তোমায় কত দেখ্‌তে আশা,
তোমার কত ভালবাসা,
তবে কেন থাকো দূরে
ওগো অনাথ কাঙাল সখা॥

চন্দ্রমণি। ওরে অনু! আর ও গান তুই গাস্‌নে বাবা! তোর ওই গানের জন্যেই যে নিষ্ঠুর স্বামীর শত অত্যাচার সহ্য করতে হ'চ্ছে। হায় হৃদয়হীন স্বামী! একি তোমার ভ্রান্ত ধারণা।

অনিন্দ্য। তবে আর এ গান গাইবো না বড় মা। তুমি যখন গাইতে বারণ ক'রে দিচ্ছো তখন আর গাইবো না। জ্যেঠামশাই কি নিষ্ঠুর, ভগবানের নাম করলে—

চন্দ্র। চুপ কর্ বাবা, হয়তো তিনি এখনি এসে পড়বেন।

গজানন্দের প্রবেশ।

গজানন্দ। তুমি তো ঠিক হাত গুন্‌তে পারো চন্দ্রমণি। বলি ফুস্‌ফাস্‌ ক'রে কি সব কথা বলাবলি হচ্ছিলো? মেলাই কথা যে, ব্যাপারখানা কি বলতো?

চন্দ্রমণি। ব্যাপার আবার কি!

গজানন্দ। বটে! আমি সব শুনেছি—আর তুমি চাপা দিতে পারবে না গিন্নী। ওই ছোঁড়াটাকে নিয়ে তুমি আবার গান করাতে আরম্ভ করেছ? আবার ওই কেষ্ট, কেষ্টর গান আমার ভিটেয় চল্‌বে না—ওসব চল্‌বে না। আবার কংস মহারাজ আমায় কত ভালবাসতেন। কেষ্ট ব্যাটাই যে তাকে মেরে ফেল্‌লে।

চন্দ্রমণি। এইবার তোমাকেও মেরে ফেল্‌বে। বলি তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? কৃষ্ণ নাম মুখেও আন্‌বে না—কাণেও শুন্‌বে না, যমের বাড়ী গিয়ে চিরকাল পচে মর্‌বে যে। ভগবানের নাম-কীর্ত্তন তাও তোমার ভাল লাগে না?

গজানন্দ। না—না, ওসব নাম আমার কাছে চল্‌বে না। তাড়িয়ে দাও—তাড়িয়ে দাও বল্‌ছি ছোঁড়াটাকে। হতভাগা দিন-রাত্তির আমার ভিটেয় পড়ে আছেন। যা—যা হতভাগা, আমার ভিটে থেকে দূর হ'য়ে যা। ফের যদি তোকে এখানে দেখ্‌তে পাই, তাহ'লে আর রক্ষে থাক্‌বে না বল্‌ছি। খুন হবি—খুন হবি ব'লে দিচ্ছি। য়্যাঁ! গোপাল যে দাঁড়িয়ে রইলেন, বোধ হয় ননী খাবার ইচ্ছে হয়েছে?

চন্দ্রমণি। আহা! এযে তোমার ভাইপো। তাকে এম্‌নি ক'রে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, তোমার প্রাণ কি একটুও কাঁদ্‌ছে না?

দেখ—দেখ, এর চোখ দুটো যে ছলছল করছে। না মাণিক, তুমি কেঁদো না; দেখি কে তোমায় বাড়ী থেকে তাড়ায়।

গজানন্দ। গিন্নী! তুমি কি যা ইচ্ছে তাই করবে? এখনো বল্‌ছি ছোঁড়াটাকে ভাগাও, নইলে সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে বল্‌ছি।

চন্দ্রমণি। তা হোক্, সর্ব্বনাশ তোমার হ'লো বলে। এস বাবা! ভয় কি! জ্যেঠামশাই না হয় তোমাদের পর ক'রে দিয়েছেন, আমি তো তোমাদের পর ক'রে দিইনি।

[অনিন্দ্যকে লইয়া প্রস্থান।

গজানন্দ। বটে—বটে! সোহাগ দেখে আর বাঁচিনে। পরের ছেলেটাকে নিয়ে খুবই মা গিরি ফলানো হ'চ্ছে, ওদিকে নিজের ছেলেটা যে গোল্লায় যাচ্ছে। দাঁড়াও—দাঁড়াও, গজানন্দ এইবার খাঁটি গজমূর্ত্তি ধারণ ক'রে সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড ক'রে ছাড়্‌বে। থাক্‌তো যদি এ সময় আমাদের কংস রাজা বেঁচে—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

নাগপুরী।

অর্জ্জুন ও উলপী।

অর্জ্জুন। একি! কোথায় এসেছি আমি
কহলো সুন্দরী?
কেবা তুমি কাহার নন্দিনী,
কিবা নাম তব?

কিবা হেতু গঙ্গাগর্ভ হ'তে
নিয়ে এলে হেথা মোরে,
কৌতুহল জাগিছে পরাণে—
বুঝিতে না পারি কিছু
রহস্য ইহার।

উলূপী। শুন ওহে বিদেশী সুজন!
নাহি ভয় তব,
নাহি হও উচাটন আসিয়া হেথায়।
শোন স্থির হ'য়ে পরিচয় মোর,
এ যে হয় ধরণীর নিম্নতল
কৌরব্যনাগের দেশ,
পিতা মোর নাগের ঈশ্বর ;
তাঁহার নন্দিনী আমি
নাম মোর নাগিনী উলূপী।

অর্জ্জুন। কিন্তু কহলো রূপসী
কি উদ্দেশ্যে নিয়ে এলে মোরে
জাহ্নবীর গর্ভ হ'তে
মোহিনী মায়ায় ?

উলূপী। হেরি তব সৌন্দর্য্য অপার
মন্ত্র বলে ল'য়ে এনু তোমা,
মনে মনে বরেছি তোমারে
তুমি মোর আরাধ্য দেবতা।
পূরাও বাসনা মোর,
মিটাও পিয়াসা আজি

দিয়ে মোরে বসন্তের
মধুর স্পর্শন।
তোমার প্রেমের দ্বারে
আজি আমি দীনা ভিখারিণী।

অর্জ্জুন। শোন নাগিনী উলুপী!
মিথ্যা আশা মুছে ফেল
অন্তর হইতে।
অবাস্তব কল্পনার ছবিখানি
ছিন্ন কর বালা!
জ্বালা শুধু বাড়িবে তোমার,
নাহি জানো পরিচয় মোর।
ভুবন বিখ্যাত সেই
চন্দ্রবংশ সমভূত—
মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন আমি
নাম মোর বীরেন্দ্র অর্জ্জুন।
সত্যভঙ্গ অপরাধে ব্রহ্মচারি বেশে
তীর্থে তীর্থে করি যে ভ্রমণ,
এ হেন সময়ে
আশা তব হবে না পূরণ।
করি অনুরোধ ত্যজ মোরে
করো না নিরয়গামী
মুগ্ধ করি রূপের ছটায়।
দয়া করি দেখাও আমারে নারী
মর্ত্ত্যের আলোক।

উলূপী । তাও কি সম্ভব !
পেয়েছি যখন মোর
হৃদয় রতনে—
কেমনে তাহারে আজি
দানিব বিদায় ?
নিমেষে হেরিয়া তব মুরতি সুঠাম,
জর্জ্জরিত হিয়া মোর
অনঙ্গ দহনে ।
আমার এ যৌবনের ফুটন্ত কাননে
সত্যই তুমি যে হও তৃষিত ভ্রমর,
তৃষা তব কর নিবারণ ।
ওগো সখা !
হয়ো না নিদয় ।
আমার যা কিছু ছিল
সবটুকু তব পদে দিয়াছি বিলায়ে ;
রক্ষা মোরে কর আজি
মধুর পরশে ।

অর্জ্জুন । একি বালা হীন আচরণ তব ?
ছলনায় ল'য়ে এসে
আপনার দেশে—
একজন ব্রহ্মচারী সনে
কেন হেন জঘন্য আচার ?
গৃহে আছে ভার্য্যা মোর
পাঞ্চালনন্দিনী—

কেমনে তাহার প্রাণে দেবো ব্যথা
পুনঃ দার করিয়া গ্রহণ।
না না—নাহি হবে তাহা,
আমারে ভুলিয়া যাও—
অন্যজনে কর দান
যৌবন তোমার।

উলূপী। পারিব না তাহা,
তুমি যদি আশা মোর না কর পূরণ—
তাহ'লে জানিও ওগো বিদেশী সুন্দর!
তোমারি সম্মুখে আজি
আত্মহত্যা করিবে উলূপী;
নারীহত্যা মহাপাপ—
স্পর্শিবে তোমায়।

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন! কর ত্রাণ
এ ঘোর সঙ্কটে।
শুষ্ক ব্রতচারী ফাল্গুনির সনে
একি খেলা খেলিছ মাধব!
পড়িয়াছি অকুল পাথারে,
পার কর—পার কর
পারের কাণ্ডারি,
তোমা ভিন্ন কে আছে আমার।

উলপী। পদে ধরি বীর!
রাখ মোর সতী মান—সতী ধর্ম্ম আজি।
ওগো মোর অজ্ঞাত বান্ধব!

নারিব ভুলিতে তোমা
অন্যজনে জীবন দানিয়া।
নাহি হবে দ্বিচারিণী—
উলূপী ধরায়।

কৌরব্যনাগের প্রবেশ।

কৌরব্য। এ কি! উলূপী—উলূপী!
কেবা এই অচেনা সুন্দর
ব্রহ্মচারি নাগের আলয়ে?
কিবা নাম—কোথায় নিবাস,
কি কারণ হরিদ্বার গঙ্গানীর হ'তে
ইহারে আনিলে কন্যা
আশ্রয়ে আমার?
কি উদ্দেশ্য কহ ত্বরা মোরে।

উলূপী। পিতা! পিতা!
ভাগ্যবান্ তুমি।
ভুবন-বিখ্যাত বীর তৃতীয় পাণ্ডব
অর্জ্জুন ইহার নাম,
আজি অতিথি নাগের দেশে।

কৌরব্য। তৃতীয় পাণ্ডব?

উলূপী। হাঁ পিতা!

কৌরব্য। কিন্তু কিবা হেতু
আগমন হেথা?

উলূপী। [নীরব]

কৌরব্য। কহ কন্যা!
কি হেতু নীরব?
উলূপী। পিতা!
কৌরব্য। কহ ত্বরা।
উলূপী। পিতা! পিতা! স্বামীত্বে বরণ
আমি করিয়াছি তৃতীয় পাণ্ডবে।
কৌরব্য। সে কি?
উলূপী। সত্য পিতা! গান্ধর্ব্ব বিধানে
ইনিই আমার স্বামী—
সাক্ষী ওই ভগবান্।
কৌরব্য। একি তব স্বাধীনতা
শুনি রে নন্দিনী!
পিতার সম্মতি বিনা
স্বামীরূপে করিলে বরণ আজি
তৃতীয় পাণ্ডবে?
স্বেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার—
পিতৃ-অপমান।
উলূপী। নহে পিতা পিতৃ-অপমান।
করি নাই কোন অপরাধ,
ভাগ্যবান্ আজি তুমি পিতা!
জামাতা তোমার হয়
ভুবন-বিখ্যাত বীর তৃতীয় পাণ্ডব;
বীরত্বে যাহার মুগ্ধ চরাচর।
যোগ্যজনে কন্যা তব

স্বামীরূপে করেছে বরণ।
তব মুখ হইল উজ্জ্বল,
তাহে যদি হয় অপরাধ—
কিম্বা তব অপমান,
দাও শাস্তি মোরে
অবশ্যই করিব গ্রহণ।

কৌরব্য। না—হইবে না তাহা,
নির্ব্বাচন করেছি জামাতা
মণিপুর-রাজে।
তার সনে বিবাহ তোমার
করিয়াছি আয়োজন তার।

উলূপী। পিতা!

কৌরব্য। স্বেচ্ছাচারিণী তনয়া!
করিতে কি চাহ আজি
পিতৃ-অপমান?
আমরা নাগের জাতি
অতি ক্রূর—অতি ভয়ঙ্কর,
তার চেয়ে অতি ক্রূর
সুসভ্য এ আর্য্য জাতি জানে সর্ব্বজনে;
তার করে সমর্পণ করিব না তোমা
জানিও উলূপী।

উলূপী। তবু পিতা!
স্বামী মোর তৃতীয় পাণ্ডব।
যাঁহার চরণে মোরে দিয়াছি বিলায়ে,

তিনি স্বামী ধ্যানের দেবতা।
তাঁর লাগি সুদূর ভবিষ্যপথে
আসে যদি শত হাহাকার—
কান্নার সাগর—
তবু আর অন্যজনে স্বামীরূপে
বরিবে না উলূপী তোমার।

কৌরব্য। বটে—বটে! এত স্পর্দ্ধা তব?
দেখি আজি—
কত তুমি হ'য়েছ স্বাধীনা।
এই—কে আছিস্, ডেকে দে ঘাতকে।
শোন—শোন কন্যা!
পিতৃ-অপমান হেতু
মৃত্যুদণ্ডে করিব দণ্ডিত তোমা
জানিও নিশ্চয়।
ঘাতক—ঘাতক!

ঘাতকের প্রবেশ।

দ্বিখণ্ডিত কর শির দর্পীতা কন্যার,
আদেশ আমার।

অর্জ্জুন। [স্বগতঃ] একি!
একি হেরি নির্ম্মম আচার!
আমা লাগি আজি হায়
সরলা নাগের কন্যা
প্রাণদণ্ডে হইবে দণ্ডিতা,

হেন নৃশংসতা সহিতে নারিব।
না না—হইবে অধর্ম্ম তাহে
উদাসীন থাকি যদি
আজি এ কর্ত্তব্যে।

কৌবব্য — ঘাতক—ঘাতক!
স্কন্ধচ্যুত কব শির,
দেখি আজি কেবা রক্ষা করে।

উলূপী — কবি নাই অধর্ম্ম আচার
কবি নাই নীতিহীন কোন কার্য্য
পাপেব কুহকে।
শোন—শোন পিতা!
তব এই রূঢ় অবিচাবে
ভগবান্ বক্ষিবে আমায়।
আর করিবেন রক্ষা তিনি
যাহাব বনিতা আজি
উলূপী নাগিনী।

কৌরব্য — ঘাতক—ঘাতক!
সাবধান নাগের ঈশ্বর!
তৃতীয় পাণ্ডব হেথা
থাকিতে জীবিত
করিতে দিবে না তোমা নিষ্ঠুব আচার।

কৌরব্য — আরে আরে দুর্ব্বল মানব!
নাহি ভয়—
কালরূপী নাগের সম্মুখে?

অর্জ্জুন।　ভয়? কে করিবে ভয়?
অর্জ্জুন? নাম যার তৃতীয় পাণ্ডব?
নামে যার কাঁপে ত্রিভুবন,
গাণ্ডীবে যাহার উদ্গারে অনল,
বীরত্বে যাহার কম্পিত ধরণী,
তাহারে দেখাও ভয় নাগের ঈশ্বর?
এখনি নিমেষে পারি
বাণে বাণে পাতাল রাজত্ব তব
করিতে শ্মশান।
এই আমি কন্যারে তোমার
পত্নীরূপে করিনু গ্রহণ,
সাধ্য থাকে হও অগ্রসর
প্রাণদণ্ড করিতে ইহার।
এস—এস বালা!
আজি হ'তে ধর্ম্মপত্নী তুমি মোর,
সাক্ষী তুমি থাক জগন্নাথ। [উলূপীর হস্তধারণ]

কৌরব্য।　ধন্য—ধন্য আমি এতক্ষণে।
এতক্ষণে ভগবান্
পূরালেন কামনা আমার,
তৃতীয় পাণ্ডব জামাতা আমার।
আনন্দ সংবাদ—আনন্দ সংবাদ—
উৎসবের কর আয়োজন
সুসজ্জিত কর নাগপুরী,
নাগের জামাতা আজি তৃতীয় পাণ্ডব।

এই—কে আছিস্—কে আছিস্,
কর্ রে ঘোষণা আজি শুভ সমাচার
উলূপীর স্বামী আজি
বিশ্বজয়ী তৃতীয় পাণ্ডব।
কই—কোথা তোরা নাগিনীর দল!
আয়—আয়—ছুটে আয়,
মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে
বর-কন্যা ল'য়ে যা রে প্রাসাদে আমার।

প্রস্থান

শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে করিতে গীতকণ্ঠে
নাগিনীগণের প্রবেশ।

গীত।

নাগিনীগণ।--

ওলো সই চল্ নিয়ে চল্ বরক'নে।
ফাগুনের মধু ভরা উতল করা উপবনে॥
বাজ্‌লো আজি মিলন বাঁশী,
উলু দে লো ও রূপসী,
শাখ বাজালো যত পারিস্
আজকে মধুর লগনে॥
মরা গাঙে বাণ ডেকেছে,
শুক্'না গাছে ফুল ফুটেছে,
তাই প্রাণের বঁধু ছুটে এলো
বাঁধতে প্রেমের বন্ধনে॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মণিপুর—রামভদ্রের বাটী।

বরাঙ্গী ও ধনপতির প্রবেশ।

বরাঙ্গী। ধনু! ধনু! ও ধনু! কর্ত্তার কোন সন্ধান পেলি রে? কখন বেরিয়েছে, এখনো পর্য্যন্ত কিছু মুখে দিইনি। বাড়ীতে ঠাকুর, এতখানি বেলা হ'য়ে গেল তারও নিত্তিসেবা হ'লো না। ব্যাপার কি বল্‌তো? একবার না হয় দেখে আয়—

ধনপতি। হু! এই রোদে বাড়ীর বার হ'য়ে মরি আর কি! তুই বেশ বলেছিস্ মা। চ' চ' আমায় ভাত দিবি চ'। কত বেলা হ'য়ে গেল। বাবা যদি নাই-ই আসে, তাব'লে আমরা কি উপোষ যাবো?

বরাঙ্গী। হ্যাঁরে, এখনো যে নারায়ণের পূজো হয়নি। তুই তো বামুনের ছেলে হ'য়ে অত যজমান শিষ্যি থাকতে পূজো আশ্রয় কিছুই শিখ্‌লিনে। কর্ত্তা আর কদিন রে, তখন সংসার চালাবি কি ক'রে?

ধনপতি। আরে কর্ত্তাকে আগে যেতে দাও—তারপর দু' তিন দিনে ষষ্ঠীপুজো লক্ষ্মীপুজো থেকে দুর্গোৎসব—বৃষচ্ছুত্ত সব শিখে ফেল্‌বো। এখন শুধু শুধু খাটতে যাই কেন? এখন কি আমার খাটবার বয়স হ'য়েছে? এখন বাবা খেটে নিক্—ব'সে ব'সে খেলে চল্‌বে কেন?

বরাঙ্গী। হ্যাঁরে, বল্‌ছিস কি তুই? উপযুক্ত ছেলে হয়েছিস্— বুড়ো বাপ্ আর কদ্দিন খাট্‌বে বলতো?

ধনপতি। যতদিন পারে প্রাণ খুলে খেটে নিক্। ম'রে গেলে খাট্‌বে কে? তখন যে আপশোষ করবে মা। বুঝ্‌লি? চ'—চ' ভাত দিবি চ'।

বরাঙ্গী। একবার না হয় দেখ্—

ধনপতি। আঃ! কি যে জ্বালাতন করিস্—আমি দেখ্‌তে ফেক্‌তে পারবো না। আমায় সকাল ক'রে খেয়ে দেয়ে একটু ঘুমুতে হবে, নইলে মাথার ঠিক থাকে না। দিনরাত কত মাথার কাজ করতে হয় জানিস্ তো?

বরাঙ্গী। তুই আবার মাথার কাজ কি করিস্ রে ধনু! দিন-রাত্তির তো বেড়িয়ে বেড়াস্।

ধনপতি। বলি সেটাও কি মাথার কাজ নয়। যাক—ভাত দিবি কিনা বল্? নইলে নিজে গিয়ে বেড়ে নোব বল্‌ছি।

বরাঙ্গী। মিন্সের কি আক্কেল বাবা। এতখানি বেলা হ'য়ে গেল বাড়ী ঢোক্‌বার নামটি নেই।

ধনপতি। কোথায় মদ কদ খেয়ে চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে আছে।

বরাঙ্গী। সে কি রে! বুড়ো মিন্সে মদ খায় কি রে?

ধনপতি। তা আর জানো না, মন মন বদমাইসি। আমি দেখিয়ে দেবো তোকে।

বরাঙ্গী। দিস্‌তো; তাহ'লে আর বাঁচাবো। একটা পেল্লয় হ'য়ে যাবে না?

ধনপতি। ওই শোন্ মা, বৈঠকখানার ঘরে কি রকম খুটখাট্ শব্দ হচ্ছে। চোর ঢুক্‌লো নাকি?

বরাঙ্গী। দেখ্—দেখ্—শিগ্‌গীর দেখ্, কাপড় চোপড়গুলো চুরী ক'রে না পালায়।

ধনপতি। আচ্ছা—আচ্ছা—দেখ্‌ছি।

[ব্যস্তভাবে প্রস্থান।

বরাঙ্গী। ওমা, চোরের কি সাহস গো! দিন-দুপুরে ঘরের ভেতর ঢুকেছে। আচ্ছা বুকের পাটা তো!

বরবেশী রামভদ্রকে লইয়া ধনপতির প্রবেশ।

রামভদ্র। আরে ছাড়্ ছাড়্—আমি চোর নই।

ধনপতি। এই দেখ্ মা, চোরকে ধ'রে এনেছি।

রামভদ্র। আরে করিস্ কি ছোঁড়া?

বরাঙ্গী। ওমা—তোমার একি কাণ্ড গো! দুপুরবেলায় বর সেজেছ কেন? বুড়ো বয়সে আবার একি সখ রে মিন্সে? এদিকে নারায়ণও উপোস যাচ্ছে—বলি আক্কেল কি তোমার?

রামভদ্র। হে-হে-হে! মহারাজ নাগপুরীতে যাচ্ছেন নাগকন্যার সঙ্গে তাঁর যে বিয়ে। রাজ্যে মহা হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে।

বরাঙ্গী। তাতে তোমার আর কি হ'য়েছে? মহারাজ যাচ্ছেন বিয়ে করতে—তা তুমি বর সেজেছ কি করতে? ছিঃ ছিঃ!

রামভদ্র। কি করি বলো—আমি মহারাজের বয়স্য। মহারাজ আমায় অনেক ক'রে বল্লেন—বয়স্য, তোমাকে আমার সঙ্গে নাগপুরীতে যেতে হবে। কাজেই—মহারাজের খাতির তো রাখ্‌তে হবে।

বরাঙ্গী। তা তুমি বর সাজ্‌লে কেন?

ধনপতি। দেখ্ মা! বাবাকে বেশ মানিয়েছে। বাবাও নাকি বিয়ে করতে যাচ্ছে?

বরাঙ্গী। হ্যাঁগা, তুমি তো মহারাজের সঙ্গে যাবে, তবে বর সেজেছ কি করতে? কি ঘেন্নার কথা। এদিকে ঠাকুর উপোস যাচ্ছে, এতখানি বেলা হ'য়ে গেল।

ধনপতি। বাবার মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে মা! যাক্, তুই ভাত দিবি চ'। বাবা—ও বাবা! দেখ, আমি তাহ'লে নিতবর হ'য়ে যাবো। তাহ'লে সাজিগে—কেমন?

রামভদ্র। ওরে, আমি যে মহারাজের নিতবর হ'য়েছি—তুই আবার নিতবরের নিতবর হবি? দূর আহাম্মক, তা কি হয়? গিন্নী! চট্ করে আমায় দুটো ভাত দাও—খেয়েই বেরুতে হবে।

বরাঙ্গী। ঠাকুর পূজো করবে কে? তুমি এক পেট গিলবে—ওদিকে ঠাকুর উপোস যাবে? যাও বলছি, ওসব ধাষ্টপনা রেখে দাও—কাপড় চোপড় ছেড়ে ফেলগে। শিগ্‌গীর ঠাকুর পূজো সেরে নাও। আহা, বেলা দুপুর হ'য়ে গেল গা! মিন্সের ধাষ্টপনা দেখে আমার গা বিষ্ বিষ্ করছে।

ধনপতি। দে না মা আচ্ছা ক'রে ধনঞ্জয় ক'রে, বাবার চালাকি বেরিয়ে যাক্। উনি যাচ্ছেন মহারাজের বিয়ে দিতে নিতবর সেজে। আচ্ছা বে-আক্কেলে লোক, বুদ্ধি শুদ্ধি মোটেই নেই।

রামভদ্র। আমি কি সত্যিই বিয়ে করতে যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি মহারাজের নিতবর হ'য়ে—তাতে আর দোষ কি।

বরাঙ্গী। তুমিও যেমন—তোমার মহারাজও তেমন। অমন বিয়ের যুগ্যি সোনার চাঁদ মেয়ে থাকতে বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে। কেন মেয়ের বিয়ে দাওনা, জামাই আসুক।

রামভদ্র। রাজা মহারাজের কথাই ছেড়ে দাও। রাণীর ছেলে হ'লোনা ব'লে তাই মহারাজ আবার বিয়ে করতে যাচ্ছেন। চলো—

চলো, যা হয় ক'রে ঠাকুর পুজোটা সেরে দিইগে চলো, এখুনি বেরুতে হবে।

বরাঙ্গী। তুমি বাড়ী থেকে যাবে, তোমার ঠাকুর পুজো করবে কে?

রামভদ্র। কেন, ধনু আমার করবে।

ধনপতি। আমার দ্বারা ওসব পুজো ফুজো হবেনা ব'লে দিচ্ছি, আমার ওসব মোটেই ভাল লাগে না।

রামভদ্র। যা হয় ক'রে দুটো একটা দিন সেরে দিও বাবা!

বরাঙ্গী। তোমার যাওয়া হবেনা বল্‌ছি।

রামভদ্র। আরে মহারাজের যে হুকুম, না গেলে রক্ষে আছে। দোহাই গিন্নী! তুমি আর ফ্যাচাং বাড়িও না। রোজ রোজ তো ঠাকুর পুজো করি—দিনকতক না হয় বন্ধই থাকুক না, তাতে আর দোষ কি। পুজো হচ্ছে কি না হচ্ছে, এতো আর কেউ দেখ্‌তে আসবে না। কি বল বাবা ধনু?

ধনপতি। তা মন্দ নয়। ঠাকুরটাকে না হয় টান মেরে জলে ফেলে দিয়ে আসি।

বরাঙ্গী। হ্যাগা। সেকি গো? কুলদেবতা—তার পুজো বন্ধ থাক্‌বে? মহাপাপ হবে যে। ও বাবা ধনু! ওকথা বলিস্‌নে বাবা—মিন্সের মত তুইও কি উচ্ছন্নয় গেছিস? সাতকাল গিয়ে মিন্সের এককালে ঠেকেছে—ওর কথা শুনিস্‌ নে। মিন্সের পোষাক-গুলো খুলে নে তো, চালাকি পেয়েছে।

ধনপতি। পোষাক খোলো বাবা—পোষাক খোলো, মাতৃআজ্ঞা কভু আমি না করিব হেলা। [পোষাক খুলিতে উদ্যত হইল]

রামভদ্র। আহা-হা, করিস্‌ কি—করিস কি বাপ্‌! অনেক কষ্টে যে বরের পোষাক যোগাড় ক'রেছি।

বরাঙ্গী। তোমার পোষাকের মুখে আগুন। নে নে—খুলে নে—খুলে নে।

ধনপতি। খোল—খোল বাপ্ রামধন
খোল বরবেশ। ছিঃ-ছিঃ!
এ বেশ কি সাজে হে তোমার? [খুলিতে চেষ্টা]

রামভদ্র। চোপরাও বল্‌ছি! সরে যা—সরে যা, আমি কিছুতেই এ পোষাক খুল্‌বো না। এখুনি একটা রসাতল হ'য়ে যাবে গিন্নী! বারণ কর—বারণ কর বল্‌ছি।

বরাঙ্গী। ঠাকুর পূজো করবে কে?

রামভদ্র। তোমার বাবা কর্‌বে।

বরাঙ্গী। বটেরে মুখপোড়া মিন্সে! আজ তোকে বেশ ক'রে শিক্ষা দিয়ে দিচ্ছি। দাঁড়া—দাঁড়া, ঝাঁটা গাছাটা আনি।

রামভদ্র। ছাড়্ ছাড়্ রে ধেনো, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বল্‌ছি।

[জোরপূর্ব্বক ছাড়াইয়া লইয়া পলায়ন।

বরাঙ্গী। ধর্—ধর্, মিন্সেকে ধর্। ওমা, কি সর্ব্বনেশে লোক গো—পালিয়ে গেল

ধনপতি। যাক্ না, যাবে কোথায়—আবার তো আস্‌তে হবে। তখন আচ্ছা ক'রে কুঁৎকে দেবো। বুঝ্‌লি মা?

বরাঙ্গী। তাই দিস্ বাবা—তাই দিস্, আচ্ছা ক'রে কুঁৎকে দিস্। এখন চ' বাবা, যা হয় ক'রে ঠাকুর পূজোটা ক'রে দিবি চল্। ঠাকুর কি উপবাসী থেকে আছে।

ধনপতি। আচ্ছা আচ্ছা, তাই দিচ্ছি। তুই ভাত বাড়বি চল্—আমি এক মন্তরে কাজ সেরে দিচ্ছি।

[প্রস্থান।

বরাঙ্গী। য়্যা! নিতবর হয়েছেন? ছিঃ-ছিঃ! মিন্সের একটু লজ্জা সরম নেই গা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

উদ্যান।

অর্জ্জুন ও উলূপী।

উলূপী। সত্যই কি চ'লে যাবে তুমি
ওগো প্রিয় ত্যজিয়া আমায়?
তোমারি বিহনে কেমনে থাকিব আমি
কহ মোরে তৃতীয় পাণ্ডব?

অর্জ্জুন। কি করিব নাগের নন্দিনী!
থাকিবার নাহিক উপায়।
দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটনে
হইবে ভ্রমিতে।
একস্থানে বহুদিন রহিলে প্রেয়সী
নাহি হবে নিয়ম পালন।
তোমারে তো কহেছি সকলি
কি কারণ হেন বেশে ভ্রমণ আমার।
করিও না দুঃখ অভিমান
আবার আসিব হেথা,
তব অনাবিল প্রেমসুধা করিবারে পান;

এবে মোরে দাওলো বিদায়।
মোর আশাপথ পানে চেয়ে আছে
ভ্রাতৃগণ আর সে জননী—
আর সেই তব সম আর একজন
হৃদয়-সঙ্গিনী পাঞ্চাল নন্দিনী।

উলুপী। ওগো হৃদয়-বল্লভ !
প্রাণ কি কাঁদে না তব,
হেন নিষ্ঠুরতা বাণী কহিতেছে মোরে।
তব সনে কিবা মোর
দুশ্ছেদ্য বন্ধন হইয়াছে এবে
কেন তাহা ভুলে যাও তুমি ?
তবে হে নিষ্ঠুর !
কেন আজি মাগিছ বিদায় ?

গীত।

মম পুষ্পিত উপবনে থাক বসিয়া।
ওগো মোর দয়িত থাক হৃদি রঞ্জিত করিয়া ॥
আমি প্রেম বারি দানে তুষিব তোমারে,
বাসিব হে ভাল রাখি হৃদি মাঝারে,
শোনাবো তোমারে গান জোছনা রাতে
বাহুতে বাহু দুটি দিয়া ॥

অর্জ্জুন। উলুপী ! উলুপী ! প্রেয়সী আমার !
বাঁধিও না অশ্রুজলে
দুশ্ছেদ্য বন্ধনে মোরে।
কর্ত্তব্যের আবাহন ডাকে বার বার

থাকিবার নাহিক সময় ।
তব সঙ্গ হ'তে লইতে বিদায়—
হায় সতী ! আমারো হৃদয় আজি
ওঠে যে কাঁদিয়া ।
তব প্রেম—তব ভালবাসা
নহে ভুলিবার ।
স্বর্গসুখে আছি যে মগন ;
কিন্তু কি করিব—
উপায় বিহীন আমি,
যেতে হবে ত্যজিবা তোমারে
কর্ম্মের পালনে ।
যেখানেই যতদূরে থাকি
লো সুন্দরী ! তব স্মৃতি
থাকিবে জাগ্রত সদা অন্তর মাঝারে ।
পাবে পুনঃ দরশন মোর
বাঁধিও না প্রণয় শৃঙ্খলে আর ।
পঞ্চ ভাই তাই দুঃখিনী জননী সাথে
আজীবন সহিতেছি দারুণ যন্ত্রণা,
জ্ঞাতি ভ্রাতা শত্রুতা করিয়া
কাড়ি নেছে আমাদের ঐশ্বর্য্য সম্ভার,
কেঁদে কেঁদে গত হয় দিবস রজনী ।
যতদিন নাহি পারি
সে দুঃখের অবসান করিতে সুন্দরী,
ততদিন—ততদিন বিলাস-ব্যসন

আত্মসুখ করিয়া বর্জ্জন
যুঝিতে হইবে সেই শত্রুগণ সাথে।
যদি দেবের কৃপায় হয় সুখের উদয়,
তবেই—তবেই প্রিয়ে!
জীবনের সব আশা পারিব মেটাতে।
দিনে দিনে দিন চ'লে যায়
ভাবিতেছি হায় কতদিনে
সুখ-ঊষা হইবে উদয়
দুর্ভাগ্য-দলিত সেই ঘন অন্ধকারে।

উলূপী। তবে কি সত্যই তুমি
যাবে প্রিয়তম কাঁদায়ে আমারে?
ওগো মোর জীবন-সর্ব্বস্ব!
ওগো মোর ইষ্টদেব!
যাবে যদি ল'য়ে চলো মোরে,
কায়া ছাড়া ছায়া হায়
থাকিবে কেমনে?
যৌবনের প্রথম ঊষায়
জাগালে যে প্রাণে মোর বসন্ত হিল্লোল—
পদে ধরি ওগো মতিমান্!
হয়োনা পাষাণ,
স্থান দাও চরণে তোমার। [পদধারণ]

অর্জ্জুন। উলূপী! উলূপী! নাগিনী সুন্দরী!
বাঁধি মোরে প্রেমের গণ্ডীতে
প্রাণেতে দিওনা মোর দারুণ যন্ত্রণা।

কর্ত্তব্য যে করে আবাহন
বহুদিন গত হ'লো
তব সহ বঞ্চিয়া হেথায়।
জানিনা সেথায় ভ্রাতৃগণ মোর
জননীর সাথে কি ভাবে কাটায় কাল
অরিকুল মাঝে।
আমি যদি না ফিরি এখন
চিরদিন কলঙ্কের গুরুভার করিতে বহন
হইবে আমারে।
না না—পারিব না
সহিতে কখনো তাহা।
ছাড়ো মোরে—দাওগো বিদায়
থাকিবার নাহিক উপায়।

কৌরব্যনাগের প্রবেশ।

কৌরব্য। উলূপী! উলূপী!

উলূপী। বাবা! [কাঁদিয়া ফেলিল]

কৌরব্য। একি! কি হয়েছে উলূপী! তুই কাঁদছিস্ কেন মা? তৃতীয় পাণ্ডব! মা আমার কাঁদ্‌ছে কেন?

অর্জ্জুন। নাগেশ্বর! আমি চ'লে যাচ্ছি শুনে কন্যা তোমার—

কৌরব্য। সেকি! তুমি চ'লে যাবে অর্জ্জুন?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ নাগরাজ! অনেকদিন হ'য়ে গেল হস্তিনা ছেড়ে এখানে এসেছি, আমার জন্য আমার ভ্রাতারা খুবই চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে—জননীও বোধ হয় আশা পথ পানে চেয়ে আছেন। নিয়ম-

ভঙ্গের জন্য দ্বাদশ বৎসর তীর্থ পর্য্যটনে বেরিয়েছিলাম। দ্বাদশ বৎসর প্রায় উত্তীর্ণ হ'য়ে এসেছে—আমাব ফের্‌বার সময়ও উপস্থিত।

কৌরব্য। আমাদের কাঁদিয়ে তুমি চ'লে যেতে চাও? ওই দেখ, মা আমার সে কথা শুনে কত কাঁদ্‌ছে। তোমার যাওয়া হবে না অর্জ্জুন। মা! তুই ভাবিস্‌ নে। অর্জ্জুন যাবে না, আমি তাকে যেতে দেবো না।

অর্জ্জুন। আমায় বাধা দেবেন না নাগেশ্বর! আমায় কর্ত্তব্যের পথ হ'তে বিচলিত কর্‌বেন না। আমার জন্য দুঃখিত হবেন না—আবার আমি আস্‌বো। এখন দয়া ক'রে আমায় যাবার অনুমতি দিন্।

কৌরব্য। তবে কি তুমি আমাদের কাঁদাবাব জন্যে এখানে এসেছিলে পার্থ?

অর্জ্জুন। আমি স্বেচ্ছায় এখানে আসিনি মহারাজ! আপনার কন্যা হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভ হ'তে আমায় এখানে নিয়ে এলো। আমায় অপরাধী কর্‌বেন না।

কৌরব্য। তাহ'লে সত্যই তুমি যাবে?

অর্জ্জুন। হ্যাঁ, আমায় যেতেই হবে। এক একটা দিন চলে যাচ্ছে—আমায় ততই যেন অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌ছে। বাধা দেবেন না, আমি চল্‌লাম, জীবনে আপনাদের ভুল্‌বো না। বিদায় নাগরাজ—বিদায় উলূপী! [দ্রুত প্রস্থান।

কৌরব্য। অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! ওরে কে আছিস্‌ তৃতীয় পাণ্ডবকে ধর্‌—তৃতীয় পাণ্ডবকে ধর্! [দ্রুত প্রস্থান]

উলূপী। চ'লে গেল—চ'লে গেল!
হৃদয়ের চাঁদ মোর অন্ধকার
করি হায় জীবন আকাশ—
শুনিল না কোন অনুরোধ।

শ্রাবণ বরিষা পড়িল ঝরিয়া,
তবু তার গলিল না প্রাণ।
চ'লে গেল—চ'লে গেল
দেবতা আমার। উঃ! উঃ!
কাঁদ্—কাঁদ্ লো উলূপী!
আর বুঝি দেখা তার পাবিনে জীবনে।
এত সে পাষাণ যদি,
তবে কেন তারে নিয়ে এনু
মুগ্ধ হ'য়ে রূপে তাঁর
হরিদ্বার গঙ্গানীর হ'তে।
কেন আজি দিনু তাঁরে
বিলায়ে সর্ব্বস্ব মোর
না ভাবিয়া হিতাহিত;
তাহ'লে তো হেন ভাবে
হ'তো না দহিতে মোরে দহন জ্বালায়।
ওগো দেব!
ওগো মোর স্নেহের সম্পদ!
দেখা দিও স্বপনে আমায়।

চিত্রভানু ও রামভদ্রের প্রবেশ।

চিত্রভানু। সুন্দরী!

উলূপী। একি! কে তোমরা?

রামভদ্র। দেখুন রাজনন্দিনী! ইনি হচ্ছেন সেই মণিপুর-রাজ চিত্রভানু, আর আমি তাঁর শ্রীমান্ বয়স্য—নাম আমার শ্রীমান্ রামভদ্র

শর্ম্মা। মহারাজ আপনাকে বিবাহ কর্‌তে এসেছেন, আমি নিতবর হ'য়ে তাঁর সঙ্গে এসেছি।

চিত্রভানু। তোমার সঙ্গে যে আমার বিবাহ হওয়ার সমস্ত ঠিক্‌ঠাক হ'য়ে গেছে, সেইজন্য আমিও তোমায় বিবাহ করতে এখানে এসেছি।

উলূপী। আপনি এখন এখান থেকে যান্‌ মণিপুর-রাজ!

রামভদ্র। তা যাবে বৈকি! দেখুন রাজনন্দিনী! আমরা কাল সন্ধ্যায় এখানে এসে উপস্থিত হয়েছি, তোমার পিতাকেও সংবাদ পাঠিয়েছি। আমরা একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, জনৈকা দাসীর মুখে শুন্‌তে পেলাম রাজনন্দিনী এই উদ্যানে বায়ু সেবন কর্‌ছেন; তাই মহারাজ বল্‌লেন বিবাহ তো হবেই, একবার রাজকন্যাকে দেখে যাওয়া যাক্‌—তাই আমরা এখানে এসেছি। যাক্‌, এখনি চ'লে যাচ্ছি; কোন ভয় নেই।

চিত্রভানু। বয়স্য! রাজকুমারী সত্যই সুন্দরী।

রামভদ্র। দেখুন দিকিন্‌, সুন্দরী হবে না? আহা—আহা!

চিত্রভানু। চলো বয়স্য! আমরা এখন শিবিরে ফিরে যাই।

উলূপী। মহারাজ! আপনি দুঃখিত হবেন না, আমার বিবাহ হ'য়ে গেছে।

চিত্রভানু। সে কি!

রামভদ্র। একি শুনি আচম্বিতে বজ্রের নিনাদ?

উলূপী। সত্যই আমার বিবাহ হ'য়ে গেছে।

চিত্রভানু। মিথ্যা! আমি তো সে সংবাদ জানি না। তাহ'লে কি নাগরাজ আমায় অপমান কর্‌বার জন্য এখানে নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে এলো? বল, কার সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'য়ে গেছে?

উলূপী। বীরশ্রেষ্ঠ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সঙ্গে। তিনিই এখন আমার স্বামী।

চিত্রভানু। বটে! অপমান—আমার অপমান? না—না, মিথ্যা কথা; বিবাহ হয় না—হ'তে পারে না। অসম্ভব।

উলূপী। অসম্ভব নয় মহারাজ! সত্যই আমি বিবাহিতা।

রামভদ্র। হায়-হায়-হায়! বাড়া ভাতে ছাই পড়্‌লো। এখন নিতবর সেজে এসে শুধু শুধু ফির্‌তে হবে? মহারাজ! আমি যে হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। ভেবেছিলাম, নাগপুরী থেকে আমিও একজন সুন্দরীকে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবো। হা ভগবান্‌!

চিত্রভানু। যাক্‌, শোন রাজকন্যা! বিবাহ হ'য়ে গেলেও তুমি আমায় পুনর্ব্বার বিবাহ কর; যেহেতু তোমার পিতা যখন আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে সম্মত হ'য়েছিলেন।

উলূপী। আপনি পিতার কাছে গিয়ে বলুন গে। তবে স্থির জান্‌বেন, আমি বিবাহিতা। পুনরায় বিবাহ হওয়া খুবই অসম্ভব।

রামভদ্র। তাতে আর দোষ কি সুন্দরী! ইচ্ছে কর্‌লে তিন চার বারও বিয়ে হ'তে পারে। তারপর আমাদের মহারাজও অর্জ্জুনের চেয়ে কম বীর নন্‌।

উলূপী। আমায় বিরক্ত কর্‌বেন না। সরুন, আমি যাই।

চিত্রভানু। দাঁড়াও! সত্যই যদি তাই হয়, তাহ'লে নাগরাজ আমায় কন্যাদানে প্রত্যাখ্যান কর্‌বেন, তখন তোমাকে আমি আর ছাড়্‌বো না; তুমি আমার সঙ্গে শিবিরে চ'লে এস রাজনন্দিনী!

রামভদ্র। তা বৈকি! হাতে পেয়ে ছাড়া উচিত নয়; বলা যায় না, শেষকালে কি হয়। তার চেয়ে আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত।

চিত্রভানু। এস সুন্দরী!

উলূপী। মনে রাখ্‌বেন, আমি রাজকন্যা—তার মর্য্যাদা নষ্ট কর্‌বেন না।

চিত্রভানু। কি স্পর্দ্ধার কথা! তুমি যদি এখন স্বেচ্ছায় আমার শিবিরে না যাও, তাহ'লে বলপূর্ব্বক তোমায় এখান হ'তে নিয়ে যাবো।

উলূপী। কি বল্লেন—কি বল্লেন? সাবধান! যা বলেছেন, আর বলবেন না। পথ ছেড়ে দিন্।

চিত্রভানু। বয়স্য!

রামভদ্র। সীতাহরণটা সেরে ফেলুন না।

চিত্রভানু। এস সুন্দরী! [উলূপীর হস্তধারণ]

উলূপী। একি! ছাড়ুন—ছাড়ুন—

চিত্রভানু। তা হবে না, তোমাকে বিবাহ করবার জন্যই যে আমি এখানে এসেছি। চ'লে এস।

উলূপী। ওগো—কে আছ, দানবকবল হ'তে আমায় রক্ষা কর।

[উলূপীকে টানিতে টানিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

কর্কটনাগের কক্ষ।

কর্কটনাগ সুরাপান করিতেছিল ও নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

কর্কট। নাও—নাও, চালাও—চালাও, হরদম চালাও। কেবল স্ফূর্ত্তি কর, আর নর্ত্তকীদের সঙ্গীত শ্রবণ কর। এই—দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছ কি—চালাও—চালাও।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

সখা! তোমারে বড় ভালবাসি।
জ্যোছন হসিত হৃদয় আকাশে
তুমি হে আমাদের শারদ শশী॥
তুমি আসিবে বলিয়া,
রাখি যে খুলিয়া,
হৃদয় দুয়ারখানি সারানিশি।
জানি না কখন, জাগাবে শিহরণ,
তোমারি উতল করা মধুর বাঁশী॥

কর্কট। যাও—বিশ্রাম করগে। আমি তোমাদের ওপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি। [নর্ত্তকীগণের প্রস্থান] এ জীবনটা চল্‌ছে মন্দ নয়। সংসার দুশ্চিন্তার হাত এড়িয়ে এ একরকম বেশ আছি, কিন্তু স্ত্রী আমার একটু অন্য রকমের। তার দিবারাত্রের অভিযোগ শুন্‌তে শুন্‌তে আমি পাগল হ'য়ে যাই। সে চায় রাজরাণী হ'তে—তাও কি সম্ভব! রাজ-ভৃত্য আমি, রাজা হই কি ক'রে? এ তার অন্যায় দাবী।

ছদ্মবেশী চিত্রভানুর প্রবেশ।

চিত্রভানু। অন্যায় দাবী নয় বন্ধু! সংসারে মানুষ বড় হ'তেই চায়, এ অতি সত্য কথা।

কর্কট। কে তুমি?

চিত্রভানু। একজন বিদেশী বন্ধু।

কর্কট। বিদেশী বন্ধু! কি চাও তুমি?

চিত্রভানু। নাগ-সেনাপতি! আমি তোমায় সৌভাগ্য দিতে এসেছি।

কর্কট। সেকি!

চিত্রভানু। বিশ্বাস কর আমায়। শুন্‌তে পেলাম, তুমি রাজ-সিংহাসনের কথা কি বল্‌ছিলে ?

কর্কট। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী চায় এই নাগরাজ্যের অধীশ্বরী হ'তে। সেনাপতির স্ত্রী সে, এ যে তার অন্যায় আকিঞ্চন।

চিত্রভানু। অন্যায় আকিঞ্চন নয়। সেনাপতির স্ত্রী কি রাজরাণী হ'তে পারে না বন্ধু ? মানুষ ইচ্ছা কর্‌লে সবই হ'তে পারে।

কর্কট। অসম্ভব।

চিত্রভানু। মনের দুর্ব্বলতাই মানুষকে বড় হ'তে দেয় না। তুমি চেষ্টা কর্‌লেই নাগরাজ্যের অধীশ্বর হ'তে পার্‌বে।

কর্কট। কে তুমি ?

চিত্রভানু। সুহৃদ্। ভবিষ্যৎ উন্নতি-পথের প্রদর্শক।

কর্কট। সত্য পরিচয় দাও, তুমি কে ?

চিত্রভানু। আমায় তুমি প্রতিশ্রুতি দাও সেনাপতি যে, আমার নির্দ্দেশিত পথে তুমি চালিত হবে।

কর্কট। কি জন্য ?

চিত্রভানু। সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠায়।

কর্কট। সৌভাগ্য ! আমি তো দুর্ভাগ্যের কশাঘাত মোটেই অনুভব কর্‌তে পারিনে। জীবনে তো কোন অভাব নেই।

চিত্রভানু। অভাববিহীন লোক জগতে নেই। যার আছে তারও অভাব—যার নেই তারও অভাব। তুমি কি রাজা হ'তে চাও না বন্ধু ?

কর্কট। আমি তোমার বন্ধু ? এরূপ অযাচিতভাবে বন্ধুত্ব স্থাপনের মর্ম্ম কি আগন্তুক ? আমি বেশ বুঝে উঠ্‌তে পার্‌ছি না। আগে তোমার সঠিক পরিচয় দাও, তবেই আমি তোমায় বন্ধু ভেবে মেনে নিতে পার্‌বো।

চিত্রভানু। ঠিক তো?

কর্কট। হ্যাঁ।

চিত্রভানু। আমি মণিপুর-রাজ চিত্রভানু।

কর্কট। [বিস্মিতভাবে] মণিপুররাজ !

চিত্রভানু। হ্যাঁ, আমিই সেই অপমানিত মণিপুররাজ। আমার সঙ্গে তোমাদের মহারাজ তাঁর কন্যার বিবাহ দেবেন ব'লে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন, কিন্তু এখানে এসে শুনলাম, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হ'য়ে গেছে।

কর্কট। হুঁ, বুঝেছি। আজ দু'দিন হ'লো রাজকন্যাও অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। অনেক অনুসন্ধানেও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মহারাজ আপনারই ওপর সন্দেহ করেছেন; সেইজন্য আমার উপর আদেশ হয়েছে, আগামী কল্য মণিপুররাজের শিবির আক্রমণ করতে হবে। তাকে নাগরাজ্য হ'তে বিতাড়িত ক'রে দিতে হবে।

চিত্রভানু। সেইজন্যই তো বলছি সেনাপতি, আমি তোমার সৌভাগ্য দিতে এসেছি। স্বামী তুমি—স্ত্রীর বাসনা পূর্ণ কর। তোমার সৌভাগ্যলাভের সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত, এ সুযোগ তুমি হেলায় হারিও না বন্ধু!

কর্কট। আপনি কি চান্ মহারাজ?

চিত্রভানু। চাই আপনার সাহায্য; অবশ্য এর বিনিময় তুমিও পাবে।

কর্কট। আমায় কি করতে হবে?

চিত্রভানু। তুমি যদি কৌশলে মহারাজকে বন্দি করতে পার, তাহ'লে যুদ্ধ-বিগ্রহ কিছুই হয় না। অযথা রক্তপাত—লোকক্ষয় হয় না। আর বিনা পরিশ্রমেই তুমি এই নাগরাজ্যের অধীশ্বর হ'তে পারো।

কর্কট। আমার কর্ত্তব্য কি তাই মহারাজ ?

চিত্রভানু। আত্মার উন্নতিকল্পে মানুষকে অনেক কিছু ন্যায় অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়। ভেবে দেখ, হয়তো জীবনে এমন সুযোগ আস্‌বে না। তুমি কি চিরদিন এম্‌নিভাবেই আদেশবাহক থাক্‌তে চাও সেনাপতি ?

কর্কট। আমি বুঝ্‌তে পারছি, এসব বোধ হয় আমার স্ত্রীর খেলা অদ্ভুত নারী-চরিত্র। না মহারাজ! মার্জ্জনা কর্‌বেন আমায়, আমি অতখানি কলুষিত করতে পার্‌বো না আমার প্রবৃত্তিটাকে। সৌভাগ্যলাভের জন্য জাতিদ্রোহী—প্রভুদ্রোহী সাজ্‌তে পার্‌বো না। আমার এ আদেশবাহকের জীবনই ধন্য। অনেক বড় হ'য়েছি মহারাজ! ছিলাম দরিদ্রের সন্তান—এখন হয়েছি রাজ্যের সেনাপতি ; এর চেয়ে আর কি বড় হওয়ার আশা করতে পারি। আপনি যান, আপনার কথায় ক্রমশঃ যেন আমি চঞ্চল হ'য়ে পড়্‌ছি।

চিত্রভানু। চঞ্চল হবার কিছুই কারণ নেই। কেন তুমি হেলায় এ সুযোগ হারাতে চাও বন্ধু! মনে কর একবার তোমার পত্নীর সেই অশ্রুভারাক্রান্ত মুখখানি। স্বামী তুমি তার—তাকে সুখিনী করাও কি তোমার কর্ত্তব্য নয় ?

কর্কট। হ্যাঁ, কর্ত্তব্য আমার।
পত্নীরে সুখিনী করা স্বামীর কর্ত্তব্য ;
কিন্তু হে রাজন !
এইভাবে অধর্ম্মে আশ্রয় করি
সুখিনী করিতে হবে পত্নীরে আমার—
আর করিতে হইবে
নিজের উন্নতি।

না না—নহেক সম্ভব,
নহে ইহা সৌভাগ্য প্রতিষ্ঠা।

চিত্রভানু। কেন তুমি করিতেছ ভুল।
নাগরাজসহ
কন্যা হেতু বাধিবে সমর,
তুমি হও সহায় আমার—
বিনিময়ে নাগরাজ্য উপহার
দিব হে তোমারে,
বিনাশ্রমে হবে তুমি এ রাজ্যের রাজা।

কর্কট। রাজা—রাজা—
বিনাশ্রমে এ রাজ্যের হবো অধীশ্বর।
দিবারাত্র পত্নী মোর ফেলে অশ্রুজল
করে যে চঞ্চল মোরে
আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে।
তাই তো কি করিব—
কোন্ পথে চালাইব কর্ম্মপথ মোর।
সৌভাগ্য যাচিয়া মোরে
দিতে আসে আলিঙ্গন
প্রত্যাখ্যান কেন আমি
করিব তাহাতে?
থাক ধর্ম্ম—কৃতজ্ঞতা—প্রভুভক্তি মোর,
আত্মার উন্নতি করে
হোক্ মোর নব অভিযান।
হে রাজন্! নাহিক সংশয় আর

গোপনে সাহায্য তব করিবে কর্কট ;
তবে দিতে হবে প্রতিশ্রুতি
যুদ্ধ জয়ে নাগরাজ্য সিংহাসন
হইবে আমার ।

চিত্রভানু । সে কি কথা ! অবশ্য—অবশ্য
অতি সত্য কথা—
নাগরাজ্য সিংহাসন দানিব তোমারে,
প্রতিশ্রুতি দিলাম তোমারে ;
আজি হ'তে তুমি মম পরম সুহৃদ ।
এস সখা ! মিত্রতা স্থাপন হেতু
দাও মোরে আলিঙ্গন
ধন্য হোক্ জীবন আমার ।

[কর্কটনাগ সহ আলিঙ্গন]

কর্কট । কহ বন্ধু !
কি করিতে হইবে আমারে ?
তব হেতু এ জীবন করিব উৎসর্গ ।

চিত্রভানু । শোন সখা ! যদি কোনমতে
কৌশলে বা ছলে পার তুমি
বন্দি করিবারে নাগরাজে,
তারপর বন্দি করি—
পাঠাইবে শিবিরে আমার ।
আমি তারে ল'য়ে যাবো কন্যাসহ
নিজরাজ্যে মোর ।
আর তুমি নির্ব্বিবাদে

এ রাজ্যের হ'য়ে রাজা
করিবে হে সিংহাসনে আরোহণ।

কর্কট। উত্তম প্রস্তাব বন্ধু !
রাজকন্যা আছে কি শিবিরে তব ?
তুমি কি তাহারে—

চিত্রভানু। আমি তারে পুষ্পোদ্যানে পশি
কৌশলে লইয়া গেছি হরণ করিয়া।
হাঃ-হাঃ-হাঃ !
প্রতিশোধ করিব গ্রহণ।
মম সহ বিবাহ দানিতে হইয়া সম্মত,
তৃতীয় পাণ্ডবে কন্যাদান করি
অপমান করিল আমার ;
কিন্তু নাহি জানে নাগেশ্বর
কি ভীষণ হয় এই রাজা চিত্রভানু।
পিতা পুত্রী দুইজনে
ল'য়ে গিয়ে স্বরাজ্যে আমার
উলূপীরে করিব বিবাহ
পিতার সম্মুখে তার।
হ্যাঁ—বলিতে কি পারো সখা,
কোথা এবে তৃতীয় পাণ্ডব ?

কর্কট। কয়দিন হ'লো গিয়াছে চলিয়া।

চিত্রভানু। ভাল—ভাল ! যাক্,
চলিলাম শিবিরে আমার।
কথামত কার্য্য যেন হয়। [চিত্রভানুর প্রস্থান।

কর্কট। নিশ্চয় হইবে।
নাগরাজ্যের অধীশ্বর
হইবে কর্কটনাগ—হাঃ-হাঃ-হাঃ!
চমৎকার—চমৎকার!
বিনাশ্রমে ভাগ্যের উন্নতি।

গীতকণ্ঠে দৈবের প্রবেশ।

গীত।

কেন কর্‌ছো তুমি ভুল।
ওই পথেতে হয় কিরে ভাই ভাগ্য অনুকূল॥
হয় না জয়ী কেউ কখনো পরকে ফাঁকি দিয়ে,
সে নিজেই তখন ফাঁদে পড়ে নিজের মাথা খেয়ে,
নিরাশ সাগর ছুটে আসে
পায়না তখন কূল॥

[প্রস্থান।

কর্কট। ভুল—ভুল, তবে কি সত্যই আমি ভুল কর্‌ছি? সত্যই কি এই পথে আশা আমার পূর্ণ হবে না? তাই তো কিছুই যে বুঝে উঠতে পারছিনে। দুরন্ত প্রলোভন যে আমায় উন্মাদ ক'রে দিলে, তাইতো আমি কি করলাম?

কৌরব্যনাগের প্রবেশ।

কৌরব্য। সেনাপতি! সেনাপতি!

কর্কট। আসুন—আসুন মহারাজ! একি! এত ব্যস্ত কেন?

কৌরব্য। ব্যস্ত না হ'য়ে যে থাক্‌তে পার্‌ছিনে। দুর্ব্বৃত্ত মণিপুর-রাজা রাজ্যে এসে শিবির স্থাপন ক'রে আমার একমাত্র কন্যাকে-

অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে। তুমি এখনো কেন নিশ্চিন্ত আছ? শিবির আক্রমণ কর—আগুন জ্বেলে দাও; নতুবা সে শিবির তুলে নিয়ে স্বরাজ্যে চ'লে যাবে। আজ রাত্রেই তার শিবির আক্রমণ কর।

কর্কট। রাজকন্যাকে কি মণিপুররাজ সত্যই অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে?

কৌরব্য। হ্যাঁ—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই, এ তারি কাজ—তারি কৌশল। শিবির আক্রমণ করলেই কন্যাকে আমার পাওয়া যাবে।

কর্কট। মহারাজ! আপনি যে তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দেবার জন্য সব ঠিক্‌ঠাক্ করেছিলেন, এমন কি বিবাহের দিনও পর্য্যন্ত স্থির হ'য়ে গিয়েছিল। সে বিবাহ কর্‌বার জন্য যথাসময়ে এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছিল, কিন্তু তার পূর্ব্বেই রাজকন্যার বিবাহ সম্পন্ন হ'য়ে গেছে। এতে মণিপুররাজের কি অপমান করা হলো না?

কৌরব্য। সবই সত্য, কিন্তু আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা চেয়ে তাকে পত্রদ্বারা জানিয়েছিলাম। দৈব নির্ব্বন্ধে কন্যার বিবাহ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সঙ্গে হ'য়ে গেছে, তত্রাচ আমার সে পত্র উপেক্ষা ক'রে মণিপুররাজ এখানে এসে উপস্থিত হ'য়েছে। দোষ কি আমার?

কর্কট। তা না হয় হ'লো; কিন্তু মণিপুররাজ যে রাজকন্যাকে হরণ ক'রে নিয়ে গেছে তারই বা প্রমাণ কি? অনর্থক একটা ভুল ধারণা নিয়ে একজন রাজাকে অপমান করা বা তার বদনাম দেওয়া উচিত কি?

কৌরব্য। সেনাপতি! তুমি বল্‌ছো কি?

কর্কট। আজ্ঞে, আমি ঠিক কথাই বল্‌ছি। আপনি একটু ভেবে দেখুন না, যখন চাক্ষুস কোন প্রমাণ নাই, তখন অযথা তার সঙ্গে বিবাদ ক'রে রক্তপাত ক'রে লাভ কি?

কৌবব্য। তুমি কি বল্‌তে চাও সেনাপতি ?

কর্কট। আমার মতে আপনি একবার মণিপুররাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন, সাক্ষাৎ ক'রে তাঁকে বলুন। আর আমিও বিশেষভাবে রাজ-কন্যার সন্ধান নিই, সত্যই তাকে মণিপুররাজ অপহরণ করেছে কিনা।

কৌরব্য। শত্রুর শিবিরে যাওয়া কি উচিত সেনাপতি ?

কর্কট। ভয় কি মহারাজ! আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। দেখি যদি মণিপুররাজ শিষ্টাচারের কোন ব্যতিক্রম করে, তাহ'লে তখনই আমার কোষাবদ্ধ অসি সগর্জ্জনে গর্জ্জে উঠ্‌বে। চক্ষুর নিমিষে মণিপুররাজাকে ধ্বংস ক'রে ফেল্‌বো।

কৌরব্য। এ অতি উত্তম যুক্তি। তাহ'লে কল্য প্রত্যুষেই তার শিবিরে আমরা উপস্থিত হবো।

কর্কট। আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মণিপুর-রাজের সাধ্য কি দুর্জ্জয় নাগের কবল হ'তে নাগরাজকন্যাকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যাবে।

কৌরব্য। সন্তুষ্ট হলাম, আমি এখন চল্লাম। হায়, এ সময় যদি তৃতীয় পাণ্ডব এখানে থাক্‌তো—

[প্রস্থান।

কর্কট। যাক্, বৃদ্ধ রাজাকে কৌশলে মণিপুররাজের শিবিরে নিয়ে যেতে হবে। যাই, বন্ধুবরকে একখানা পত্র লিখে পাঠিয়ে দিইগে। সৌভাগ্যের অযাচিত দান আমি কেন গ্রহণ কর্‌বো না? পাপ—কিসের পাপ ? সংসারে এ পাপ সবাই ক'রে থাকে। স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র নিজে সৌভাগ্যবান্ হবার জন্য অন্যায়ভাবে কত দানব-দৈত্যকে বধ ক'রেছে, তার কাছে আমি তুচ্ছ। 'তখন আমার চিন্তা কি।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

গজানন্দের বাটী।

চন্দ্রমণির প্রবেশ।

চন্দ্রমণি। প্রহ্লাদ! প্রহ্লাদ! ওরে আমার প্রহ্লাদ! তুই আমায় ফাঁকি দিয়ে কোথায় চ'লে গেলি বাবা? এত ডাক্‌ছি—এত কাঁদছি, তবু সে তো সাড়া দিচ্ছে না, মা ব'লে এসে ডাক্‌ছে না? বাছা আমার দু'দিনের জ্বরে জন্মের মত চ'লে গেল। যাবে—যাবে বই কি! পাপের সংসাবে সে আর কতদিন থাক্‌বে। যে সংসারে ঠাকুর দেবতার নাম হয় না, সে সংসারে কি সুখ-শান্তি থাকে? সে সংসারে আগুন জ্ব'লে যায়—ছারখার হ'য়ে যায়। আমারও সংসারে তাই হয়েছে, হবির নাম করলে—হরির পুজা করলে কর্ত্তার রাগ বেড়ে উঠে। যেদিন ঠাকুর ঘর থেকে রাধাকৃষ্ণের মুর্ত্তিটা জলে ফেলে দিয়ে এলো—প্রহ্লাদ আমার সেই দিনই জ্বরে পড়্‌লো। দুদিন যেতে না যেতে—উঃ! বাছা আমার চ'লে গেল। সংসার আর কাকে নিয়ে কর্‌বো। কার আশায় দিনরাত খাটা খাটুনি কর্‌বো? দয়াময়! দয়াল হরি! তুমি একি কর্‌লে? আমি তো তোমার চরণে কোন অপরাধ করিনি, তবে কি জন্য আমার বুকের নিধিকে তুমি কেড়ে নিলে? প্রহ্লাদ—প্রহ্লাদ—ওরে প্রহ্লাদ!

গজানন্দের প্রবেশ।

গজানন্দ। চালাকি পেয়েছে—বলে কিনা সুদ দেবো না। ইয়ারকি! পাই পয়সা আদায় ক'রে নিয়ে তবে এসেছি। আবার পায়ে ধ'রে

কান্নাকাটি—বলে সুদ দিতে পারবো না। মজার কথা—সুদ দিতে পারবো না। সেদিন আমায় ধাক্কা মেরে চ'লে গেছিলি না? জানিস আমার হাতে তোর মাথা বাঁধা, ব্যাটা কুঁদো—সুদ ছাড়বো?

চন্দ্রমণি। কি হলো আবার?

গজানন্দ। এই দেখ না, সেদিন কন্দুর্পে আমায় কি রকম ঠেলে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল, ব্যাটা জানে না—আমার কাছে তার মাথা বাঁধা। আজ কড়া ক্রান্তি টাকা আদায় ক'রে এনেছি। পনের টাকা সাডে আট আনা সুদ হ'য়েছিল, বলে কিনা সাড়ে আট আনা ছেড়ে দিতে হবে। কি রকম কান্নাকাটি। হুঁ—আমি কি ওই কান্নাকাটিতে ভুলি? সাড়ে আট আনা ছেড়ে দিতে হবে—চালাক নাকি। ওই সাড়ে আট আনা আসে কোথেকে বলোতো? আদায ক'রে নিয়ে তবে এসেছি।

চন্দ্রমণি। হ্যাঁ গা! আর তুমি কার জন্যে এসব করছো গা? কে ভোগ করবে? যে ভোগ করতো সে তো চলে গেল। অমন উপযুক্ত একটা ছেলে ম'রে গেল, তবু তোমার চৈতন্য হ'লো না? ছেলেটা কি মরতো, তোমার পাপেই সে ম'রে গেল। তুমি যে অনেক লোককে কাঁদিয়েছ—অনেক লোকের শাপ মণ্যি কুড়িয়ে নিয়েছো। ওগো! আর কেন, এখনো তুমি ক্ষান্ত হও—এখনো একমাস হয়নি। যে ধন তোমার চ'লে গেছে, লক্ষ টাকাতে কি সে ধন ফিরে পাবে?

গজানন্দ। বেশ বলেছ গিন্নী! সংসারে সকলকেই মরতে হবে। কেউ ত আর মার্কণ্ড হ'য়ে আসিনি। প্রহ্লাদের যাবার সময় হ'য়েছিল—চ'লে গেছে, তাতে আর দুখ্যু কি? আমার গোল গোল ছেলে বেঁচে থাকলেই সুখ-শান্তি। আহা! টাকা যার আছে, তার আবার শোক তাপ কি।

চন্দ্রমণি। উঃ! তুমি কি পাষাণ। একমাত্র ছেলে, সে চ'লে গেল—প্রাণটা একটুও কাঁদ্‌ছে না? তুমি যে তার পিতা।

গজানন্দ। আমি তো আর ধন্বন্তরি নই যে, তাকে বাঁচিয়ে ফেল্‌তে পার্‌তাম। কি কর্‌বো বল, এরকম সব সংসারেই হয়। মিছি-মিছি কেঁদে কেটে আর লাভ কি। ধর টাকাগুলো, এখন সিন্দুকে রাখগে। নোংরা কাপড়ে আর সিন্দুক ছোঁবনা। দিনরাত টাকা দেখ—টাকা গোনো—ব্যস্, সব শোক-তাপ দূর হ'য়ে যাবে। আহা! টাকা বড় মূল্যবান্ জিনিষ।

চন্দ্রমণি। না না—আমি নেবো না। বিষ—আগুন। ফেলে দাও—ফেলে দাও। ওঃ! ওরে আমার মাণিক ধন! ওগো দয়াল হরি!

গজানন্দ। এই দেখ, আবার সেই নাম আউড়ায়। বলি, তুমি কি আমায় পাগল কর্‌বে গিন্নী? থাক্‌তো যদি এসময় আমাদের কংসরাজা বেঁচে, ফরি ফরি বলা বার ক'রে দিতো। দেখো কালী বলো—তারা বলো—দুর্গা বলো—মনসা বলো—শেতলা বলো—মধ্যা ওই ফরি নামটা বাদ দিয়ে। ফরি ফরি কর ব'লেই তো সেদিন রাধেকৃষ্ণ ঠাকুরটিকে একবারে জলসই ক'রে দিয়ে এসেছি।

চন্দ্রমণি। হাতে হাতে তার ফলও পেয়ে গেলে। যেদিন দিয়ে এলে, তার দুদিন যেতে না যেতে নির্ব্বংশ হ'লে—সোনার চাঁদ চ'লে গেল। এখনো তুমি টাকার মোহে প'ড়ে পরের সর্ব্বনাশ কর্‌তে ভুল্‌ছো না? তুমি ধন্য মানুষ।

গজানন্দ। দেখ, ওসব ছেড়ে দাও, টাকা থাক্‌লেই সব হবে। শোক-তাপ সব ভুলিয়ে দেবে গিন্নী—সব ভুলিয়ে দেবে। যাক্—একটা কথা বলি, তুমি কেষ্ট কেষ্টর নাম মুখে এনো না বল্‌ছি—সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে। কংসরাজার অনুচরেরা তোমার কেষ্ট ঠাকুরকে জব্দ কর্‌বার

জন্যে ছদ্মবেশে চতুর্দ্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেদিন একজনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, আমায় বল্‌লে বয়স্ত মশাই! যদি কেউ কেষ্টর নাম করে—কিম্বা তার পূজা করে, আমায় সংবাদ দেবেন; আমি তাকে আচ্ছা ক'রে সায়েস্তা ক'রে দিয়ে যাবো। খুঁব হুঁসিয়ার, কেষ্ট কেষ্ট ক'রে শেষকালে আমার মাথাটি যেন খেও না। নাও, টাকাগুলো সিন্দুকে রাখগে। আমি এখন সিন্দুক ছোঁব না।

চন্দ্রমণি। আমি আর ও পাপের টাকা স্পর্শ করবো না। উঃ! পাষাণ—নির্দ্দয়! পুত্রশোকে একটুও ব্যথা লাগলো না, আবার ভগবান কৃষ্ণের নাম ও তাঁর পূজা করতে নিষেধ করছো? অনন্ত নরকেও তোমার স্থান হবে না। যাও—যাও আমায় জ্বালিও না, আমায় একটু কাঁদতে দাও। আমার যে বুকের ধন চ'লে গেল।

গজানন্দ। যাক্, আমিই তবে কাপড় ছেড়ে গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে টাকাগুলো সিন্দুকে রাখিগে। দেখো, ভাল চাওতো কেষ্ট হরি ছাড়ো—নইলে মজা দেখ্‌বে।

[প্রস্থান।

চন্দ্রমণি। সংসারে মানুষও এমন হয়। হায় ভগবান! মানুষকে কামিনীকাঞ্চন দিয়ে কি ভাবে ভুলিয়ে রেখেছ। মানুষ টাকার জন্যে সব করতে পারে।

কন্দর্পের প্রবেশ।

কন্দর্প। মামী-মা—মামী-মা—! [কাঁদিয়া ফেলিল]

চন্দ্রমণি। কি হ'য়েছে বাবা?

কন্দর্প। মামা আমার টাকার জন্যে বসতবাটীখানা পর্য্যন্ত বিক্রি ক'রে নিলে। আমি এখন ছেলে পিলে নিয়ে দাঁড়াই কোথায়? পাছে

ধ'রে কাঁদাকাটা কর্‌লাম, তবুও শুনলে না—এমন কি শেষ পর্য্যন্ত সাড়ে আট আনা পয়সা তাও আদায় ক'রে নিলে।

চন্দ্রমণি। সবই শুনেছি বাবা, কিন্তু কি কর্‌বো। দেখ্‌তে তো পাচ্ছো, ওঁর জন্যে আমার কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল—আমার সোনার চাঁদ অকালে চ'লে গেল। যার একমাত্র উপযুক্ত ছেলে ম'রে গেল, সে আজ কোন্ লজ্জায় টাকার জন্য পরের প্রাণে ব্যথা দিতে চায়।

কন্দর্প। সত্যই মামী-মা! মামা আমার এক অদ্ভুত মানুষ। সংসারে ঢের ঢের মানুষ দেখেছি, ওরকম অর্থ-পিশাচ মানুষ কোথাও দেখিনি। আমার একখানা ভাঙ্গা ঘর তাও কেড়ে নিলে।

চন্দ্রমণি। যাক্ বাবা! তুমি তোমার ছেলেপিলে নিয়ে আমার এখানে এস, আমি তোমাদের সমস্ত ভার নেবো।

কন্দর্প। সেকি মামী-মা?

চন্দ্রমণি। ভয় কি? যতক্ষণ আমি আছি, ততক্ষণ মামা তোমাদের কিছুই কর্‌তে পার্‌বে না। তুমি আজই সবাইকে এখানে নিয়ে এস।

কন্দর্প। আঃ! বাঁচলাম।

অনিন্দ্যের প্রবেশ।

অনিন্দ্য। বড় মা—বড় মা আমায় দুটো পয়সা দেবে?

চন্দ্রমণি। কেন, কি হবে?

অনিন্দ্য। আমি একটা বাঁশী কিন্‌বো।

চন্দ্রমণি। বাঁশী কি হবে বাবা?

অনিন্দ্য। কালাচাঁদের মত আমি বাঁশী বাজাবো।

চন্দ্রমণি। তাহ'লে তুই কালাচাঁদ হবি নাকি?

অনিন্দ্য। না—না, তা আবার কি হওয়া যায় নাকি? হ্যাঁ বড় মা! জ্যেঠামশাই বাড়ী নেই তো—আমাকে দেখ্‌লে আর রক্ষে রাখ্‌বে না।

চন্দ্রমণি। আমি যথন রয়েছি তথন তোর ভয় কি। তুই একথানা গান কর্‌তো। দেখ কন্দর্প, অনু আমার থাসা গান করে; শুন্‌লে প্রাণে এক অপার আনন্দ জেগে ওঠে। গা তো বাবা!

গীত।

অনিন্দ্য।—

কৃষ্ণ নারায়ণ নিত্য নিরঞ্জন
ভব দুঃখ হরণ গোলক-বিহারী।
কোটীশশী লাঞ্ছিত রূপ অজানিত
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম বাঁশরীধারি॥
একবার এস হে, রুনুঝুনু নপুর পায়ে
একবার এস হে,
এস মানস রঞ্জন—ভব ভয় ভঞ্জন
শত্রু বিমর্দ্দনকারী॥

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ।

গীত।

বৈষ্ণব।—

জয় রামকৃষ্ণ হরি রামকৃষ্ণ হরি
রামকৃষ্ণ হরি রাম।
বল রে ভাই বাহু তুলে বদন ভরে
রামকৃষ্ণ হরি রামকৃষ্ণ হরি
রামকৃষ্ণ হরি রাম॥
ওই নামের গুণে পায় হরি ভাই অকূল পাথার
রামকৃষ্ণ হরি রামকৃষ্ণ হরি
রামকৃষ্ণ হরি রাম॥

ছদ্মবেশে দুর্ম্মদাসুরের প্রবেশ।

দুর্ম্মদ। একি! * কেবা গাহে কৃষ্ণ নাম
কংসের রাজত্বে?
কংস নাই—তবু আছে তার অনুচরগণ
প্রতিশোধ করিতে গ্রহণ।
কে তোমরা?
কেন কর কৃষ্ণ নাম,
জান না কি পরিণাম কত ভয়ঙ্কর?
হীন নীচ গোপের নন্দনে
কোন্ জ্ঞানে ভগবান ভাবি
কর পূজা—কর নাম গান;
আজ পরিত্রাণ নাহি তোমাদের।
বন্দি করি ল'য়ে যাবো সবে
গভীর অরণ্যে;
আছে তথা মহাকালী,
তাহারি সম্মুখে বলিদান দিয়ে তোমাদের
কংসহত্যা প্রতিশোধ করিব গ্রহণ।

কন্দর্প। কৃষ্ণের রাজত্ব এবে,
তাঁহারি যে প্রজা মোরা
তবে কেন তাঁর করিব না পূজা?
কহ কংস অনুচর?

দুর্ম্মদ। না—না—নহে কৃষ্ণ রাজা।
ছলে বধ করি মহারাজে

কৌশলী গোপের সুত
হইয়াছে রাজা।
নাম তার—পূজা তার
থাকিতে জীবিত মোরা
কাহারেও করিতে দিব না।
এস সবে নির্ব্বাক্ বদনে,
মম সনে কর যদি বিরুদ্ধাচরণ
এই অস্ত্রে এখনি বধিব সবে।

ব্যস্তভাবে গজানন্দের প্রবেশ।

গজানন্দ। বলি গঙ্গাজলের ঘটিটা কোথায়? য়্যাঁ—একি! আপনি এখানে? নমস্কার—নমস্কার! [স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো দেখ্‌ছি।

দুর্ম্মদ। দেখুন বয়স্য মশাই! এরা কৃষ্ণনাম কর্‌ছিলো—শুন্‌তে পেয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছি। ভালই হ'য়েছে আপনিও যখন এসে পড়েছেন। চলুন, এদের বেঁধে নিয়ে যাই চলুন।

গজানন্দ। য়্যাঁ! এরা সব কেষ্ট নাম কর্‌ছিলো। আচ্ছা সাহস তো এদের, কি হে বাপু! কেন তোমরা এই নাম কর্‌ছিলে? কথায় বলে কিনা পিপীলিকার পালক ওঠে মরিবার তরে।

দুর্ম্মদ। আপনি এদের চেনেন?

গজানন্দ। মোটেই না, তবে রাস্তা ঘাটে দেখেছি—মুখচেনা মাত্র। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে আপনার কণ্ঠস্বর শুনে এখানে ছুটে এলাম। যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে—আজকের মত এদের ছেড়ে দিন। কি হে কর্ত্তামশায়রা, আর যেন বাপু তোমরা কেষ্টর নাম মুখে এনো না।

কন্দর্প। আমরা জীবন থাক্‌তে কেষ্টর নাম ভুল্‌বো না।

দুর্ম্মদ। শুন্‌ছেন—শুন্‌ছেন বয়স্য মশাই, কি স্পর্দ্ধার কথা। না, এদের কোনমতেই ছাড়্‌বো না—চ'লে এস সব। হ্যাঁ, এ বাড়ীটা কার? এ বাড়ীটা আপনারই তো ছিল ব'লে মনে হয়।

গজানন্দ। আজ্ঞে, আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। আমি অনেক দিন হলো তুষ্টু বেণেকে এই বাড়ী বেচে দিয়েছি। তারপর সে কি কর্‌লে বল্‌তে পারিনে। [স্বগতঃ] সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো দেখ্‌ছি।

কন্দর্প। দেখুন অনুচর মশাই! এই বাড়ী ওই বয়স্য মশায়ের, উনি আমার মামা।

দুর্ম্মদ। ওই স্ত্রীলোকটি?

সদানন্দ। [স্বগতঃ] দেখিস বাবা, অন্য কিছু ব'লে ফেলিস্‌ নে।

কন্দর্প। ইনি ওঁনার স্ত্রী—আমার মামী। এই বালকটি হচ্ছে ওঁনার ভাই পো। আর ইনি বাবাজী ভিক্ষায় এসেছেন।

দুর্ম্মদ। বয়স্যমশাই!

গজানন্দ। শুন্‌বেন না—শুন্‌বেন না, পাগলের কথা শুন্‌বেন না। নিজেরা বাঁচবে ব'লে একবারে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছে, ওঁহা মিথ্যে কথা। আমি বিয়েই করিনি, সাক্ষাৎ ভীষ্মদেব। মিথ্যে কথা আমি মোটেই বলিনে, স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমার ভারী বন্ধুত্ব। জানেন তো আমরা কি বংশের ছেলে।

দুর্ম্মদ। ভালো। তাহ'লে আমি এদের বেঁধে নিয়ে চল্‌লাম, আপনার তো কোন আপত্তি নেই?

গজানন্দ। দেখুন দিকি আমার কি আপত্তি থাক্‌বে, এরা আমার সাতপুরুষের কেউ নয়।

দুর্ম্মদ। এস তোমরা! [ধরিতে উদ্যত]

চন্দ্রমণি। হ্যাঁ গা, তুমি কি একবারে ক্ষেপে গেছ? এতক্ষণ চুপ ক'রে দেখ্‌ছিলাম তুমি কতখানি মনুষ্যত্বহীন পিশাচ। তোমার স্ত্রীকে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ভাগ্নাকে ধ'রে নিয়ে যাবে, তুমি তাই দেখ্‌বে? ভগবান! তোমার রাজত্বে কি বজ্র নেই?

গজানন্দ। আঃ! এরা দেখ্‌ছি সব পাগল। কেষ্ট ঠাকুর এদের পাগল ক'রে ছেড়ে দিয়েছে।

দুর্ম্মদ। এদের পাগলামি আমি সারিয়ে দেবো। চ'লে এস তোমরা, নচেৎ লাঞ্ছিত হবে। জানো, আমি কংসের প্রধান অনুচর দুর্ম্মদাসুর।

কন্দর্প। চলো মামী-মা! ভয় কি? চলো বাবাজী! আমরা যাঁর ভক্ত তিনিই আমাদের রক্ষা কর্‌বেন। চলুন অনুচর মশাই! হ্যাঁ—দেখুন, ওই ঘরে আমার যে বহু অর্থ আছে, তার কি উপায় হবে?

দুর্ম্মদ। অর্থ? হাঃ হাঃ-হাঃ! কত অর্থ?

কন্দর্প। দু' চার লাখ হবে।

দুর্ম্মদ। ভাল—ভাল, ওগুলোও নিয়ে যাবো। অর্থ না হ'লে সৈন্য-সঞ্চয় করা হবে না। আবার আমরা মহারাজ জরাসন্ধকে সহায় ক'রে শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্‌বো। ভালই হ'য়েছে, কোন্ ঘরে অর্থ আছে বল্?

কন্দর্প। আজ্ঞে ওই ঘরে।

দুর্ম্মদ। চলো—চলো, আগে অর্থগুলিই নিয়ে যাই।

গজানন্দ। উঁ-হুঁ-হুঁ! অমন কাজটি কর্‌বেন না হুজুর—অমন কাজটি কর্‌বেন না। উঃ! কি বদমতলব—আপনাকে মেরে ফেল্‌বার মতলব।

দুর্ম্মদ। সে কি!

গজানন্দ। আমি কি আর সাধ ক'রে তুষ্টু বেণেকে এই বাড়ীখানা বিক্রি করে গেছি? তুষ্টু বেণেও দেখে শুনে বিক্রি ক'রে দিয়েছে দেখ্‌ছি। ওই ঘরটাব ভূতের আস্তানা। বাপ্, একটি গাদা ভূত। দিনমানে ঘবে ঢোকে কার সাধ্য, রাত্রিকালে বাড়ীতে টেকা দায়। খট্‌খট্—পট্‌পট্—হুড়ুম-হুড়ুম শব্দ—হিঁ হিঁ হিঁ—হাসি। বাপ্‌রে বাপ্! অনেক বোজা হেরে গেছে। গয়ায় অন্ততঃ দু'তিন বার পিণ্ডি দিয়ে এসেছিলাম, তবু ব্যাটারা নড়লো না। খবরদার! ওর কথা শুনে আপনি শুধু শুধু প্রাণটা দিতে যাবেন না।

কন্দর্প। আচ্ছা, আমিও আপনার আগে আগে যাচ্ছি।

গজানন্দ। খবরদার মশাই! গরীবের কথা বাসী হ'লে তখন মিষ্টি লাগ্‌বে। যখন হাঁউ মাঁউ ক'রে এসে গলা টিপে ধর্‌বে তখন ঠ্যালা বুঝতে পার্‌বেন।

দুর্ম্মদ। আচ্ছা, তবে এখন থাক্। সময়মত এসে অর্থগুলো নিয়ে যাবো। দেখুন বয়স্য মশাই, আপনি একটু পাহারা দেবেন।

গজানন্দ। যে আজ্ঞে! যে আজ্ঞে! তবে রাত্তির-কালে এখানে থাক্‌ছিনে।

দুর্ম্মদ। আহা! দিনমানেই থেকো। চলে এস সব।

চন্দ্রমণি। ভগবান! ভগবান! স্বামীকে আমার সুমতি দাও।

অনিন্দ্য। বড় মা! ওগো বড় মা! মা যে আমার কত ভাব্‌বে।

চন্দ্রমণি। কি কর্‌বি বাবা! এখন চল্। ভয় কি মাণিক! আমরা বিপদ হ'তে উদ্ধার না পেলে তাঁর বিপদভঞ্জন নামে যে কলঙ্কপাত হবে।   [গজানন্দ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গজানন্দ। হে-হে-হে! এ এক রকম মন্দ অভিনয় হ'লো না। যাই হোক্, আমি মধ্যা কালান্তক ব্যাটার হাত হ'তে খুব বেঁচে গেছি।

আমার টাকাগুলোও খুব বাঁচিয়েছি ; কিন্তু ব্যাটা বল্‌লে সময়মত এসে নিয়ে যাবে। তাইতো ! সিন্দুক বোঝাই টাকা নিয়ে যাই কোথায়। যেখানেই যাবো সেইখানেই বিপদ। যাই হোক্‌, দেখা যাক্‌ ব্যাটা কি করে। আমার সব যাক্‌ বাবা, টাকা যেতে দিচ্ছি না। টাকাই আমার ধর্ম্ম—টাকাই আমার পুণ্য—টাকাই আমার মোক্ষ।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

শিবির।

রামভদ্র চিত্রভানুকে সুরা দিতেছিল, নর্ত্তকীগণ গাহিতেছিল।

গীত।

নর্ত্তকীগণ।—

আমি জোছনা রাতে ফাগুন হাওয়াতে
তোমারে করিব হৃদি দান।
কেন সখা কেন তুমি কর অভিমান॥
এনেছি ফুলমালা পরাবো ব'লে,
তুমি যেওনা চলে,
কর হে কর হে আজি কর মধুপান,
হৃদয়ের দুঃখ যত হোক্‌ অবসান॥

রামভদ্র। চমৎকার ! চমৎকার ! অতি সুন্দর। নাও—নাও—আবার আরম্ভ কর।

চিত্রভানু। না—এখন থাক্; তোমরা এখন যাও।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

চিত্রভানু। বয়স্য! বয়স্য! আজ বড় আনন্দেব দিন।

রামভদ্র। আজ্ঞে, আজ কেন সবদিনই তো আপনাব আনন্দের দিন।

চিত্রভানু। তবুও আজ বড আনন্দের দিন। আজ বিনাশ্রমে স্বর্গের সুধালাভ করবো। বুঝ্‌লে?

রামভদ্র। বলেন কি মহারাজ! স্বর্গের সুধা বিনাশ্রমে লাভ করবেন? যে সুধা লাভ করতে স্বর্গের দেবতা দানবেরা ঘেমে গিয়েছিল সাগর মন্থন ক'রে, সেই সুধা আপনি বিনা পরিশ্রমে পাবেন?

চিত্রভানু। হ্যাঁ বয়স্য! এই দেখ পত্র।

রামভদ্র। পত্র!

চিত্রভানু। নাগরাজের সেনাপতির। আর যুদ্ধের প্রয়োজন হবে না, সহজেই নাগরাজকন্যাকে নিয়ে আমরা স্বরাজ্যে ফির্‌তে পারবো। নাগরাজ-সৈন্যগণ আমাদের শিবিরের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিচ্ছে, নইলে কবে নাগরাজকন্যাকে নিয়ে স্বরাজ্যে ফির্‌তে পার্‌তাম; সেইজন্য সেদিন নাগরাজের সেনাপতির সঙ্গে গোপনে সাক্ষাৎ ক'রে তাকে হস্তগত ক'রে ফেলেছি। প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তাকে, যদি কৌশলে নাগরাজকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়ে দিতে পারে, তাহ'লে নাগ-রাজ্যের সিংহাসন তাকে প্রদান করবো; সে আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'য়েছে। পত্রের দ্বারা জানিয়েছে আজ নাগরাজকে নিয়ে আমার শিবিরে আসবে। এখানে এলেই বুঝেছ বয়স্য—

রামভদ্র। হে-হে-হে! আর বলতে হবে না হুজুর, সব বুঝ্‌তে পেরেছি। যাক্‌, ভালই হয়েছে; তাহ'লে প্রাণখুলে আনন্দ করা যাক্। নর্ত্তকীদের ডাকবো নাকি? আপনার কথা শুনে আমার যে খুবই

আনন্দ হ'চ্ছে মহারাজ। আনন্দে আমার যে ভয়ঙ্করভাবে উলঙ্গ-ভৈরবের মত নৃত্য করতে ইচ্ছা করছে।

চিত্রভানু। আনন্দের সময় এখনো ঠিক আসেনি বয়স্য। যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাগরাজকে বন্দি না করতে পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিশ্বাস নাই।

রামভদ্র। তা-তো ঠিক কথা। বাঘ জালে না পড়া পর্য্যন্ত চুপচাপই থাকতে হবে। তা মহারাজ! আপনি তো একরকম কাজ গুছিয়ে নিলেন, আমার কি উপায় হবে? আমি যে আপনার সঙ্গে এখন নিতবর সেজে এলাম, আমার একটা হিল্লে হ'লো কই? এখনো পর্য্যন্ত টোপর মাথায় দিয়ে নিতবর সেজে আছি।

চিত্রভানু। তার জন্যে আর ভাবনা কি বয়স্য! নাগরাজ বন্দি হ'লেই স্বরাজ্যে ফিরে যাবার সময় তুমিও পছন্দ ক'রে একজন সুন্দরী নাগকন্যাকে নিয়ে যাবে। যাক্, উলুপী সুন্দরী চুপ-চাপ আছে তো?

রামভদ্র। আজ্ঞে—তা কি আর থাকে, খুব কাঁদাকাটা করছে। কি রকম বোঝাচ্ছি—শুনছে কি! দিনরাত তৃতীয় পাণ্ডব—আর অর্জ্জুন। দেখুন মহারাজ, এ সময় যদি সত্যই অর্জ্জুন এসে পড়ে, তাহ'লে একদম মাটি হ'য়ে যাবে।

চিত্রভানু। অর্জ্জুনের ভয়ে মণিপুররাজ কোন দিনই ভীত নয়। আসুক না অর্জ্জুন, একবাণে তাকে উড়িয়ে দেবো। তুমি তার জন্য ভেবো না।

রামভদ্র। দেখবেন, আমার এমন নিতবর সাজাটা যেন বৃথাই না যায়।

চিত্রভানু। চুপ! ওই বুঝি তারা আসছে। খুব সাবধান!

কর্কটনাগ সহ কৌরব্যনাগের প্রবেশ।

কর্কট। মণিপুররাজের জয় হোক্।

চিত্রভানু। আসুন—আসুন নাগরাজ ! বসুন—বসুন, বয়স্য—বয়স্য ! নর্ত্তকীদের ডাকো—নর্ত্তকীদের ডাকো, সুধার ব্যবস্থা কর। আজ আমার পরম সৌভাগ্য।

কৌরব্য। থাক্ মণিপুররাজ ! চিত্ত বড় চঞ্চল। কন্যাশোকে আমি মুহ্যমান। এ সময় আমোদ আহ্লাদ আমার কাছে বিষবৎ লাগ্‌বে।

রামভদ্র। আহা ! তাই-তো, বড় আক্ষেপের বিষয়। যারপর নাই কন্যা !

চিত্রভানু। বলুন নাগরাজ ! কি জন্য আপনি সহসা শত্রু-শিবিরে উপস্থিত হলেন ?

কৌরব্য। আমি আপনাকে শত্রু ভাবিনি। শত্রু ভাব্‌লে হয় তো আজ আপনার শিবিরে আস্‌তাম না। আপনি আমায় শত্রু ভাব্‌তে পারেন। আমি আপনার অতিথি ভেবেই আস্‌তে সাহসী হ'য়েছি।

রামভদ্র। আহা ! কি উদার—কি মহৎ।

চিত্রভানু। বলুন, কি চান ?

কৌরব্য। হে রাজন ! দুহিতা হরণ হেতু
আসিয়াছি তব পাশে
জানিবারে নিগূঢ় রহস্য,
সংশয় করিতে দূর।
কৃপা করি কহ মোরে
কেবা মোর হরিল কন্যারে ?
কন্যা হেতু বিকৃত মস্তিষ্ক—
সপ্তদিন অন্নজল করিনি গ্রহণ।

একমাত্র কন্যা মোব বড় আদরের,
তাহাব বিহনে সংসাব আমার
হইয়াছে শ্মশানের প্রায়।
হায় ! নাহি জানি কেবা মোব
হেন সর্ব্বনাশ করিল সাধন।

বামভদ্র। আহা ! বড়ই দুঃখের বিষয়।
এ মাত্র আদরিণী কন্যা—
কেবা তারে কবিল হরণ ?
ওঃ ! কি সে দুরাচার।

চিত্রভানু। মম সহ বিবাহ দানিবে বলি
হে রাজন্ ! দিনস্থির করি
ক'বেছিলে দূতেরে প্রেরণ ;
কিন্তু তব একি ব্যবহার ?
অপমান করি মোর
তৃতীয় পাণ্ডব সনে তনয়ারে
দানিলে বিবাহ।

রামভদ্র। আরে ছ্যা-ছ্যা ছ্যা ! অপমান ব'লে অপমান, এ অপমান কি মানুষে সহ্য করতে পারে। বিয়ে করতে এসে কন্যা উধাও। নাগরাজ ! আপনি ভাল কাজ করেননি।

কৌরব্য। বিধির নির্ব্বন্ধ, নহে দোষ মোর।
হরিদ্বার হ'তে তৃতীয় পাণ্ডবে
লয়ে এসে হেথা—
দুহিতা আমার করিল বিবাহ
গান্ধর্ব্ব বিধানে তৃতীয় পাণ্ডব সনে।

কি করিব—হ'য়ে নিরূপায়
পত্র দ্বারা মার্জ্জনা চাহিয়া
জানাইনু তোমারে রাজন্!
তবু তুমি পেয়ে সেই সমাচার
কেন এলে হেথা বিবাহের তরে?

চিত্রভানু। মিথ্যা কথা,
পাই নাই কোন পত্র।
তাহ'লে কি মণিপুররাজ
আসিত হেথায়?
মিথ্যা কেন কহিতেছ নাগরাজ?
মোর অপমান করিবার তরে
করেছিলে বিবাহ প্রস্তাব।
কিন্তু মনে রেখো—
হেন অপমান নীরবে সহিয়া
মণিপুররাজ ফিরিবে না
আপন আলয়ে।

রামভদ্র। একশোবার—একশোবার! এ অপমান কি সওয়া যায়—না মানুষে সইতে পারে? আমরা হ'লে এতক্ষণ একটা হুলুস্থূল কাণ্ড ক'রে ফেল্‌তাম না? মহারাজ আমাদের নেহাৎ ভালমানুষ কিনা—তাই এখনো চুপটি ক'রে আছেন। তার ওপর আপনি আমাদের এখানে আটক ক'রে রেখেছেন। এই বা কোন্ দেশী ভদ্রতা। মেয়েকে মেয়ে দিলেন না—তার ওপর আবার বন্ধ করার মতলব। কি বল্‌বো—আমি যদি হ'তাম এখনি ঘ্যাচাং ক'রে কন্যার বাপের মুণ্ডপাত ক'রে ফেল্‌তাম। মহারাজ আমাদের নেহাৎ

ধর্ম্মপ্রাণ—সরল লোক কি না। ছিঃ! অমন লোকের সঙ্গে কি এ রকম ছোটলোকের মত ব্যবহার করতে আছে ?

কৌরব্য। চুপ কর তুমি হে বাচক!
কেন দাও অনলে ইন্ধন ?
রাজায় রাজায় হয় বাক্য আলোচনা—
তার মাঝে কেন তুমি কহিতেছ কথা ?

রামভদ্র। কি নাগরাজ!
আমারে কি ভাবিতেছ
আমি হই একজন যা তা লোক ?
আমি হই মণিপুররাজের বয়স্য,
অখণ্ড প্রতাপ মোর বিদিত ভুবনে।
আরে আরে—বৃদ্ধ রাজা!
এখনি ধরিব আমি সংহার মুরতি,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল উঠিবে কাঁপিয়া।
চালাকি আমার সনে ?

চিত্রভানু। যাক্, কহ নাগরাজ—
কিবা তব অন্তরের কথা ?
যাহা কহিবারে উপনীত হেথা
সেনাপতি সহ।

কর্কট। মহারাজ নির্ভয়ে বলুন,
কিবা ভয় তব।

কৌরব্য। শোন মণিপুররাজ!
সন্দেহ আমার হইয়াছে বদ্ধমূল
তুমি মোর কন্যারে হরণ করি

লুকাইয়া রেখেছ কোথায় ।
সত্য যদি তাই হয়
কন্যারত্ন অর্পণ করিয়া মোরে
রক্ষা কর শিষ্টাচার তব ।

চিত্রভানু । নাগরাজ !

কৌরব্য । ধ্রুব সত্য —নাহিক সংশয়,
তুমি মোর হরিয়াছ কন্যারত্নে ।

চিত্রভানু । তাই যদি হয়,
তাহ'লে কি করিতে পার
মোর নাগরাজ তুমি ?

কৌরব্য । কি করিতে পারি আমি ?
এখনি শিবির তব
ফুৎকারে উড়ায়ে দেবো—
নিশ্চিহ্ন হইয়া যাবে
অস্তিত্ব তোমার ;
দুরাশার হবে অবসান—
নাগের বিষেতে ।

চিত্রভানু । আরে আরে বৃদ্ধ নাগরাজ !
হেরিতেছি স্পর্দ্ধা তব অতি ভয়ঙ্কর ।
সিংহের বিবরে পশি,
দেখাতেছ ঘূর্ণিত লোচন ।

কৌরব্য । কহ রাজা, শেষবার কহি—
দিবে কি না দিবে ফিরি
কন্যারে আমার ?

চিত্রভানু। বটে—বটে!
দম্ভ তব হইবে বিচূর্ণ।
পাবে না—পাবে না কন্যারে তোমার,
পত্নী মোর—বাক্‌দত্ত তুমি।
শঠতা করিতে চাহ
আরে আরে স্থবির বাতুল!

রামভদ্র। চালাকি—চালাকি!
হুহুঙ্কারে এইবার কাঁপুক ধরণী—
লণ্ডভণ্ড হ'য়ে যাক্ সব।
সংহার—সংহার আজি করিব তোমারে
বৃদ্ধ জরদ্গব্।

কৌরব্য। সেনাপতি! সেনাপতি!
অস্ত্র ধর—অস্ত্র ধর।

চিত্রভানু। ওঃ! কি স্পর্দ্ধা! এই—কে আছিস্?

রক্ষীর প্রবেশ।

বন্দি কর্—বন্দি কর্ ওই নাগরাজে!

[রক্ষী নাগরাজকে বন্দি করিতে উদ্যত হইল]

কৌরব্য। সাবধান! একপদ হও যদি অগ্রসর
থাকিবে না জীবন তোমার।

চিত্রভানু। বন্দি কর—বন্দি কর।

কৌরব্য। সেনাপতি! সেনাপতি! নীরব কি হেতু?

কর্কট। কি করিব মহারাজ!
নাহি শক্তি মোর।

কৌরব্য। সে কি সেনাপতি!
ক্ষণপূর্ব্বে কি কহিলে মোরে?

চিত্রভানু। বন্দি কর্! [রক্ষী কৌরব্যনাগকে বন্দি করিল]

কৌরব্য। য়্যাঁ! একি—একি!
সেনাপতি! সেনাপতি!
এখনো নীরব তুমি?
তোমারি সম্মুখে বন্দি
করিল আমারে মণিপুররাজ—
আর তুমি তাহা হেরিতেছ নীরব নয়নে?
কই—কই তব কৃতজ্ঞতা—
কই তব প্রভুভক্তি জাতির কর্ত্তব্য।

কর্কট। কি করিব মহারাজ!
আমি যে দুর্ব্বল,
শক্তি কোথা মোর?

চিত্রভানু। হাঃ-হাঃ-হাঃ!
আরে আরে হীনবুদ্ধি নাগেশ্বর!
আমার শিবিরে আসি
কর মোর অপমান।
নাগসেনাপতি! এস সখা!
ধর মোর প্রেম আলিঙ্গন। [আলিঙ্গন]
এইবার কাড়ি লও রাজার মুকুট—
হও তুমি অধীশ্বর এ রাজ্যের।

রামভদ্র। চালাকি—চালাকি!
আরে আরে হীনমতি বৃত্রাসুর!

বজ্র—বজ্র! হানি বজ্র এইবার
ঘটাই প্রলয়।

কৌরব্য। সেনাপতি! বিশ্বাসঘাতক!
শত্রুসনে ষড়যন্ত্র করি
স্তোক বাক্যে ভুলায়ে আমারে
ল'য়ে এসে হেথা
চমৎকার কৃতজ্ঞতা দেখালে পিশাচ!
তুচ্ছ রাজ্য হেতু হেন প্রবঞ্চনা?
ওঃ! ওঃ!
এ যে হায় ধারণা অতীত।
পুত্রসম সযতনে পালিনু যাহারে—
যাহারে বিশ্বাস করি
রাজ্যভার তুলে দিনু করে,
তার এই যোগ্য পুরস্কার।
ওরে অকৃতজ্ঞ স্বার্থপর!
এত পাপ লুক্কায়িত
ছিল তোর অন্তর মাঝারে?

গীতকণ্ঠে দৈবের প্রবেশ।

গীত।

দৈব।—

এইতো কালের হয় বিচার।
ভাববে যারে আপন তুমি
সেই বসাবে গলায় ছুরি বারে বার॥

বেইমানের হয় ধর্ম্ম যাহা,
করেছে তো পালন তাহা,
এখন কাঁদলে কোন ফল হবে না
সইতে হবে সকল ভার ॥

[প্রস্থান।

কৌরব্য। সত্য—সত্য কথা হয় ইহা
কালের বিচার।
ভেবেছিনু এতদিন আপন যাহারে
সেই আজি শাণিত ছুরিকা
হানিল বক্ষেতে।
ওরে পাপী !
এইভাবে শঠতায় জয়ী হ'য়ে তুই
কত সুখভোগ করিবি ধরায় ?
ধ্বংস—ধ্বংস হবি তুই,
দেবতার থাকে যদি মহিমা বিচার।

চিত্রভানু। রক্ষী—ল'য়ে যাও নাগরাজে
শিবির কারায়। বন্ধুবর !
ধর বন্ধুত্বের বিনিময় রাজার মুকুট।

[নাগরাজার মস্তক হইতে মুকুট লইয়া কর্কটনাগকে পরাইয়া দিল]

কর্কট। ধন্য তব অকৃত্রিম বন্ধুত্বের বিনিময় !

[রক্ষী নাগরাজকে লইয়া গেল]

রামভদ্র। চালাকি ! যাই—আমিও এইবার একটি সুন্দরীকে সন্ধান করিগে। আহা ! আমি কি আর শুধু হাতেই যাই, এমন নিতবর আমি। [প্রস্থান।

চিত্রভানু প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—
চমৎকার প্রতিশোধ।
এস সখা! হবে আজি
শিবিরে আমার বিজয়ের
আনন্দ উৎসব। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মণিপুর পল্লীপথ।

[নেপথ্যে। বর পালালো—বর পালালো। ধর্—ধর্ !]

দুইজন পল্লীবাসীর প্রবেশ।

১ম পল্লীবাসী। ব্যাপার কি দাদা—ব্যাপার কি ?

২য় পল্লীবাসী। আবে মজা হ'য়েছে ভায়া! ছিদামমুচির মেয়ের বিয়ে ছিল যে আজ।

১ম পল্লীবাসী। হুঁ হুঁ। ব্যাপার কি ?

২য় পল্লীবাসী। বিয়ের পিঁড়িতে ব'সে টাকাকড়ি নিয়ে কি গণ্ডগোল হয়, ক্রমেই বরকর্ত্তার সঙ্গে হাতাহাতি হবার উপক্রম। বরকর্ত্তা তখন পাত্রকে উঠিয়ে নিয়ে চম্পট দিলে। এদিকে ছিদাম ব্যাটা-তো ভারী বিপদে পড়্লো, কি করে তখন—লোকজন পাঠিয়ে দিলে অন্ততঃ বরকে ধ'রে আন্তে, তাই বরকে ধর্বার জন্যে লোক সব ছুটেছে।

১ম পল্লীবাসী। তাইতো, ব্যাপার তো বড় মন্দ নয়। চল—চল দেখিগে চল। [উভয়ের প্রস্থান।

দ্রুত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বরবেশী রামভদ্রের প্রবেশ।

রামভদ্র। ওরে বাবারে—গেছিরে গেছিরে, নাগরাজ্য হ'তে ফিরে আস্তে আস্তে একি বিপদে পড়্লাম রে ! বর পালালো—বর পালালো,

ধর্ ধর্ ব'লে একদল লোক আমার পেছু পেছু তাড়া ক'রে আস্‌ছে। কাদের বর পালিয়ে গেছে জানিনে, আমার বর বলে মনে ক'রেছে। একি বিপদ রে! যতই বল্‌ছি আমি নই—আমি নই, ততই ব্যাটারা ধর্ ধর্ ক'রে ছুটে আস্‌ছে। ওরে বাবারে—একি শুক্‌নো বিপদরে! ব্যাটারা আর ধর্‌তে পার্‌বে না, একটু জিরিয়ে নিই। কি রকম হাঁপিয়ে গেছি বাবা! [উপবেশন] আঃ! সুন্দরীও পেলাম না, মহারাজের সঙ্গে আস্‌তে পার্‌লাম না। মহারাজ বল্‌লে কিনা রথে তোমার জায়গা হবে না, তুমি হেঁটে হেঁটে এস। আচ্ছা কালের ধর্ম্ম বাবা!

কন্যাযাত্রীগণ। [নেপথ্যে] ওই বর—ওই বর। ধর্—ধর্—

রামভদ্র। য়্যাঁ! ব্যাটারা এখনো পেছু ছাড়েনি। তাই তো, কি করি এখন। আচ্ছা আচ্ছা, ব্যাটারা কি করে দেখাই যাক্ না কেন, আর ছুট্‌তে পার্‌বো না। শেষকালে কি হোঁচট খেয়ে মর্‌বো।

কন্যাযাত্রীগণের প্রবেশ।

সকলে। এই যে—এই যে বর।

[রামভদ্রকে ধরিয়া ফেলিল]

রামভদ্র। দোহাই বাবারা—ছেড়ে দাও বাবারা, আমি তোমাদের বর নই—তোমরা কাকে বর বল্‌ছো?

সকলে। চলো—চলো ধ'রে নিয়ে চলো। আমরা জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দেবো, মেয়ের তো জাতরক্ষে হবে। আমরা মুচি ব'লে কি আমাদের সমাজ নেই।

রামভদ্র। [স্বগতঃ] মুচি! হরি-হরি! মুচির মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবে কি? [প্রকাশ্যে] ছেড়ে দাও বাবা! আমি তোমাদের বর নই বাবা, আমি যে বামুন বাবা!

সকলে। আর চালাকি করতে হবে না। চল্ চল্—নিয়ে চল্।

রামভদ্র। দোহাই বাবা—ছেড়ে দাও বাবা! আমি খাঁটী বামুনের ছেলে বাবা।

[রামভদ্রকে টানিতে টানিতে সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরণ্যমধ্যস্থ কালীমন্দির।

চন্দ্রমণি, অনিন্দ্য, বৈষ্ণব ও কন্দর্পকে লইয়া
দুর্ম্মদাসুরের প্রবেশ।

দুর্ম্মদ। এইবার তোমাদের একে একে
মহাকালীর সম্মুখেতে দিব বলিদান।
কিন্তু করহ শপথ যদি
কৃষ্ণ নাম—কৃষ্ণ পূজা—
করিবে না জীবনে কখনো,
তা হ'লে ছাড়িতে পারি এবারের মত;
নতুবা নাহিক ত্রাণ তোমাদের আজি।
কহ—কহ কৃষ্ণ ভক্তগণ!

কন্দর্প। আমাদের এক কথা অনুচর মশায়! আমরা কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণপূজা জীবনে ভুল্‌বো না।

গীত।

বাবাজী, অনিন্দ্য।—

আমরা সে নাম নারিব ভুলিতে,
নারিব ভুলিতে পূজাটি তাঁর।
যদি বা বিশ্ব প্রলয়েতে ডোবে
তবু মোরা তারে করিব সার॥
সে যে ভবভয়হারি নারায়ণ,
সে যে করুণা নিদান জনার্দ্দন,
তাঁর নামগুণে তাঁহারি ধেয়ানে
ভব জলধি হইবে পার॥

দুর্ম্মদা। এত স্পর্দ্ধা—এত স্পর্দ্ধা!
দেখ তবে কি দুর্গতি হয় তোমাদের।
শোন নারী! তুমি যদি
নাহি কর আদেশ পালন,
তাহ'লে তোমারে আমি
বসাইব বামপার্শ্বে মম।

চন্দ্রমণি। কি—কি কহিলি নারকী দুর্ব্বার!
সতীর সতীত্ব নাশ করিতে প্রয়াস?
ভেবেছিস্ অধর্ম্মে আশ্রয় করি
হবি তুই জয়ী এ সংসারে?
তাই কি সম্ভব?
তাহা যদি হইত সম্ভব
তাহ'লে নারকী—মরিত না কংস কভু
শ্রীকৃষ্ণের করে।

দুর্ম্মদা । বোঝা যাবে—বোঝা যাবে,
কৃষ্ণের ক্ষমতা কত ।
যূপকাষ্ঠে দাও তিনজনে শির পাতি
বলিদান দিয়া তোমাদের,
সুন্দরীরে ল'য়ে যাবো প্রেমরাজ্যে মোর ;
চিত্ত মোর করিতে সরস ।

কন্দর্প । সাবধান দুরাচার !
হেন বাণী উচ্চারণ করিও না মুখে ।
থাকিতে সন্তান হেথা,
কোন্ মুখে ক'স্ ওই কথা ।
এখনি সিংহের মত ঝাঁপায়ে পড়িয়া
উপাড়ি ফেলিব তোর ও পাপ রসনা,
বাসনার ক'রে দিব শেষ ।

দুর্ম্মদা । দাও—দাও শির পাতি ।

কন্দর্প । কখনই না—কখনই না ।
নাহি দিব শির পাতি—
যদিও আমরা আজি সহায় বিহীন ।
মা ! মা ! সত্যই কি রক্ত চাস্ তুই ?
ওগো দেবী ! সন্তানের রক্তপানে
একি তোর উৎকট পিয়াসা ?
জননীর একি পুত্রস্নেহ ?
থাকে যদি পুত্রস্নেহ অন্তরে মা তোর—
তবে বিপন্ন সন্তানগণে করিতে উদ্ধার
ধেয়ে আয় ঘূর্ণীসম দানবের সম্মুখেতে

রক্তপান কর মা তাহার,
সার্থক কর মা তোর দনুজদলনী নাম।

দুর্ম্মদ। আরে আরে—স্পর্দ্ধিত যুবক !
দেখ তবে—কিভাবে দুর্ম্মদাসুর
করে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ।
দ্বিখণ্ডিত করি তোমাদের—
তারপর জেনো নারী
তোমার সতীত্ব নাশ করিবে দুর্ম্মদ।

কন্দর্প। থাকে যদি শ্রীকৃষ্ণের নামের মাহাত্ম্য—
কি করিবে তুমি রে দুর্ম্মতি ?
অন্তর্য্যামী ভগবান কৃষ্ণ নারায়ণ
আপনি স্বয়ং আসি
ভক্তে তাঁর করিবে উদ্ধার।

দুর্ম্মদা। হাঃ-হাঃ-হাঃ ! নাহি কোন
শ্রীকৃষ্ণের নামের মাহাত্ম্য
সংসার মাঝারে।

সাত্যকীর প্রবেশ।

সাত্যকী। শ্রীকৃষ্ণের নামের মাহাত্ম্য নাহিক সংসারে।
কোন্ মূর্খ কহে এই নীতিহীন বাণী ?

দুর্ম্মদ। কেবা তুমি কৃষ্ণভক্ত ?

সাত্যকী। কৃষ্ণের সেবক আমি,
সাত্যকী আমার নাম—
যদুবংশে জনম আমার।

দুর্ম্মদ । ও,—তুমি সেই ভারবাহী
গোপের নন্দন কৃষ্ণের সেবক ?
তাই গর্ব্বভরে দাও তব আত্ম পরিচয় ?
ধিক্ ধিক্—শত ধিক্ তোমারে পামর ।
কোন্ মুখে ওই কথা কহিতেছ
ঘৃণা নাহি হয় ?

সাত্যকী । আরে আরে—কেবা তুমি
কৃষ্ণদ্বেষী দুর্ব্বার দুর্ম্মতি !
কৃষ্ণনিন্দা করিতেছ
কোন্ দুঃসাহসের বশে ?
প্রাণেতে নাহিক হয় ভয়ের সঞ্চার ?
দাও তব পরিচয়—
নতুবা এ শাণিত কৃপাণে
শিরশ্ছেদ করিব তোমার ।

দুর্ম্মদ । স্তব্ধ হও ঘৃণিত অধম !
দর্প তব করিবে বিচূর্ণ
বীরশ্রেষ্ঠ কংস অনুচর দুর্ম্মদ অসুর,
নামে যার কাঁপে চরাচর ।

সাত্যকী । তুমি সেই কংস অনুচর ?
ভাল—ভাল, সৌভাগ্য আমার
তাই তব সনে হইল সাক্ষাৎ ।
কেন এই নিবীড় অরণ্যে
মহাকালী মন্দির প্রাঙ্গণে এনেছ এদের ?
মনে হয় কৃষ্ণভক্ত এরা,

তাই ইহাদের দণ্ড দিতে হ'য়েছ উদ্যত
আনিয়া হেথায়। কহ ভদ্র !
কেন হেথা এসেছ তোমরা ?

কন্দর্প। কৃষ্ণপূজা করি ব'লে
পাপিষ্ঠ অসুর
বন্দি করি এনেছে হেথায়
বলিদান দিতে আমাদের—
আর এই জননীর হরিতে মর্য্যাদা।

সাত্যকী। ওরে পাপী !
একি তোর স্বেচ্ছাচার ?
ভেক হ'য়ে সিংহ সহ বিবাদে প্রয়াস ?
দূর হ'—দূর হ' এখান হইতে—
নতুবা বধিব তোরে একটি পলকে।

দুর্ম্মদ। আয় তবে হীনমতি গোপের সেবক,
কেবা কার বধে প্রাণ আজি।

[উভয়ের যুদ্ধ, দুর্ম্মদ অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল]

সাত্যকী। আয় দুষ্ট এইবার !
ডাক্ তোর গতায়ুঃ প্রভুরে। [বধিতে উদ্যত]

দুর্ম্মদ। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর মোরে।

সাত্যকী। ক্ষমা ? না না—কৃষ্ণদ্বেষীজনে
ক্ষমা না করিবে কভু
কৃষ্ণের সেবক এ বীর সাত্যকী।

[বধিতে উদ্যত]

দুর্ম্মদ। রক্ষা কর প্রাণ—রক্ষা কর প্রাণ !

চন্দ্রমণি। ক্ষমা কর বীরবর দুর্ম্মতি অসুরে।
যদিও ভুলের বশে ক'রেছে অন্যায়—
ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছে যখন
ক্ষমা করা বীরত্বের রীতি।

সাত্যকী। তাই হোক্ মাতা! ওরে দুষ্ট!
মায়ের কৃপায় বেঁচে গেলি তুই।
এস মাতা—এস ভদ্রদ্বয়!
সাথে করি ল'য়ে যাব তোমা সবে
প্রভুর নিকট।

চন্দ্রমণি। ধন্য হবে জীবন মোদের
ভগবানে করিয়া দর্শন।
চল পুত্র! প্রাণে বড় জাগিছে আনন্দ।

সাত্যকী। এস সবে।

[দুর্ম্মদ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

দুর্ম্মদ। পরাজয়—পরাজয় হইল আমার।
আচ্ছা—আচ্ছা দেখিব আবার,
প্রতিশোধ করিব গ্রহণ।
যাই এবে সেই অর্থ তরে,
যে কোন উপায়ে সেই অর্থ
হইবে লভিতে।
তারপর—তারপর—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

বৈতরক পর্ব্বত—প্রমোদ উদ্যান।

সুভদ্রা আসীনা, সখিগণ গাহিতেছিল।

গীত।

সখিগণ।—

সখি! মনটা কেন ভার।
আসেনি কি প্রাণের বঁধু
তাই জাগ্‌ছে প্রাণে হাহাকার॥
আস্‌বে কেন সে,
তুই যদি না ফুটিস্ হেসে,
তবে কোন্ সুখে সে আস্‌বে হেথায়
লজ্জা হবে তার॥
তুই ফুট্‌বি যখন রূপ ছড়িয়ে,
আস্‌বে বঁধু গুন্‌গুনিয়ে,
বুকের আগুন নিভবে তখন
ঘুচ্‌বে সকল হাহাকার॥

সুভদ্রা। তোরা ভারি দুষ্টু! এখন যা তোরা।

সকলে। ওমা, কেন গো—কেন? আমাদের অপরাধ কি গো?

সুভদ্রা। তোরা সবসময় আমায় নিয়ে রঙ্গ করিস্।

১ম সখি। চ' ভাই চ'! সখি এখন বিরহে আছে।

২য় সখি। আহা! বিরহ তো হবারি কথা। যৌবন এখন কানায় কানায়—এখনো নাগর হ'লো না। একি কম লজ্জা ভাই!

আয়—আয়, সখির নাগর যখন আস্‌বে—তখন আমরা বাসর জাগাতে আস্‌বো।

[সখিগণের প্রস্থান।

সুভদ্রা। সত্যই প্রাণের ভেতর যেন সর্ব্বদা আগুন জ্বল্‌ছে। বলাই দাদা আমার বিয়ে হস্তিনাপতি মহারাজ দুর্য্যোধনের সঙ্গে ঠিক করেছেন। কিন্তু—

গীত।

সুভদ্রা।—

স্বপনে দেখেছি আমি যারে
পাবো কি তারে ওগো হৃদয় মাঝে।
মম কুঞ্জ বিতানে অহরহ তার
মধুর মুরলী বাজে॥
নিশীথ রাতে দেখা দিয়ে যায়,
জাগে শিহরণ আমারি হিয়ায়,
জানি না কখন দেখা দেবে সে
মদনমোহন সাজে॥

সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা। সুভদ্রে—সুভদ্রে!
একাকিনী কেন হেথা বিরস বদনে?
কহ বোন্! কি হইল তব—
যাহে ম্রিয়মানা প্রফুল্ল-বদনী?

সুভদ্রা। হয় নাই কিছু দিদি!
নিরালায় বসি হেরিতেছি
প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য্য।

সত্যভামা। না—না—
কেন লো গোপন করিস্ সুভদ্রা ?
বুঝিয়াছি কিবা ব্যথা তোর
অন্তরে হয়েছে।
ভয় কি লো বোন্ !
ফুটিয়া উঠিলে ফুল,
মধুকর আপনি আসিবে।

সুভদ্রা। দিদি ! ফিরিল কি দাদা
মৃগয়া হইতে ?

সত্যভামা। না—না, দিনমণি অস্তাচলে যায়—
নিশীথিনী আসে ধীরে ধীরে।
প্রাতঃকালে মৃগয়ায় গেছেন কেশব
এখনো ফেরেনি ভাই—
তাই আমি হ'তেছি চিন্তিত।
প্রভাতে যাবার কালে কহিলেন মোরে
সায়াহ্নে আমি ফিরিব নিশ্চিত ;
কি কারণ হতেছে বিলম্ব
ভাবিতেছি তাই—
ঘটিল কি বনমাঝে কোন পরমাদ ?

সুভদ্রা। অমঙ্গল কেন ভাবো দিদি ?
এখনি আসিবে দাদা,
আজি তাঁহারি আদেশে
রৈবতকে মহোৎসব—
আনন্দেতে মত্ত যদুকুল।

আজি এ উৎসব রাতে ছাড়ি আমাদের
তিনি কি লো পারেন থাকিতে ?

সত্যভামা। সত্যি কথা বোন্ !
কিন্তু এ বিচিত্র সংসার।
স্বার্থ—হিংসা—দ্বেষ—প্রতারণা
সর্ব্বদা হেথায় করিছে বিহার।
কর্ম্মগুণে যেবা বড় হয় এ সংসারে
নীচ যারা সর্ব্বদাই করে হিংসা তারা
পদে পদে করে শত্রুতা তাহার।
যদুপতি সর্ব্বগুণে শ্রেষ্ঠ এ ধরায়,
তাই শত্রু তাঁর অগণিত,
তাই বোন্ নিরবধি
হইতেছি চিন্তায় আকুল।

সুভদ্রা। হলধর অগ্রজ যাহার,
সখা যার বীর ধনঞ্জয়,
নিজে যেবা মহাশক্তিধর—
তার সনে শত্রুতা সাধিয়া
কেবা হবে জয়ী ?

সত্যভামা। আরও এক কথা বোন !
ভকত বৎসল তিনি,
চিরদিন ভক্তের দুয়ারে
ভক্তিডোরে পড়েন যে বাঁধা।
যুগে যুগে ভক্ত হেতু অবতার তাঁর,
পাছে যদি কোন ভক্ত বেঁধে রাখে তাঁরে

তাহ'লে কি হবে উপায় কোন্
ভাবিয়া না পাই,
পাছে যদি হারাই তাঁহাবে ?

[নেপথ্যে তুর্য্যধ্বনি]

সুভদ্রা। ওই হয় তুর্য্যধ্বনি,
এলো বুঝি যদুপতি মৃগয়া হইতে।
চল দিদি হেরিতে তাঁহারে।

[উভয়েব প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগার।

কৌরব্যনাগ ও উলূপী।

উলূপী। বাবা!

কৌরব্য। কেন মা ?

উলূপী। আর কতদিন এভাবে অসহ্য কারাযন্ত্রণা আমরা ভোগ করবো বাবা ? আর কতদিন এমনিভাবে অনশনে দিন যাপন করতে হবে ? উঃ! কি নিষ্ঠুর মণিপুররাজ, একটু দয়ামায়া নেই।

কৌরব্য। সমস্তই আমার ভাগ্যের দোষ মা! মণিপুররাজের কোনই দোষ নেই; কিন্তু—কি বিশ্বাসঘাতক সেই সেনাপতি কর্কট। স্তোকবাক্যে আমার সঙ্গে শঠতা ক'রে মণিপুররাজের শিবিরে নিয়ে গিয়ে—উঃ! কি শয়তান সে—রাজ্যলাভের জন্য কি ভীষণ কূটকৌশল তার। যদি কখনো দেবতার কৃপায় মুক্তিলাভ করতে পারি, তাহ'লে

সেই বিশ্বাসঘাতককে এমনভাবে শিক্ষা দেবো, যাতে জগতের আর কেউ কখনো বেইমানি করতে সাহসি হবে না।

উলূপী। সেতো পরের কথা বাবা! আগে বেঁচে ওঠ—তারপর কর্কটের শাস্তি। অনাহারে থেকে কতদিন বাঁচ্‌বে? মুক্তিরই বা আশা কই? এমন সুহৃদ তো কাউকে দেখ্‌তে পাইনে। [দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করতঃ] একজন আছে—তবে সেতো সংবাদ জানে না।

কৌরব্য। অর্জ্জুনের কথা বলছিস্ তো মা? ওরে—সে যে পরের ছেলে, তার সঙ্গে আর সম্বন্ধ কি? সেইকালেই উলূপী আমি গররাজি হ'য়েছিলাম তার সঙ্গে তোর বিবাহ দিতে। আমরা নাগজাত, আমাদের সঙ্গে কি সুসভ্য জাতের খাপ্ খায়। তখন তুই শুন্‌লিনে—বাধ্য হ'য়ে তার সঙ্গে তোর বিবাহ দিতে হ'লো। সেদিন যদি মণিপুররাজের সঙ্গে তোর বিবাহ দিতাম—তাহ'লে আজ আমার এ দুর্দ্দশা হতো না—তোমাকেও আর এ জ্বালা সইতে হতো না। আর একটা বিশ্বাস-ঘাতকও নাগরাজের অধীশ্বর হতো না। যাক্, যা হবার হোক্। বাঁচি ভাল—না বাঁচি অন্তরের আশা অন্তরেই থেকে যাবে।

উলূপী। বাবা! আর ওকথা বলো না, আমি সইতে পার্‌বো না। [চক্ষে অশ্রু ঝরিল]

কৌরব্য। কাঁদছিস্ মা? না—না আর বল্‌বো না—আর বল্‌বো না। তুই কাঁদিস্ নে। তোর কান্না দেখে আমিও যে অশ্রু সম্বরণ ক'রে রাখ্‌তে পার্‌ছিনে। সোনার প্রতিমা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। ওঃ! ভগবান্! তোমার বিচার কি এই?

রক্ষীবেশী অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। ভগবানের বিচার ঠিকই আছে মহারাজ!

কৌরব্য। না রক্ষী, তুমি ভুল বল্‌ছো! ভগবানের বিচার যদি ঠিক্ থাক্‌তো—তাহ'লে আমরা পিতা পুত্রীতে এই অসহ্য কারাযন্ত্রণা ভোগ করতাম না। কই রক্ষী, ভগবান তাঁর সুবিচার দেখাচ্ছেন কৈ?

অর্জ্জুন। সময় না হ'লে কখনো তাঁর বিচার চাতুর্য্য ফুটে ওঠেনা মহারাজ! আর মানুষকে দুর্ভাগ্যের যাঁতায় ফেলে তিনি পরীক্ষা ক'রে নেন—কে তাঁর ভক্ত—কে তাঁর পূজারি। সে সময় মানুষ যদি অধৈর্য্য হ'য়ে ভগবানের নামে দোষারোপ করে—তাঁকে ডাক্‌তে ভুলে যায়—তখন তিনিও তাঁর কাছ থেকে বহুদূরে চলে যান, কিন্তু যে ভোলে না—দুর্ভাগ্যের কঠোর নিষ্পেষণে যার কামনার অর্ঘ্য তাঁরি শ্রীপাদপদ্মে পতিত হয়—তখন প্রভাত সূর্য্যের রক্তিম আভায় ধীরে ধীরে ফুটে তাঁর অপার মহিমারাশি।

কৌরব্য। ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষ কতক্ষণ তার ধৈর্য্যের বাঁধ বেঁধে রাখ্‌তে পারে রক্ষী? দিনের পর দিন যতই চ'লে যাচ্ছে—নিরাশা যে ততই হৃদয়-আকাশ ঘিরে দাঁড়াচ্ছে। বিশ্বাস—মনের বল—দৃঢ়তা যে আর রাখ্‌তে পার্‌ছিনে।

উলূপী। [স্বগতঃ] কে ওই রক্ষী? কণ্ঠস্বর যেন দুদিনের চেনা চেনা। ওকে দেখে যে প্রাণের মাঝে একি শিহরণ জেগে উঠ্‌ছে—কি যেন এক উন্মাদ আকর্ষণ আমায় ওর কাছে টেনে নিয়ে যেতে যাচ্ছে। যেন তার সেই সোহাগ-জড়িত কণ্ঠস্বরের মত। তবে কি—না না—একি ভুল ধারণা আমি করছি। আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি।

অর্জ্জুন। মহারাজ! আপনি ভাববেন না, আপনার প্রাণের একাগ্রতার আহ্বান যদি সত্যের হয়—মর্ম্মের হয়—তাহ'লে আপনারও দুঃখের শেষ হ'য়ে এসেছে। ধরুন, আপনাদের জন্যে আমি আহার্য্য এনেছি। আপনারা আজ তিনদিন হ'লো উপবাসী আছেন।

কৌরব। রক্ষী! তোমার এত দয়া? সত্যই কি তুমি রক্ষী—না রক্ষীর আকারে কোন ছদ্মবেশী দেবতা। ভেবেছিলাম এই মণিপুররাজ্যে প্রহরী-বেষ্টিত কারাগারে আমার কেউ সুহৃদ নেই—কিন্তু এখন দেখ্‌ছি আছে—আছে—এখানেও আমার সুহৃদ্ আছে। উলূপী! মা! যখন এই বান্ধববিহীন কারাগারে সুহৃদ পেয়েছি তখন ভগবানেরও করুণা পাবো, আর ভাবিস্‌নে। ঠিক্ বলেছ রক্ষী! দুঃখ দিয়ে ভগবান চান তাঁর ভক্তের পরীক্ষা।

উলূপী। [স্বগতঃ] প্রাণের মাঝে একি আন্দোলন। একি অজ্ঞাত হিল্লোল! কে ও রক্ষী? মনে হয় যেন সেই—না না—আবার কেন তার চিন্তা কর্‌ছি।

অর্জ্জুন। আহার্য্য ধরুন মহারাজ!

কৌরব্য। তুমি এইভাবে আর কতদিন আমাদের আহার্য্য দেবে রক্ষী? মহারাজ জান্‌তে পার্‌লে হয়তো তোমারও জীবন বিপন্ন হবে।

অর্জ্জুন। আপনাদের ভয় নেই, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনও এখানে এসে পড়েছে।

কৌরব্য। অর্জ্জুন আমার এসেছে? সেকি এ সংবাদ পেয়েছে?

অর্জ্জুন। পেয়েছে; তীর্থ পর্য্যটন কর্‌তে কর্‌তে এখানে এসে শুন্‌তে পেয়েছে যে, নাগরাজ ও তাঁর কন্যা চিত্রভানু রাজার কারাগারে বন্দি আছে। শীঘ্রই মণিপুররাজের কবল হ'তে আপনাদের রক্ষা কর্‌বে। আপনারা এখন আহার করুন। আমি এখন চল্‌লাম।

[আহার্য্য রাখিয়া প্রস্থান]

কৌরব্য। নে মা—শীঘ্র আহার করে নে, প্রাণ বাঁচা। অর্জ্জুন যখন এখানে এসে পড়েছে—তখন আর ভয় কি মা! রক্ষী মিথ্যা বলেনি। ধর্—[উভয়ে আহার করিল]

কৌরব্য। আঃ! এতক্ষণে বাঁচলাম।

চিত্রভানুর প্রবেশ।

চিত্রভানু। নাগব'জ!

কৌরব্য। মণিপুররাজ! কিবা চাহ আর?

চিত্রভানু। করিবে কি মম করে কন্যাদান তব,
জানিবারে এসেছি আবার।
কহ ত্বরা—কতদিন অনাহারে
কারাগারে মরিবে পচিয়া?
এখন ভাবিয়া দেখ
জীবনের শুভাশুভ তব।
স্বেচ্ছায় যদি না কন্যা করহ প্রদান,
জেনো নাগরাজ!
হাসিতে হাসিতে তোমারি সম্মুখে
অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী মোর করিব কন্যারে তব,
শুনিব না কোন কথা তখন রাজন্।

কৌরব্য। অসম্ভব আশা ল'য়ে
কেন তুমি হয়েছে উন্মাদ?
বারবার কহিতেছি
কর যত পীড়ন আমারে—
কিম্বা মোর দুহিতারে
তবু পিতা হ'য়ে
দ্বিচারিণী সাজাতে কন্যারে
নারিব কখনো।

রেখে দেছ অনাহারে—
প্রতিদিন দেখাতেছ রক্তিম নয়ন,
কতদিন এইভাবে মনোসাধ
মিটাবে নির্ম্মম ?

চিত্রভানু । মনোসাধ এখনো মেটেনি মোর ।
যেইদিন কন্যারে তোমার
বামপার্শ্বে বসাবো সোহাগে—
সেই দিন—সেই দিন মনোসাধ
মিটিবে আমার ।

কৌরব্য । ওঃ ! ওঃ !
একবার যদি মুক্তি পাই—
তাহ'লে দেখাই
বৃদ্ধ এ কৌরব্যনাগ কত শক্তি ধরে ।
কি করিব কৌশলে করেছ বন্দি ;
নচেৎ কি পরিত্রাণ থাকিত তোমার —
নাগের পাতাল রাজ্যে
হতো তব যবনিকাপাত ।

চিত্রভানু । হাঃ-হাঃ-হাঃ !
বৃথা আস্ফালন দেখাও রাজন্ ।
ভাল—ভাল—আরো সপ্তাহকাল
দিলাম সময়—
তারপর দেখিতে পাইবে রাজা
কি ভীষণ মূরতি আমার ।
এই কে আছিস্—

রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী! রক্ষী! দুইজনে আজি হ'তে
রেখে দিবি পৃথক গৃহেতে।

[প্রস্থান।

কৌরব্য। উঃ! ভগবান!

[রক্ষীর উভয়কে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রামভদ্রের বাটী।

বরাঙ্গী ও ধনপতি।

বরাঙ্গী। হাঁ। রে ধনু! মহারাজ কি এখনো নাগরাজ কুমারীকে বিয়ে ক'রে ফিরে আসেন নি?

ধনপতি। এসেছে মা! নাগরাজ কন্যার সঙ্গে তো মহারাজের বিয়ে হয়নি।

বরাঙ্গী। সে কিরে! মহারাজ যে অত ঘটা ক'রে বিয়ে করতে গেলেন, আমাদের তিনিও নিতবর সেজে গেলেন, কি হলো রে?

ধনপতি। নাগরাজ কন্যার বিয়ে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের সঙ্গে হ'য়ে গেছে। আমাদের মহারাজ সে সংবাদ জেনেও বিয়ে করতে গিয়েছিল। তারপর মা, সেখানে গিয়ে বিয়ে না করতে পেরে নাগরাজ ও তার কন্যাকে বন্দি ক'রে নিয়ে এসেছে।

বরাঙ্গী। হ্যাঁ রে ধনু! আমাদের তেঁনার কি হলো রে? মহারাজ ফিরে এলেন—তিনি ফির্‌লেন না কেন?

ধনপতি। কি ক'রে বল্‌বো মা! জানিস্ নে, বাবা কি রকম বদমাইস্ লোক। না ফেরেতো একরকম ভালই হবে।

বরাঙ্গী। ঠাকুর কি হবে?

ধনপতি। জলে ফেলে দিয়ে আস্‌বো, ঠাকুরের কথা আর বলিস্ নে।

বরাঙ্গী। ছিঃ-ছিঃ! ও কথা আর বলিস্ নে বাবা! ওতে যে অকল্যাণ হবে, ওকথা কি বল্‌তে আছে। তুই না হয় একবার কর্ত্তার খোঁজ কর্—না হয় মহারাজকে একবার জিজ্ঞেস ক'রে আয়।

ধনপতি। বেশ বলেছিস। আমার দ্বারা ওসব হবে না ব'লে দিচ্ছি।

বরাঙ্গী। মানুষটা গেল কোথায় একবার খোঁজ নিবিনে?

ধনপতি। চুলোয় যাক্ তোর মানুষ। নিতবর সেজে গেল কেন? বুড়ো গিদ্ধোড় একটু আক্কেল হ'লো না—বর সেজে আবার টোপর মাথায় দিয়ে কি রকম বেশ ক'রে গেল। বুড়ো বয়সে খেয়াল মন্দ নয়। এইবার একবার এলে হয়—দেবো আচ্ছা ক'রে কুঁতুকে। বাবার-বাবার নাম ভুলিয়ে দেবো, সবেতেই ধাষ্টপনা।

বরাঙ্গী। আমার রাগে গা বিষ্ বিষ্ কর্‌ছে। বাড়ী ঢুক্‌লে হয়, মুড়ো ঝাঁটা ঠিক ক'রে রেখেছি—পিঠ ভেঙ্গে দেবো—তবে আমার নাম বরি বামনী।

ধনপতি। তবে আর তার খোঁজ কর্‌ছিস্ কেন?

বারঙ্গী। হাজার হোক্—তার ওপর একটা মায়া আছে তো? বাড়ীতে একটা কুকুর বেড়াল থাক্‌লে তার ওপরও মায়া জন্মায়।

ধনপতি। আর মায়ায় ফায়ায় কাজ নেই। আপদটা গেছে ভালই হ'য়েছে।

[নেপথ্যে—শঙ্খধ্বনি ও হুলুধ্বনি]

বরাঙ্গী। ও আবার কিরে ধনু! দেখ্ দেখ্ কাদের কি হ'লো।

ধনপতি। আচ্ছা দেখে আসি। [দ্রুত প্রস্থান।

বরাঙ্গী। দুপুর বেলায় আবার শাঁখ বেজে উঠ্‌লো কেন? উলু উলু দিচ্ছে কেন? আজ তো বিয়ের দিন নয়! কাদের আবার কি হলো। ছেলে হ'লে তো শাঁখই বাজে—উলুতো দেয় না। কি অনাছিষ্টি বাবা!

ছুটিতে ছুটিতে ধনপতির প্রবেশ।

ধনপতি। মা! মা!

বরাঙ্গী। কি হলো রে?

ধনপতি। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

বরাঙ্গী। ওরে অত হাসছিস্ কেন রে?

ধনপতি। হিঃ-হিঃ-হিঃ!

বরাঙ্গী। কি হয়েছে রে?

ধনপতি। বাবা বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে আসছে। পাড়ার ছেলেরা শাঁথ বাজাতে বাজাতে—উলু দিতে দিতে আস্‌ছে।

বরাঙ্গী। হ্যাঁ রে—সেকি রে! তুই বল্‌ছিস্ কিরে ধনু!

ধনপতি। হ্যাঁ মা, সত্যি কথা। এয়া বৌ! এই এলো বলে। বাবা বিয়ে ক'রে বৌ নিয়ে আস্‌ছে—আর আমার বিয়ে হ'লো না।

বরাঙ্গী। [বসিয়া পড়িয়া] ওরে বাবারে! আমার কপালে একি লেখন ছিল রে! ওমা গো—দেখে যাও গো—আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! [ক্রন্দন]

ধনপতি। ওগো, আমার বাবার বিয়ে হ'লো—আমার বিয়ে হ'লো না গো!

বরাঙ্গী। ওরে ধনু! শিগ্‌গীর ক'রে আঁশ-বঁটিটা আন্ তো রে, আজ বুড়োর মুণ্ডুপাত ক'রে তবে ছাড়্‌বো। ওগো মাগো—বুড়ো বয়সে আমার সতীন হ'লো গো।

ধনপতি। আনি-আনি তবে আঁশ-বটি।

বরাঙ্গী। তুইও একটা তুম্বো দেখে লাঠী নিয়ে আয় রে বাবা! আজ মা ব্যাটাতে ঘোরাসুর বধ কর্‌বো রে! ওরে বাবা রে—

ধনপতি। আনি—আনি—

[দ্রুত প্রস্থান।

বরাঙ্গী। বুড়ো মিন্সে আবার বিয়ে কর্‌লে রে—ওগো! আমি সতীন নিয়ে কি ক'রে ঘর কর্‌বো গো! ওগো বাবাগো—তুমি দেখে যাও গো—

লাঠী ও বঁটি লইয়া ধনপতির প্রবেশ।

ধনপতি। এই নে—এই নে মা বঁটি। তুই ধর্ বঁটি—আমি ধরি লাঠী; হ'য়ে যাক্ আজ কাটাকাটি—কাটাকাটি।

শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনি করিতে করিতে বালকগণ সহ বরবেশী রামভদ্র বৌ লইয়া প্রবেশ করিল, বৌটি এক চোখ কানা ও বাম পায়ে গোদ।

রামভদ্র। অসভ্য ছোক্‌রার দল—অসভ্য ছোক্‌রার দল আমায় নিয়ে কি কর্‌ছে দেখ। ভাগো—ভাগো। বাপ্, বাড়ীতে এসে প'ড়েছি। গিন্নী! গিন্নী! ওরে ধনু! এই ফক্কুড়ে ছোঁড়াগুলোকে তাড়া তো।

[বালকগণের "ওরে বাবারে" বলিতে বলিতে পলায়ন।

বরাঙ্গী। আয়—আয় ওরে দুরাচার ঘোরাসুর !
মুণ্ডুপাত ক'রে দিই তোর।

ধনপতি। এস—এস দুষ্ট নরকাসুর !
লাঠীর আঘাতে
মাথা তব করি ছাতুফাটা।

রামভদ্র। য়্যাঁ ! একি ! একি ! ও গিন্নী ! ওরে ধনু ! বরণ কর্—বরণ কর্, শাস্ত্রমতে যেগুলো কর্‌তে হয়—সেইগুলো আগে ক'রে ফেল্। গিন্নী ! তুমি যে দেখ্‌ছি একবারে সর্ব্বমঙ্গলা সেজেছ। বলি, ব্যাপার কি ?

বরাঙ্গী। ওটা কে রে মিন্সে ?

রামভদ্র। আর ব'লো না গিন্নী দুঃখের কথা। ধর—ও এখন তোমার সতীন। তবে ভদ্র ঘরের মেয়ে—আচার-ব্যাভার ভালই হবে।

বরাঙ্গী। ওরে মিন্সে, মহারাজের সঙ্গে নিতবর সেজে গিয়ে শেষ কালে তুমি নিজে বিয়ে ক'রে এলে ? ওমা ! একটা মাগী—ঘোম্‌টা নেই—কালো কুচকুচে। য়্যাঁ ! তুমি ওকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলে ?

ধনপতি। দেখ্ মা—দেখ্, মাগীটার এক চোখ আবার কাণা। বাঁ পা টা কি রকম গোদা—যেন ভীমের গদা।

বরাঙ্গী। ওরে, তাইতো রে—একি মাগীর ছিরি রে। ওরে মিন্সে, তুই ওই মাগীকে কি ক'রে পছন্দ কর্‌লি রে ?

রামভদ্র। কি কর্‌বো গিন্নী ! আমি কি ইচ্ছে ক'রে বিয়ে ক'রেছি। মহারাজের সঙ্গে আস্‌তে আস্‌তে এই ব্যাপার ঘটে গেল। একজনদের বিয়ের পিঁড়ি হ'তে বর পালাচ্ছিল, আমায় তারা তাদের পালানো বর মনে ক'রে ধ'রে নিয়ে গিয়ে জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দিলে। বিয়ের পর পালিয়ে আস্‌ছিলাম; কিন্তু এই সতীলক্ষ্মী আমায়

ঝাপটে ধ'রে ফেলে বল্‌লে, আমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে চল—তুমি আমার স্বামী—আমায় ফেলে কোথায় যাবে? কি করি—কিছুতেই ছাড়্‌লে না, তাই বাধ্য হ'য়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তে হ'লো। চোখ—পা—দিনকতক ভাল ভাল ওষুদ খেলেই সেরে যাবে।

নূতন-বৌ। না ঠাকুরমশাই! কোন ওষুদতেই সারেনি, অনেক অষুদ খেয়েছি কিছুতেই সারেনি। বাবা আমার ঢোল বাজিয়ে যা পয়সা উপায় ক'রেছিল, সব আমার জন্য খরচ হ'য়ে গেছে।

রামভদ্র। য়্যাঁ! য়্যাঁ!

বরাঙ্গী। য়্যাঁ! ওর বাবা ঢোল বাজা তো কি গো?

নূতন-বৌ। আমরা মুচী কি না?

বরাঙ্গী। ওরে বাবারে—একি শুন্‌ছি রে—মুচির মেয়ে যে রে। হায়-হায়-হায়! এইবার জাতজন্ম সব গেল। ওরে মিন্সে, তুই কি ক'রেছিস্ রে? মেয়েও দেখ্‌লিনে—জাতও দেখ্‌লিনে, এক কাণাচোখি—গোদওলীকে—মুচির মেয়েকে বিয়ে ক'রে নিয়ে এলি রে!

ধনপতি। ভালই হয়েছে মা! আমাদের কালীপূজোর সময় বাবার শ্বশুর এসে ঢাক বাজিয়ে যাবে, পয়সা-কড়ি আর লাগ্‌বে না।

রামভদ্র। য়্যাঁ! মুচির মেয়ে? গোলমালে সব ভুল হ'য়ে গেছে তো। যাক্—যাক্, গঙ্গাজল গোবর দিয়ে শুদ্ধ ক'রে নিলেই চল্‌বে।

বরাঙ্গী। ধর্—ধর্ ধনু, লাঠী ধর্—আমিও বঁটী ধরি; আচ্ছা ক'রে দুটোকে সায়েস্তা ক'রে দিই আয়।

নূতন-বৌ। ওগো মাগো! আর আমার বামুন ঘরে কাজ নেই গো!

[পলায়ন।

বরাঙ্গী। ধর্—ধর্ হারামজাদিকে। এইবার আয়—আয় পাপাধম ঘোরাসুর! তোকে খণ্ড-বিখণ্ড করি আয়।

ধনপতি। চালাও—চালাও, তবে লাঠী চালাও। বন্-বন্-বন্—আরে আরে হীনমতি নরকাসুর। [লাঠী ঘুরাইতে লাগিল]

রামভদ্র। দেখিস্—দেখিস্ বাবা, যেন চোখে মুখে লাগে না।

বরাঙ্গী। ধর্ ধর্—বুড়োর হাত ধর্, আজ দু'জনে মিলে আরম্ভ করি আর। [উভয়ে রামভদ্রের দুই হাত ধরিল]

কাটি—কাটি তবে দুষ্ট ঘোরাসুর।

ধনপতি। ফাটাই—ফাটাই মাথা দুষ্ট নরকাসুর।

রামভদ্র। ওরে বাবারে—বাড়ী এসে একি বিপদে পড়্লাম রে! ছেড়ে দাও গিন্নী—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে ধনু! ক'দিন থেকে এইরকম আমায় যমে মানুষে টানাটানি কর্ছে।

বরাঙ্গী। সংহার—সংহার!

ধনপতি। পগারপার—পগারপার।

বরাঙ্গী। চল্—চল্ দুষ্ট!

পরিত্রাণ নাহি আজি তোর,

খণ্ড খণ্ড হবি তুই আজ।

ধনপতি। ছাতু—ছাতু,

একদম ছাতু করিব তোমায়

তবেই মোর কাজ।

রামভদ্র। ওরে বাবারে! অমন সুন্দরী, মুচির মেয়ে হ'লো রে।

[রামভদ্রকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য ঃ

প্রমোদকক্ষ।

চিত্রভানু ও জনৈকা নর্ত্তকী।

[নর্ত্তকী নৃত্য করতঃ পুষ্পপালঙ্কে অর্দ্ধ-শায়িত চিত্রভানুকে সুরা দিতেছিল, চিত্রভানু মাঝে মাঝে হর্ষধ্বনি করিতেছিল]

[সুরাপান করাইয়া নর্ত্তকীর প্রস্থান।

চিত্রভানু। আঃ! সুরাপানে উন্মাদনা জাগিল প্রচুর,
দূর হ'লো ক্লান্তি অবসাদ।
আজি সেই অলোক-লাবণ্যময়ী
উলূপী সুন্দরী সহ
হবে মোর হৃদি বিনিময়;
দেখি সেই বৃদ্ধ রাজা
কি করিতে পারে মোর।
রক্ষী! রক্ষী!
নিয়ে আয় নাগরাজে—
আর কন্যারে তাহার।
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
প্রত্যাখ্যান—অপমান
করেছিলে মোর নাগের ঈশ্বর,
আজি লবো তার পূর্ণ প্রতিশোধ।
হাঃ-হাঃ-হাঃ!
নিয়ে আয়—নিয়ে আয়—

গীতকণ্ঠে দৈবের প্রবেশ।

গীত।

দৈব।—

তোমার আশার মুখে পড়্‌বে ছাই।
মনের আশা থাক্‌বে মনে
সব যে তোমার হবে বৃথাই॥
দুরাশা হয় না পূরণ,
এখনো হও সচেতন,
যারা অহঙ্কারে আপন ভোলে
সুখ কখনো তাদের নাই॥

[প্রস্থান।

চিত্রভানু। দেখি আজ কোন্‌জন
আশাহত করিবে আমায়।
এত শক্তি আছে কার?
আপন আয়ত্বে শত্রু,
কিবা ভয় নিতে প্রতিশোধ।
কই রক্ষী, নিয়ে আয় ত্বরা।

বন্দী নাগরাজ ও উলূপীকে লইয়া রক্ষীর প্রবেশ।

এই যে—এই যে—হাঃ-হাঃ হাঃ!
নাগরাজ! নাগরাজ!
কন্যাদানে সম্মত কি অসম্মত
কহ ত্বরা মোরে।
আজ আমি ক্ষিপ্ত করী—ক্ষুধিত শার্দ্দূল,

শুনিব না কোন কথা ;
নির্ব্বিবাদে আশা মোর করিব পূরণ।
হয় যদি পাপ—ক্ষতি নাহি তায়,
যদি হই নিরয়গামী—তাহাও সুখের ;
হবো না বঞ্চিত তবু
সুন্দরীর প্রেমসুধা পানে।
কহ—কি উত্তর করিয়াছ স্থির ?

কৌরব্য। উত্তর নাহিক আর কণ্ঠেতে আমার।
মুক্তি যদি দিতে একবার,
তাহ'লে উত্তর আমি দিতাম তোমায়
নাহি হ'তো তিলেক বিলম্ব।

চিত্রভানু। কি উত্তর দিতে হে তখন ?

কৌরব্য। পদাঘাতে পাপ মুণ্ড তব করিয়া বিচূর্ণ
এ প্রশ্নের দানিতাম সদুত্তর ;
কিন্তু বন্দী আমি—
সে ক্ষমতা নাহিক এখন।

চিত্রভানু। স্তব্ধ হও—স্তব্ধ হও,
দম্ভ তব্ করিব বিচূর্ণ।
দাঁড়াইয়া মরণের কূলে
কেন মিছে দেখাও ঔদ্ধত্য—
মিথ্যা বীরত্বের পরিচয় ?
আজি তোমারি সম্মুখে যদি
কন্যারে তোমার
করি মোর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী,

কি করিতে পার তুমি মোর ?
শুন লো নাগের সুতা !
পিতা তব বয়স আধিক্যে হ'য়েছে বাতুল,
নাহি কোন ভালমন্দ জ্ঞান ।
উপযুক্ত কন্যা তুমি,
ভেবে দেখ কি কর্ত্তব্য তোমার এখন ?
আজ যদি তুমি
নাহি কর মোরে জীবন অর্পণ,
তাহ'লে সুন্দরী ! তোমারি সম্মুখে
শিরশ্ছেদ করিব পিতার তব ।
পিতৃহত্যা পারিবে দেখিতে ?

উলূপী । সতীত্বরক্ষায় নারী
চিরদিন অচল—অটল ,
ঐশ্বর্য্য—বৈভব—
পিতামাতা আত্মীয় স্বজন
সতীধর্ম্ম পাশে নহে মূল্যবান্ ।

চিত্রভানু । উত্তম ; তাহ'লে পিতার মৃত্যু
কর্ দর্শন ।
এখনি ঘাতক-করে
দ্বিখণ্ডিত পিতৃ-শির পড়িবে ভূতলে ।

কৌরব্য । তাই কর—তাই কর—
যাহা ইচ্ছা তাই কর তুমি,
নাহি দিব কোন বাধা ;
তবে জেনো স্থির—

প্রলোভনে—ভয় প্রদর্শনে
নারিবে টলাতে কভু কন্যা ও পিতায়।

চিত্রভানু। আচ্ছা—আচ্ছা,
দেখ তবে বৃদ্ধ রাজা!
তোমারি সম্মুখে কন্যারে তোমার
করি মোর অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী।
এস লো রূপসী!
কতদিন করিবে বঞ্চনা আর
প্রেমসুধা দানে। বরাননে!
অনঙ্গদহনে জ্বলে হৃদি নিরবধি,
কতদিন সে দাহন পারি লো সহিতে।

[উলূপীকে ধরিতে উদ্যত]

উলূপী। সাবধান নারকী দুর্ব্বার!
সতী-অঙ্গ স্পর্শিবারে
নাহি হও অগ্রসর;
এখনি সতীর শাপে
হাহাকার জাগিবে তোমার—
ছারখার হবে তব সোনার রাজত্ব।

চিত্রভানু। হোক্ ছারখার রাজত্ব আমার;
তবু চাই তোমারে সুন্দরী!
জীবনের একটি দিনও
যদি পারি লভিতে তোমায়—
হবে তাহে জীবন সফল,
পূর্ণ হবে হৃদয়ের সঞ্চিত কামনা।

ক'রো না ছলনা আর
পিপাসিত চাতকের সনে।
এস—এস— [ধরিতে উদ্যত]

উলূপী। সরে যা—সরে যা দুর্ব্বার নারকী লম্পট!
বার-বনিতার নাহিক অভাব;
তবে কেন অকারণ
সতীর মর্য্যাদা হরি
জ্বলিয়া মরিতে চাস্ অনল জ্বালায়।

চিত্রভানু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! বিফল প্রয়াস,
এস—এস, শুভলগ্ন হয় অন্তর্হিত।
[ধরিতে উদ্যত]

কৌরব্য। উঃ! উঃ! পিতার সম্মুখে কন্যার লাঞ্ছনা।
অসহ্য—অসহ্য।
ভগবান্! দেখাও মহিমা তব,
খসে পড় মহাবজ্র পাপীর মস্তকে—
ছুটে এস প্রলয় প্লাবন—
পৃথ্বি তুমি হও মা চৌচির।
ওরে—ওরে দস্যু! পদে ধরি তোর
রক্ষা কর্ সতীর সম্ভ্রম। [পদধারণে উদ্যত]

চিত্রভানু। দূর হও—দূর হও বৃদ্ধ প্রতারক! [পদাঘাত]

কৌরব্য। ওঃ—ওঃ! একি!
একি হায় ভগবান্ বিচার তোমার?

চিত্রভানু। এস লো সুন্দরী! [উলূপীর হস্তধারণ]

উলূপী। ছাড়্—ছাড়্ রে দানব!

উঃ! উঃ! ভগবান্! সর্ব্বশক্তিমান্!
কোথা তুমি?
রক্ষা কর নারী-ধর্ম্ম মোর।

রক্ষীবেশী অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। আরে আরে ঘৃণিত কুক্কুর!
একি তব স্বেচ্ছাচার খেলা?
ছাড়্—ছাড়্ সতীরে এখনি,
নতুবা হইবে তব
পরিণাম অতীব ভীষণ।

চিত্রভানু। আরে আরে প্রভুদ্রোহী দাস!
প্রভু সনে বিদ্রোহিতা করিবারে সাধ?
আয় দুষ্ট! বধি অগ্রে তোরে। [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

অর্জ্জুন। সাবধান মণিপুর-রাজ!
নহি আমি রক্ষী—দাস—সেবক তোমার।
এই হের কেবা আমি;
আমি হই তৃতীয় পাণ্ডব
অর্জ্জুন আমার নাম—
সখা যার কৃষ্ণ জগন্নাথ। [নিজবেশ ধারণ]

চিত্রভানু। এঁ্যা! একি! একি!

উলূপী। নাথ! নাথ! রক্ষা কর মোরে—
রক্ষা কর পিতারে আমার।
[অর্জ্জুনের পদপ্রান্তে পতন]

অর্জ্জুন। ভয় নাই প্রিয়তমে!

জগতের যত শক্তি
হয় যদি অগ্রসর হেথা,
বাণে বাণে উড়ে যাবে মহাশূন্য পথে।
মণিপুররাজ! এস—এস,
অস্ত্র ল'য়ে হও আগুয়ান্,
দেখি তব অস্ত্রের ক্ষমতা।
আজি সমভূমি করি তব রাজ্য মণিপুর,
ল'য়ে যাবো নাগরাজে—
আর কন্যারে তাহার।

চিত্রভানু। বটে—বটে!
শিকারীর কবল হইতে
ল'য়ে যাবে শিকারে তাহার?
লহ উপযুক্ত প্রতিফল তার।

অর্জ্জুন। এস তবে বীর!
বীরত্বের দেখাও গৌরব।
[উভয়ের যুদ্ধ, মণিপুররাজ পতিত হইল]
আরে আরে আরে ঘৃণিত পিশাচ!
যাও চলি শমন সদনে।
[মণিপুররাজকে বধিতে উদ্যত]

দ্রুত চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ।

চিত্রাঙ্গদা। [অর্জ্জুনের পদতলে পতিত হইয়া]
ক্ষমা কর—ক্ষমা কর বীর ধনঞ্জয়—
জ্ঞানহীন পিতারে আমার।

অর্জ্জুন। এঁ্যা! একি!
একি হেরি স্বর্গীয় সুষমা!

চিত্রাঙ্গদা। ক্ষমা কর বীর—
অবোধ পিতারে মোর।

অর্জ্জুন। পরাজিত—পরাজিত করিল আমারে।
মণিপুররাজ! করিলাম ক্ষমা তোমা।
মনে রেখো নবরায়,
অধর্ম্মের কভু জয় হয় না সংসারে।

চিত্রাঙ্গদা। পিতা! পিতা!
ক্ষমা চাহ সকলের কাছে।

চিত্রভানু। ক্ষমা কর—ক্ষমা কর সবে।
দুর্জ্জয় লালসা বশে মনুষ্যত্বহারা হ'য়ে
ছুটেছিনু পাপের আঁধারে;
এবে প্রায়শ্চিত্ত হইল তাহার।
নাগরাজ! নাগরাজ!
আজি হ'তে রহিলে না শত্রু তুমি মোর,
মহাদ্বন্দ্বে সন্ধি আজ
হোক্ এই প্রেম আলিঙ্গনে। [আলিঙ্গন
রাজকন্যা! আজি হ'তে
আমার জননী তুমি,
ক্ষমা কর অবোধ সন্তানে। [নতজানু]

উলূপী। ওঠ রাজা!
অনুতপ্ত হ'য়েছ যখন—
ভেঙ্গে গেছে ভ্রম যবে তব,

নাহি আর কোন দোষ অন্তর মাঝারে—
স্থান দিনু তোমা স্নেহ-স্বর্গে
জননীর অধিকার ল'য়ে। [বক্ষে ধারণ]

কৌবব্য। চমৎকার—চমৎকার—
মহিমা তোমার জগৎ-বান্ধব!
কবির কল্পনা যাহে মানে পরাজয়।

চিত্রভানু। শোন তবে তৃতীয় পাণ্ডব!
তবু আমি পারিব না
করিতে মার্জ্জনা তোমা।
মোর রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ কারণ
দিব শাস্তি রাজনীতি মতে।

অর্জ্জুন। সাদরে করিব গ্রহণ তাহা
জানিও রাজন্!

চিত্রাঙ্গদা। পিতা! পিতা!
পুনঃ তব একি হয় মতিভ্রম?

চিত্রভানু। চুপ কর!
শোন—শোন তবে তৃতীয় পাণ্ডব
যোগ্য দণ্ড তব,
আজি হ'তে থাকো বন্দি তুমি
আমার এ দুহিতার হৃদয় কারায়।
[চিত্রাঙ্গদা সহ অর্জ্জুনের মিলন করাইয়া দিল]

কৌরব্য। সাবাস্—সাবাস্ তুমি মণিপুররাজ!
আজি তুমি হ'লে জয়ী
সবাকার হ'তে।

চিত্রভানু । উৎসব—উৎসব আজি হোক্ আরম্ভন
রাজ্যেতে আমার ।
সৌধে সৌধে জ্বালো দীপমালা,
নানা পুষ্পে সাজাও তোরণ,
মাঙ্গলিক শঙ্খরোলে
দশদিক হোক মুখরিত ।
এস—এস সবে পুরীতে আমাব,
সুচারু ভাবেতে আজি
করিব সম্পন্ন এই মিলন উৎসব ।

[শঙ্খ বাজিয়া উঠিল ও পুরনারীগণ নেপথ্য হইতে উলুধ্বনি করিতে লাগিল, মণিপুরাজ সকলকে অভ্যর্থনা করিতে করিতে প্রস্থান করিল]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অন্তঃপুর।

শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা।

সত্যভামা। হে মাধব!
দিনে দিনে দিন গত হয়—
সুভদ্রা ভগিনী তব
উপনীত যৌবনের প্রথম সোপানে,
তাহার বিবাহ হেতু
কেন উদাসীন?
আহা! ভগিনী আমার
থাকে সদা ম্রিয়মানা—
আহারে বিহারে সদা আনমনা,
কবে তার হইবে বিবাহ?

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়তমে! সব আমি বুঝিতেছি,
কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহ
এ তিন বিষয় বিধাতার হাতে।
কোথা কবে কোন্ ক্ষণে হবে
তাহা কেহ নারে করিতে গণনা;.
তবে সুভদ্রার পরিণয় হেতু

বলভদ্র হ'য়েছে চেষ্টিত,
শীঘ্রই ভদ্রার হবে শুভ পরিণয়।

সত্যভামা। তাই যেন হয়।
নারী আমি—জানি ভালমতে
যৌবনের কি তরঙ্গ খেলে তার প্রাণে।
যাই আমি—কহি গিয়া সুভদ্রা ভগ্নিরে
এই শুভ সমাচার।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ভদ্রার বিবাহ তরে
সত্যভামা হয়েছে আকুল।
বলভদ্র রাজা দুর্য্যোধন সাথে
বিবাহ দিবার করেছে সঙ্কল্প।
হাঃ-হাঃ-হাঃ !
মহাপাপী রাজা দুর্য্যোধন,
তার করে ভগ্নী দান নহেক সম্ভব।
সখা মোর তৃতীয় পাণ্ডব
ভুবন-বিখ্যাত বীর,
তার সনে ভদ্রার বিবাহ
বিধির নির্ব্বন্ধ।
নিয়ম ভঙ্গ হেতু গিয়াছে পার্থ
তীর্থ পর্য্যটনে দ্বাদশ বৎসর।
দ্বাদশ বৎসর প্রায় হইল উত্তীর্ণ,
অর্জ্জুনের ফিরিবার হয়েছে সময়।
দেখি কিবা হয় বিধির বিধানে।

গীতকণ্ঠে জনৈক বৈষ্ণবের প্রবেশ ।

গীত ।

বৈষ্ণব ।—

হরি তোমায় চেনা দায় ।
কোন্ ছলে হে কখন থাক
জানা নাহি যায় ॥
তুমি কখন হাসাও কখন কাঁদাও,
নানান্ ছলে চক্র চালাও,
হার মেনেছে তোমার কাছে
বিশ্ব ভুবন সমুদায় ॥

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । অবিরাম কর্ম্মস্রোত চলেছে সংসারে ।
সেই কর্ম্ম সম্পাদনে
বারবার আসা এ ধরায় ;
একে বহু কর্ম্ম সম্মুখে আমার ।
এবে একে সব কর্ম্ম হ'লে সমাধান
অবসান হবে মোর দ্বাপরের লীলা ।

বলরামের প্রবেশ ।

বলরাম । কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !

শ্রীকৃষ্ণ । কেন আর্য্য !

বলরাম । শিষ্য মোর রাজা দুর্য্যোধন
তারি সাথে—
ভদ্রার বিবাহ দিতে করিয়াছি স্থির ;
কহ কৃষ্ণ ! কিবা মত তব ?

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য !
তব মতের বিরুদ্ধে
কোনদিন দাঁড়াবে না অনুজ তোমার।

বলরাম। ভাল—ভাল কৃষ্ণ !
পাঠাই সংবাদ তবে রাজা দুর্য্যোধনে
বিবাহের করি দিন স্থির,
শুভকার্য্যে বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
বয়স্থা হয়েছে ভদ্রা,
গৃহে রাখা আর নহেক উচিত
সামাজিক প্রথা মতে।
দেখ কৃষ্ণ ! অমত তো নাহি কিছু তব ?

শ্রীকৃষ্ণ। না আর্য্য ! কর তুমি
সুভদ্রার বিবাহের আয়োজন।
কন্যাদায় হ'তে
মুক্ত হোক্ পিতা বসুদেব—
দেবকী জননী।

বলরাম। উত্তম। [প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। ভদ্রার বিবাহ হবে দুর্য্যোধন সাথে।
হাঃ-হাঃ-হাঃ !
নহে তাহা বিধির নির্ব্বন্ধ।

প্রস্থান।

সুভদ্রার প্রবেশ।

সুভদ্রা। দুর্য্যোধন সহ মোর হইবে বিবাহ—
প্রাক্তনের একি লেখা মোর।

তবে—যে আশা অন্তরে হায়
এতদিন রেখেছি গোপন
সে আশা কি পূর্ণ নাহি হবে ?
ভগবান্ !
অন্ধকারে দেখাও আলোক,
নিরাশায় পথ যে হারায়।

গীত।

সুভদ্রা।—

(আমি) না ভাবিয়া না বুঝিয়া কেন তনুখানি মোর
দিনু লো বিলায়ে তারে হাসিয়া।
বুঝিনি তখন জানিনি তখন
পাবো না তাহারে আমি ভাবিয়া॥
কেন ছবিখানি তার অন্তরে আঁকি,
উদাস নয়নে পথপানে চেয়ে থাকি,
কেন আজি নিজ দোষে নিজে মরি কাঁদিয়া॥

সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা। সুভদ্রা! সুভদ্রা!

সুভদ্রা। কেন দিদি!

সত্যভামা। আয়, স্নান করতে যাবি আয়। এতই কেন ভাবনা তোর? বিয়ে তোর হবে লো হবে। এবার তুই রাজরাণী হবি।

সুভদ্রা। সে আবার কি দিদি?

সত্যভামা। হস্তিনাপতি মহামানী দুর্য্যোধনের তুই রাণী হবি। তোর বরাত ভাল ভদ্রা—বরাত ভাল।

সুভদ্রা। বরাত—একবারে জোর বরাত।

সত্যভামা। সে কথা একশোবার। রাজরাণী হওয়া কম সৌভাগ্যের কথা! তারপর যা তা রাজার কথা নয়—একেবারে ভারত-সম্রাট দুর্য্যোধন। এখন আয়, যৌবন এলে অমনটা সকলেরই হয় ভাই!

[সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

গজানন্দের বাটী।

ভূতবেশী গজানন্দ।

গজানন্দ। তাইতো, বড় ভাবনায় পড়্‌লাম। তাদের নিয়ে অনুচর ব্যাটাই বা কোথায় গেল? আবার বল্‌ছে কিনা আমার টাকাগুলোও নিয়ে যাবে। আমার সব যাক্ বাবা, টাকা কিন্তু যেতে দিচ্ছিনে। তাই ব্যাটা কখন্ কোন্ ফাঁকে এসে পড়্‌বে ব'লে ভূত সেজে বেড়াচ্ছি। যাই হোক্—দেখি না, ভূতের ভয় দেখিয়ে ব্যাটাকে ভাগাতে পারি কি না। দোহাই মা সর্ব্বমঙ্গলা! দেখিস্ মা, আমার টাকা যেন যায় না, আমি তোর পাঁচসিকে পয়সার পুজো দেবো।

দুর্ম্মদাসুর। [নেপথ্যে] বয়স্ক মশাই বাড়ীতে আছেন তো?

গজানন্দ। সর্ব্বনাশ! বল্‌তে না বল্‌তে ব্যাটা এসে পড়েছে। টাকার ঘরে গিয়ে লুকিয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

দুর্ম্মদাসুরের প্রবেশ।

দুর্ম্মদাসুর। কৈ বয়স্কমশাই! একি! বাড়ীটা ভোঁ ভোঁ করছে, তবে কি বয়স্কমশাই পালিয়ে গেছে? বয়য়স্কমশাই—ও বয়স্কমশাই!

না, নিশ্চয়ই পালিয়েছে। যাই হোক্, টাকাগুলো ছাড়া হবে না। গোপনন্দন কৃষ্ণকে জব্দ করতেই হবে। অর্থের দ্বারা সৈন্য সংগ্রহ ক'রে মহারাজ জরাসন্ধকে নিয়ে দ্বারকা আক্রমণ করতে হবে। সেদিন সে লোকটা বলেছিল, ওই ঘরে টাকা আছে, কিন্তু ভূতের কথাও বলেছিল—যাই হোক্, ব্যাপারটাই দেখা যাক্ না কেন, ভূতে আমার করবে কি? দেখি, টাকাগুলো আত্মসাৎ করতে পারি কি না।

[প্রস্থান ।

[নেপথ্যে হাঁউ মাঁউ শব্দ]

দুর্ম্মদাসুরকে জাপ্টাইয়া ধরিয়া গজানন্দের প্রবেশ।

গজানন্দ। [নাকিসুরে] আজ তোর ঘাড় মুট্‌কে খাব রে—তুই আমার টাকা নিয়ে যাবি?

দুর্ম্মদাসুর। বাপ্—বাপ্! ওরে বাবারে—ভূতে আমায় মেরে ফেল্‌লে রে! ওগো—কে আছ, আমায় রক্ষা কর; একেবারে জল-জ্যান্ত ভূতে আমায় ধরেছে।

গজানন্দ। আজ তোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেল্‌বো রে ব্যাটা! [দুর্ম্মদকে পাতিত করিয়া পুনঃ পুনঃ কামড়াইতে লাগিল]

দুর্ম্মদাসুর। ওরে বাবারে—ম'লাম রে—ম'লাম রে! রাম রাম রাম! ছেড়ে দাও বাবা ভূত! আমি তোমায় বাবা বল্‌ছি, আর কামড়ে দিও না বাবা! উ-হু-হু! ম'রে গেলাম রে—ম'রে গেলাম।

গজানন্দ। আমার টাকা আজ তুই নিয়ে যাবি—আজ তোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো। [পুনঃ পুনঃ দংশন]

দুর্ম্মদাসুর। উ-হু হু! ওগো, কে আছ, আমায় রক্ষা কর। [ভয়ে অচৈতন্য হইল]

গজানন্দ। থাক্—থাক্ ব্যাটা প'ড়ে। এইবার স'ড়ে পড়ি, আর ব্যাটা টাকা নিতে যাবে না।

[দ্রুত প্রস্থান।

দুর্দ্দমাসুর। [পতিত হইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল]

কন্দর্প ও চন্দ্রমণির প্রবেশ।

কন্দর্প। মামী-মা! মামী-মা! দেখ—দেখ, কে একজন প'ড়ে গোঁ গোঁ শব্দ কর্‌ছে।

চন্দ্রমণি। আহা, তাইতো বাবা! দেখ্—দেখ্।

কন্দর্প। ও মামী-মা! এ তো সেই বংশের অনুচরটা গো। ব্যাটা এখানে প'ড়ে ওরকম গোঁ গোঁ কর্‌ছে কেন?

দুর্দ্দমাসুর। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বাবা ভূত!

কন্দর্প। একি! ভূত ভূত ক'রে উঠ্‌ছে কেন? তবে কি এ ব্যাটাকে মামা ভূতে ধ'রেছিল? ব্যাটা নিশ্চয়ই টাকা নিতে এসেছিল। মামা আমার শক্ত খালি, তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাওয়া চারটি-খানি কথা নয়। যাই হোক্, ব্যাটা আমাদের ভারী নাকাল কর্‌ছে, ব্যাটাকে এইবার জব্দ ক'রে দিই এস। তুমি শীগ্‌গীর বঁটী কি কাটারী যা হয় একটা নিয়ে এস। [চন্দ্রমণির ব্যস্তভাবে প্রস্থান] দাঁড়াও শালা, আজ তোমায় জব্দ কর্‌ছি।

দ্রুত কাটা ও বঁটী লইয়া চন্দ্রমণির প্রবেশ।

চন্দ্রমণি। এই নে বাবা বঁটী।

কন্দর্প। দাও তো একবার দেখি শালাকে। [বঁটী লইয়া দুর্দ্দমের নাক কাটিয়া দিল]

দুর্দ্দমাসুর। [চুঁচাইয়া] উঁহু-হু। এ আবার কি?

চন্দ্রমণি। বেরো—বেরো আঁটকুড়ির ব্যাটা! [ঝাঁটা প্রহার]

দুর্ম্মদাসুর। কি—কি, তোমরা আমার নাক কেটে দিয়ে ঝাঁটা মার্‌ছো? দাঁড়াও—দাঁড়াও—

দ্রুত গজানন্দের প্রবেশ।

গজানন্দ। [দুর্ম্মদাসুরকে ধরিয়া নাকি সুরে] ওরে, এখনো তুই এখানে অ'ছিস্? আয়, তোকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাই। [দংশন করিতে লাগিল, দুর্ম্মদাসুর উ-হু-হু বাপ্ বাপ্ বলিতে বলিতে পলায়ন করিল, পলায়ন কালীন চন্দ্রমণি ঝাঁটার দ্বারা প্রহার করিল]

গজানন্দ। [নিজ বেশ ধরিয়া] হে হে-হে! শালাকে আচ্ছা জব্দ করেছি। আরে, তোমরা আবার ফিরে এসেছ যে!

চন্দ্রমণি। ভগবান্ আমাদের ফিরিয়ে এনেছে। বলি, তোমার কি আক্কেল; টাকার জন্যে তুমি স্ত্রীকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করলে? টাকাই তোমার বড় হ'লো? কন্দর্প! চল্ বাবা, আর এখানে থেকে কাজ নেই, আমরা কাশী যাই চল্। বাবা বিশ্বনাথের চরণ দর্শন ক'রে মুক্তিলাভ করিগে চল্। দেখ্, অনিন্দ্য তার বাপের কাছে গেছে; সেই তোমার একমাত্র বংশধর, বিষয় সম্পত্তি টাকাকড়ি সবই তাকে দিও।

কন্দর্প। মামা! আমি কিন্তু ব্যাটার নাক কেটে দিয়েছি। যাই হোক্ মামা, তোমারও কিন্তু বাহাদুরী আছে। যাই হোক্, দেখ—যা হবার তা তো হয়েই গেছে, মামী-মাকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না কর। দেখ্‌লে তো, পাপ করলে তার ফলভোগ করতে হয়। এখন ওসব ছেড়ে দিয়ে ভগবানের নাম কর মামা, ক'দিনই বা আর বাঁচ্‌বে?

গজানন্দ। ঠিক বলেছিস্ বাবা—ঠিক বলেছিস্, আর ক'দিনই বা বাঁচ্‌বো। হ্যাঁ, তোমরা কি ক'রে ও ব্যাটার হাত হ'তে নিস্তার পেলে?

কন্দর্প। পাপিষ্ঠ আমাদের নিবিড় অরণ্যে কালীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাটতে উদ্যত হয়, আর মামী-মার উপর অত্যাচারে উদ্যত হয়; কিন্তু ভগবানের এম্‌নি মহিমা, শ্রীকৃষ্ণের সেনাপতি সাত্যকি সহসা উপস্থিত হ'য়ে দুর্ব্বৃত্তকে যুদ্ধে পরাস্ত ক'রে আমাদের উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসে; তারপর আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন ক'রে তাঁরই আদেশে এখানে ফিরে এলাম। যাই হোক্ মামা! তোমার জন্য আমাদের ভগবান্ দর্শন ঘটে গেল।

গজানন্দ। কন্দর্প! তুই আমায় মার্জ্জনা কর্ বাবা! অর্থের মোহ আমার এতদিনে কেটে গেল। তোর বাড়ী তুই ফিরে নি গে যা, আর আমার কাছ থেকে হাজার টাকা নিয়ে যাবি চল; আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়েছি।

কন্দর্প। সে কষ্ট লাঘব হয়েছে মাম, যখন ভগবান্‌কে দেখ্‌তে পেয়েছি।

গজানন্দ। গিন্নী! মনে কিছু ক'রো না। এস—আজ আবার আগেকার মত নিজের হাতে রেঁধে আমায় খাওয়াবে চল। তোমারই জয় জয়কার গিন্নি—তোমারই জয় জয়কার। হরিবোল—হরিবোল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য ।

পুষ্পোদ্যান ।

সত্যভামা ও সুভদ্রা ।

সত্যভামা । এত ক'রে বোঝাই তোমারে,
কেন বোন্ তবু তুই
হোস্ লো উতলা ?
সপ্তদিন আছে বিবাহের ;
তারপর চ'লে যাবি শ্বশুরের ঘরে ।
তখন কি রবে মনে আমাদের ?
বোস্ এই শিলাখণ্ডে—
ডাকি সখিগণে,
সুমধুর সঙ্গীত শুনায়ে যাক্
এই মনোহরা জ্যোছনা সন্ধ্যায় ।
কৈ—কৈ লো তোরা,
আয় তোরা শুনাতে সঙ্গীত ।

গীতকণ্ঠে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ ।

গীত ।

নর্ত্তকীগণ ।—

সই ! ফুলের কুঁড়ি উঠ্‌লো ফুটে দখ্‌নে হাওয়ার পরশনে ।
লাজের বাঁধন হ'লো শিথিল, বাজ্‌লো বাঁশী কুঞ্জবনে ॥

পাপিয়া গায় আকুল সুরে,
বিরহিণী জ্বলে মরে,
অভিসারে যায় যে ধনি একাকিনী উদাস মনে,
তখন মিলন বাসর হয় যে তাহার বকুল তলে বঁধুর সনে ।

[প্রস্থান

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । সত্যভামা ! প্রিয়তমে !
পার্থ সখা এসেছে আমার ।

সত্যভামা । এসেছে অর্জ্জুন ?

শ্রীকৃষ্ণ । হ্যাঁ ।

সত্যভামা । কহ নাথ !
এতদিন সখা তব কোথায় আছিল ?

শ্রীকৃষ্ণ । শোন তবে কহি,
কি কারণ ধনঞ্জয়
এতদিন আমাদের ছাড়ি
ছিল দূরান্তরে ।
ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব রক্ষায়
অস্ত্র গ্রহণের তরে
অস্ত্রাগারে প্রবেশিল যবে,
দৈবের লিখন না যায় খণ্ডন—
দ্রৌপদীর সহ তথা ছিল ধর্ম্মরাজ ;
সেই হেতু দ্বাদশ বৎসর
প্রায়শ্চিত্ত করিতে তাহার
নির্ব্বাসনে আছিল অর্জ্জুন ;

তাই সখা বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ
এসেছিল প্রভাসের তীরে।
আমি তথা দেখিয়া তাহারে
এনেছি ধরিয়া।
এস প্রিয়ে!
অতিথির করিতে সৎকার,
পথশ্রমে ক্লান্ত যে অর্জ্জুন।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। নমস্কার লহ দেবী মোর।

সত্যভামা। এস—এস সখা!
তব অদর্শনে এতদিন
ছিনু মোরা মরমে মরিয়া,
তোমারে পাইয়া
ধন্য আজি যাদবের কুল।

সুভদ্রা। [স্বগতঃ] আমিও পেলাম কুল
বুঝি এতদিন পরে।
[অর্জ্জুনের মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল

অর্জ্জুন। যাদবের কৃপার ভিখারি আমি।
অতি তুচ্ছ—অতি হীন,
কেন মোর এত সমাদর?

সত্যভামা। ছি-ছি সখা!
একি কথা শুনি তব মুখে।
সখা তব যদুপতি—

সখা তুমি আমা সবাকার,
যাদবের তুমি যে আপন জন,
স্নেহের সামগ্রী ;
কেন হবে কৃপার ভিখারী ?
এ কথা কি সাজে হে তোমারে ?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামা ! পথ-শ্রমে সখা
ক্লান্ত অতিশয়,
এখন সময় নহে আলাপের।
এস সখা ! লভিবে বিশ্রাম।
আজি বড় আনন্দিত হইলাম মোরা
তোমারে লভিয়া।

অর্জ্জুন। জনার্দ্দন ! আমিও হ'লাম ধন্য
তোমাদের করি দরশন
দীর্ঘ অদর্শন পরে। [কৃষ্ণ সহ প্রস্থান।

সত্যভামা। আয় ভদ্রা !
করি চল্ অতিথির পূজা।
একি ! আত্মভোলা হ'য়ে
কেন তুই রহিলি দাঁড়ায়ে ?
আয়—একি ! তবু স্থির,
মুখে নাই ভাষা—
নির্নিমেষ আঁখি ল'য়ে
কি দেখিস্ শূন্যপানে চাহি।
বল্—বল্ বোন্ !
কি ঘটিল আজ ?

সুভদ্রা। না—না, কিছুই ঘটেনি।

সত্যভামা। কিছু যদি নাহি ঘটে থাকে
তবে কেন নিশ্চল চরণ ?

সুভদ্রা। চলিতে পারি না দিদি !
কিবা যেন অবসাদে ঘিরেছে আমায় ;
তাই চলিবার নাহিক উপায়।

সত্যভামা। অবসাদ ?
কিবা হেতু অবসাদ তোর ?
সত্য কথা বল্—
মোর সনে লুকোচুরী কেন লো করিস্ ?

সুভদ্রা। না না—করি নাই লুকোচুরী,
হয় নাই কিছু।

সত্যভামা। পুনঃ তুই করিস গোপন ?
হাবভাবে বোঝা যায়
মনের বারতা তোর,
সত্য কথা বল্।
ওলো ভদ্রা !
চিরদিন ভালবাসি তোরে ভগিনীর সম,
কিন্তু তুই দিস্‌নাকো ভালবাসা মোরে।

সুভদ্রা। তোমারে যে বড় ভালবাসি দিদি !
তুমি কি বুঝিতে না পার তাহা ?

সত্যভামা। তবে কেন মনের গোপন ব্যথা
আমারে লুকাস্ ?
বল্—বল্ বোন্ ! সত্য কথা বল্ ?

সুভদ্রা। [বাষ্পজড়িত কণ্ঠে] দিদি !
অনুমান মিথ্যা নহে তব,
আমি আজি আত্মহারা—

সত্যভামা। বল্ বোন্ কার তরে আত্মহারা তুই ?
কোন্‌জন অলক্ষ্যে আসিয়া
হরিল পরাণ তোর ?
কেবা সে নিঠুর
মুগ্ধ করি রূপের ছটায়—
তীক্ষ্ণশর মরমে হানিল তোর ?

সুভদ্রা। তৃতীয় পাণ্ডব।

সত্যভামা। তৃতীয় পাণ্ডব !
যোগ্যজনে ওলো ভদ্রা দানিলি পরাণ।

সুভদ্রা। কহিনু তোমারে দিদি
মর্ম্মের গোপন ব্যথা,
সত্য যদি ভালবাসো
বাঁচাও আমারে।
দুর্য্যোধন সাথে মোর হবে যে বিবাহ
বলভদ্র করিয়াছে স্থির,
পার্থে যদি নাহি পাই
মরণেরে করিব বরণ
ইহা ছাড়া অন্যগতি নাই।
বহুদিন হ'তে অন্তর মাঝারে
তাহার মুরতি আঁকি
কল্পনায় সহচরী করি

কবি যে সাধনা তার,
পার্থ মোর ইষ্টদেব ধ্যানের দেবতা।
পার্থ ছাড়া অন্যজনে
বরমাল্য দেবেনা সুভদ্রা।

সত্যভামা ভাল কথা—ধৈর্য্য ধর বোন্।
গোবিন্দের সহ পরামর্শ করি
যাহা ভাল হয় করিব তাহাই।

সুভদ্রা প্রাণ যে মানেনা প্রবোধ আর,
জাগে সদা হাহাকার বিহনে তাহার।
হেরি আজি ক্ষণেকের তরে জীবন বল্লভে
হারায়েছি বাস্তব জগৎ।

সত্যভামা হায়! নাহি জানি কি কুক্ষণে
রৈবতকে আসিল অর্জ্জুন আজি।
দুর্য্যোধন সহ ভদ্রার বিবাহ—
কি করি উপায়—
একদিকে রমণীর প্রাণ
অন্যদিকে লাজ কুল মান;
নাহি জানি কিবা আছে
গোবিন্দের মনে।
বল্ ভদ্রা! যাদবের কুলবালা তুই,
দয়িতের তরে অভিসার
হবে কি লো তোর?

সুভদ্রা। না—না দিদি—
নহেক সম্ভব তাহা,

কলঙ্কিত হবে তাহে যাদব গৌরব।
ভ্রাতা যার রামকৃষ্ণ--
পিতা যার বসুদেব
তাহার কি হীনকর্ম্ম সাজে?
তার চেয়ে দেবো প্রাণ বিসর্জ্জন—
সহিতে হবে না আর
বৃশ্চিক দংশন।
হীন কর্ম্মে ব্রতী হ'য়ে
যাদবের ক্রোধানল জ্বালিবেনা
কভু এই যাদবী সুভদ্রা।　　　　[প্রস্থান।

সত্যভামা। অর্জ্জুনের তরে উন্মাদিনী
হইল সুভদ্রা।
যাই—কহি গিয়া কেশবেরে
গোপনীয় কথা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজসভা।

নাগগণের প্রবেশ।

১ম নাগ। সেনাপতিকে আমরা কখনই রাজা ব'লে স্বীকার করবো না।

অন্যান্য। নিশ্চয়—নিশ্চয়!

১ম নাগ। কৌশলে কুটিল চক্রে
বন্দি করি আমাদের মহারাজে
সেনাপতি সিংহাসন করিল গ্রহণ।
হায়! নাহি জানি আমাদের রাজা
কন্যা সহ শত্রুর পুরীতে
কি ভাবে করিছে বাস।
এদিকে যে সেনাপতি বিশ্বাসঘাতক
স্বাধীনতা লাভ করি—
করিতেছে আমাদের
ঘোর নির্য্যাতন।
শান্তির রাজ্যেতে
অশান্তির জ্বলেছে অনল—
এ অশান্তি কতদিন সহিব আমরা।
এস সবে ভাই,
একসাথে মিলি মোরা
সেনাপতির বিরুদ্ধে করি
বিদ্রোহ ঘোষণা।
কহ ভাই সব—
তোমাদের কিবা অভিমত?

অন্যান্য। করিব বিদ্রোহ ঘোষণা মোরা
প্রতিজ্ঞা মোদের।

১ম নাগ। তবে দাঁড়াও সকলে
একপ্রাণে—একমনে
শান্তি প্রতিষ্ঠায়।

বেত্রহস্তে কর্কটনাগের প্রবেশ।

কর্কট। নাগগণ! আমি এবে
এ রাজ্যের হইয়াছি রাজা।
তোমরা সকলে
যেবা যার কর্ম্মে আছে ব্রতী
সেইকর্ম্মে পূর্ব্ববৎ থাকিবে সকলে।
আমার শাসননীতি মানিবে সকলে,
রাজা বলি মোরে
নতশির করিবে সবাই—
মম আজ্ঞা করিবে পালন।
রাজ্যমধ্যে করহ ঘোষণা,
সেনাপতি কর্কটনাগ
এ রাজ্যের হইয়াছে রাজা।
কহ সবে—স্বীকৃত সবাই কিনা?

১ম নাগ। রাজা! কেবা রাজা?
রাজা বলি কারে মোরা
করিব স্বীকার?

কর্কট। আমায়—আমায়।

১ম নাগ। না—না, কেবা তুমি?
কিবা হেতু রাজা বলি
করিব স্বীকার তোমা?
রাজা যে আমাদের কোরব্যনাগ।
প্রভুদ্রোহি তুমি।

শত্রু সনে হইয়া মিলিত,
আমাদের মহারাজে বন্দি করি
করিয়াছ সিংহাসন লাভ—
সেই প্রভুদ্রোহি হীনজনে
রাজা বলি মানিব না কভু মোরা।

কর্কট। কি—কি কহিলে,
রাজা বলি মানিবে না মোরে?
এত স্পর্দ্ধা হীন প্রজাদের?
রাজা বলি আমারে যদ্যপি
না কর স্বীকার,
জেনো সবে স্থির
পরিণাম হইবে ভীষণ।

১ম নাগ। পরিণাম হউক ভীষণ যত—
ভয় নাই আমাদের তাতে।
সম্মিলিত প্রজাশক্তি
দাঁড়াইবে স্ফীতবক্ষে
পরিণাম দাতার বিরুদ্ধে।

কর্কট। আরে আরে কেরুপালগণ!
রক্ষা আর নাহিক তোদের।
জীয়ন্তে প্রোথিত করি
বিদ্রোহিতা করিব দমন,
দেখাইব রাজশক্তি কত ভয়ঙ্কর।

গীতকণ্ঠে দৈবের প্রবেশ ।

গীত ।

দৈব ।—

ওই আস্‌ছে তোমার কাল ।
(তার) লক্ লক্ কর্‌ছে জিহ্বা চোখ দু'টা ঘোর লাল ॥
তোমার ভাঙ্গ্‌বে অহঙ্কার,
কর্‌বে তখন হাহাকার,
চুলের মুঠি ধরে তোমায় কর্‌বে নাজেহাল ।
পার্‌বে নাকো তাহার সাথে,
যুদ্ধ করে কোন মতে,
চল্‌বেনাকো ফন্দিবাজি ছল চাতুরী চাল ।

[প্রস্থান ।

কর্কট । কি—কি আমারে দেখাস্ ভয়
ওরে তুই উন্মাদ সাধক ।
কাল ভয়ে নহে ভীত অন্তর আমার ।
শোন—শোন সবে বিদ্রোহি সকল,
কহি শেষবার—
রাজা বলি করহ স্বীকার মোরে ।
নতুবা—

নাগগণ । নতুবা ?

কর্কট । নতুবা এ বেত্রাঘাত
জর্জ্জরিত করিয়া সবারে—
জীবন্তে প্রোথিত করি
বিচূর্ণিব দম্ভ অহঙ্কার ।
কহ—কহ—শেষ কথা ।

১ম নাগ। না—না, কখনই রাজা বলি
মানিব না তোমারে আমরা।

কর্কট। এত স্পর্দ্ধা?
দেখ তবে মানো কি না মানো মোরে
রাজা বলি সবে। [সকলকে বেত্রাঘাত]
করহ স্বীকার—করহ স্বীকার—

সকলে। সাবধান—সাবধান বিশ্বাসঘাতক!
পুনঃ যদি কর বেত্রাঘাত
বজ্রসম ছাড়িয়া হুঙ্কার
পলকে পাঠাবো তোমা শমন সদনে মোরা।

কর্কট। আরে আরে কুক্কুরের দল। [বেত্রাঘাতে উদ্যত]

[নেপথ্যে—জয় মহারাজ কৌরব্যনাগের জয়।]

ওকি! ওকি!
তবে কি জীবিত আছে
বৃদ্ধ নাগরাজ?

অস্ত্রকরে কৌরব্যনাগের প্রবেশ।

কৌরব্য। এখনো জীবিত আছে বৃদ্ধ নাগরাজ।
আরে আরে বিশ্বাসঘাতক!
মর তুই যোগ্য পুরস্কার।

নাগগণ। জয় মহারাজ কৌরব্যনাগের জয়।

কর্কট। [illegible] তবে বৃদ্ধ রাজা [illegible]

[illegible] নাগরাজ এবং কর্কট নাগের [illegible] পরাজিত
[illegible] তাহাকে [illegible] করিয়া [illegible]

কৌরব্য । হাঃ-হাঃ-হাঃ ! স্বার্থপর অকৃতজ্ঞ !
এইবার চিন্তা কর পরিণাম তব ।
যাও—ল'য়ে যাও কারাগারে,
বিচার করিয়া পরে
যোগ্যদণ্ড করিব প্রদান ।

[জনৈক নাগ কর্কট নাগকে লইয়া গেল]

কৌরব্য । ভয়নাই প্রজাবৃন্দ মোর,
তোমাদের শান্তি সুখ
ফিরিল আবার ।
দেবতার অনন্ত কৃপায়
কর সবে শান্তির উৎসব
নাগরাজ্য মাঝে ।

নাগগণ । জয় আমাদের প্রজাবৎসল মহারাজের জয় ।

গীতকণ্ঠে নাগিনীগণের প্রবেশ ।

গীত ।

নাগিনীগণ ।—

আবার আমরা পেয়েছি ফিরে ।
গিয়াছিল যাহা হারায়ে মোদের
পেয়েছি আবার ফিরে ॥
আমাদের আর ভাসিতে হবে না
বেদনা জড়িত নয়ন নীরে ॥
ফিরিয়া এসেছে রাজা,
বাজালো শঙ্খ বাজা,
দলিত মথিত মায়ের কুটীরফিরিবে শান্তি ধীরে ॥

[নাগরাজকে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

পঞ্চম দৃশ্য।

কক্ষ।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা! এই কক্ষে করহ বিশ্রাম তুমি।
রুদ্ধ করি দ্বার করহ শয়ন,
যেন নিশা অবসানে
মোর সনে না করি সাক্ষাৎ
চলিয়া যেওনা।
মাত্র যেই কয়দিন বাকী আছে
পূর্ণ হ'তে দ্বাদশ বৎসর।
সেই কয়দিন মোর সনে রবে দ্বারকায়,
আমরাও হবে তাতে আনন্দ বর্দ্ধন।

অর্জ্জুন। জগন্নাথ! তব আজ্ঞা নতশিরে
চিরদিন পালিছে পাণ্ডব।
পূর্ণব্রহ্ম তুমি নারায়ণ
বিরাজিত আছ সদা অন্তর মাঝারে,
সাধ্য কিবা মোর
তব আজ্ঞা করিব লঙ্ঘন।
পাণ্ডবের কর্ণধার তুমি হে কেশব!
কেন তবে করিতেছ সাবধান মোরে?
দয়াময়! জাগিছে সংশয় প্রাণে,

লুকানো কি আছে কিছু
গোপন রহস্য ?

শ্রীকৃষ্ণ। না—না সখা !
কিছু নাই গোপন ইহাতে।
নিদ্রা যাও—
এবে চলিলাম আমি।

[প্রস্থান।

অর্জ্জুন। নিদ্রা বুঝি না আসিবে
নয়নে আমার।
রৈবতকে কেন আমি
এলাম আজিকে।
অন্তর জ্বলে যে মোর অনঙ্গ দহনে—
সুভদ্রায় হেরিয়া নয়নে।
হেরি তার প্রস্ফুটিত যৌবন-লাবণ্য
দগ্ধ মোরে করে নিরন্তর।
ফুটন্ত কোমল সম
সুচারু বদনখানি
ভেসে ওঠে নয়নে আমার ;
কি করি এখন—
কোথা যাই—
পালাবো কেমনে
মাধবের অনুমতি বিনা।
হায় ! কেন আমি এলাম হেথায় ?
নিদ্রা—নিদ্রা—

আয় নিদ্রা নামিয়া নয়নে
ভুলে যাই তারে।

ধীরে ধীরে সুভদ্রার প্রবেশ।

[চমকিত হইয়া] কে? কে?
কেবা তুমি নিস্তব্ধ নিশায়
ধীর পাদক্ষেপে
আগত এ বিশ্রাম কক্ষেতে মোর?
কেবা তুমি?

সুভদ্রা। মাধব ভগিনী,
সুভদ্রা আমার নাম।

অর্জ্জুন। সুভদ্রা! মরুবুকে পিপাসিত
আমি যে পথিক,
সম্মুখে নেহারি ওই শান্তির নির্ঝর—
পানে আজি হ'তেছি আকুল;
কিন্তু মাধবের অগোচরে
কেমনে প্রাণের তৃষা করি নিবারণ।
শোন বালা! কেন এলে হেথা,
কি উদ্দেশ্য তব—
তাই একাকিনী যুবতী কামিনী
পরপুরুষের কক্ষে পশিলে গোপনে।
কেহ যদি হেরে ইহা
উভয়ের রটিবে কলঙ্ক।
কহিয়া সত্বর তব মনোঅভিলাষ
যাও ত্বরা এখান হইতে।

সুভদ্রা ।　ওগো প্রিয় বান্ধব আমার !
তব ক্ষণিকের দরশনে
ফেলেছি হারায়ে নিজে,
রক্ষা কর মোরে ।

অর্জ্জুন ।　একি কথা শুনি বালা
মুখেতে তোমার ?
গোবিন্দের দাস আমি
এসেছ কি পরীক্ষা করিতে তারে
নিশীথ নিশায় ?
অথবা কি গোবিন্দের ছল ?

সুভদ্রা ।　তৃতীয় পাণ্ডব !
নহে ছল অথবা পরীক্ষা,
সত্যই আমি যে তব প্রেম ভিখারিণী ।
বহুদিন মোর মানসপটেতে
অঙ্কিত করিয়া তব সুচারু মুরতি
আপনারে নিবেদন করেছি যে আমি ।
অন্তরের আকুল এ আবাহনে
পেয়েছি দর্শন আজি কামনার
দেবতারে মোর,
রক্ষা কর দাসীরে তোমার
সোহাগের দিয়ে আলিঙ্গন ।

অর্জ্জুন ।　শীঘ্র ত্যজ কক্ষ মোর—
কলঙ্কের গুরুভার নারিব বহিতে,
পাণ্ডবের উন্নত আনন

নত হবে আমার এ ঘৃণিত আচারে।
দুর্য্যোধন সহ হইবে বিবাহ
বলভদ্র করিয়াছে স্থির ;
আজ যদি তোমাতে আমাতে
হয় বিবাহ বন্ধন—
তাহ'লে যে হলপাণি হবে রুষ্ট
পাণ্ডবের প্রতি,
ক্রোধানলে তার ভস্মীভূত হইবে পাণ্ডব।

সুভদ্রা। কিন্তু মাধবের ইচ্ছা আছে
তব সহ দানিতে বিবাহ মোর।

অর্জ্জুন। রামকৃষ্ণ দুটি ভাই চিরদিন
আছে বাঁধা সৌভ্রাত্র বন্ধনে,
অগ্রজের মতের বিরুদ্ধে
কেশব যে চিরদিন দাঁড়াতে অক্ষম।
যাও বালা !
উদ্বেলিত করো না আমায়।

সুভদ্রা। [নীরব]

অর্জ্জুন। নীরব নিশ্চল,
পদ্ম আঁখি করে ছল ছল,
ফুল্লমুখ বেদনা কাতর,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস হতেছে পতিত।
একি নব অনুভূতি !
একি হায় উন্মাদনা !
একি মাদকতা আজি

অন্তরে জাগিছে মোর ।
না—না ভদ্রা চ'লে যাও,
তব যোগ্য নহি আমি—
আমি দীন পাণ্ডুর সন্তান ।

গীত ।

সুভদ্রা ।—

ওগো জীবন দয়িত দেবতা !
এস আজি মম মন্দিরে ।
সাজায়ে রেখেছি পূজার অর্ঘ্য
আমারি নয়ন-নীরে ॥
তব আগমনে তব দরশনে
মুগ্ধা মেদিনী কুসুম গন্ধে,
বেজেছে বাঁশটি ছন্দে,
অমল বিমল রূপেরি আলোকে
এস আজি ধীরে ধীরে ।
তব চরণ সরোজে পড়িব লুটায়ে
(আর) যেওনা গো তুমি ফিরে ॥

অর্জ্জুন । ভদ্রা ! ভদ্রা !
কি বাঁধনে বাঁধিছ আমায়,
ভুলে যাই বাস্তব জগৎ ।
বিলোল কটাক্ষ হানি
কেন মোরে কর পথহারা ?
যাও—যাও বালা !
মোর সনে পরিহাস সাজে না তোমার ।

সুভদ্রা। নিষ্ঠুর সংসার।
ব্যর্থ আজি আকিঞ্চন—
নয়নের অশ্রুঢালা হইল বিফল।
কি ছার জীবনে মোর
নাহি যদি পাই সেই বাঞ্ছিত দেবেরে।
শোন—শোন তবে পাষাণ পুরুষ!
নারীহত্যা মহাপাপে
হইবে পতিত তুমি।
[প্রস্থানোদ্যতা]

অর্জ্জুন। যেওনা—যেওনা ভদ্রা!
দাঁড়াও ক্ষণেক।
জাগাইয়া অন্তরেতে আকুল পিয়াসা
ব্যাকুল করিয়া মোরে যেওনা চলিয়া।
হোক্ তব জয়—
পরাজয় হউক আমার,
ওগো মর্ম্মাহতা—
কাঁদি নিজে যেওনা কাঁদায়ে মোরে।
এস—এসলো রূপসী!
মনোহরা মন্দাকিনী মরুর বুকেতে।
[সুভদ্রাকে বক্ষে টানিয়া চুম্বন]

সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা। কই তোরা সখিগণ!
দেখে যা লো সবে,

নিশীথ এ রাতে
অতিথির চুরি করা রীতি।

[অর্জ্জুন লজ্জিতভাবে দূরে গিয়া দাঁড়াইল]

গীতকণ্ঠে সখিগণের প্রবেশ।

গীত।

সখিগণ।—

ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ!
আজি পড়্‌লে ধরা ওগো অতিথি।
পরের ঘরে থাক্‌তে এসে একি তোমার রীতি॥
সরলা পরের মেয়ে,
একাকিনী তাকে পেয়ে,
ইসারায় মজিয়ে দিয়ে কর্‌ছো তুমি গোপন পিরীতি॥
প্রাণ চুরির এ অপরাধে,
কুসুম কারায় রাখ্‌বো বেঁধে,
পালাবে আর কোথায় তুমি ক'রে ডাকাতি॥

[অর্জ্জুনকে পুষ্পমাল্যে বন্ধন করিয়া সখিগণের প্রস্থান
অর্জ্জুন লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল, সত্যভামা
সুভদ্রা হাসিতেছিল]

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রাঙ্গণ।

বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। কহ আর্য্য! সুভদ্রার যোগ্যবর
সত্যই কি দুর্য্যোধন?

বলরাম। বার বার কেন কৃষ্ণ
কহ ওই কথা?
দুর্য্যোধন বিনা
সুভদ্রার যোগ্য বর কেবা?
মহামানী রাজা দুর্য্যোধন,
অতুল প্রতাপ তার।
রূপে গুণে কুলে শীলে
তার সম কে আছে সংসারে?
তারে কন্যাদানে
যাদবের বাড়িবে গৌরব;
তাই স্থির—দুর্য্যোধনে
সুভদ্রায় করিব প্রদান।

শ্রীকৃষ্ণ। শুন হলধর!
রাজা দুর্য্যোধন হ'তে

সুভদ্রার যোগ্যবর আছে অন্যজন,
গুণে যার মুগ্ধ ত্রিভুবন—তুলনা-বিহীন।

বলরাম। কহ—কহ কৃষ্ণ কেবা সেইজন ?

শ্রীকৃষ্ণ। ভুবন-বিখ্যাত বীর
ভারত-বংশের উজ্জ্বল প্রদীপ
তৃতীয় পাণ্ডব—সখা যে আমার ;
সেই হয় সুভদ্রার যোগ্য বর।
তার সম গুণযুত মিলিবে কোথায় ?
তাই বাসনা আমার,
অর্জ্জুনে সুভদ্রা দানি
সখ্যতায় করি দৃঢ়তর।
হবে তাহে বংশের গৌরব
সুভদ্রাও হইবে সুখিনী,
পাণ্ডবের সহ যাদবের
আত্মীয়তা হইবে স্থাপিত।

বলরাম হাঃ-হাঃ-হাঃ !
অসম্ভব—অসম্ভব—
হাসালি রে কৃষ্ণ—হাসালি আমায়।
অজানা কি আছে কারো
পাণ্ডবের জন্মগত বংশ ইতিহাস ?
হে তারা ভারত-বংশের
পাণ্ডুর যে ক্ষেত্রজ সন্তান।
সেই বংশে কন্যাদান
অপমান হবে যাদবের।

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ আর্য্য বিচারিয়া মনে
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ তুমি,
জন্ম তরে নহে দায়ী
সন্তান কখনো।
কর্ম্ম ধর্ম্ম যদি তার হয় গরীয়ান্,
দূরে যায় জন্মের কলঙ্ক ;
পূজনীয় হয় জগতের।
তবে কি দোষ করিল আর্য্য
সুহৃদ্ আমার।

বলভদ্র। জানি কৃষ্ণ !
তোর কাছে অতি তুচ্ছ সমাজ-আচার।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান
চাস্ শুধু বাড়াইতে ভক্তের গৌরব।
পাণ্ডব যে ভক্ত তোর
জানি রে কেশব—
আর জানে পৃথিবীর লোক।
তোরই বলে বলীয়ান্ তৃতীয় পাণ্ডব,
সখা তোর—তাই তুই
শ্রেষ্ঠ বলি গণিস্ তাহারে।
না—না, জ্ঞানহীন তুই—
তাই এই ঘৃণিত প্রস্তাব।

শ্রীকৃষ্ণ। হে অগ্রজ ! অর্জ্জুন ব্যতীত
সুভদ্রার যোগ্য বর নাহি তিনলোকে।

বলরাম। আর—আর সেই ভারত-বংশের চূড়া

রাজা দুর্য্যোধন প্রিয় শিষ্য মোর।
শৌর্য্যে বীর্য্যে বংশ-গরীমায়
তার চেয়ে কেবা শ্রেষ্ঠ আছে ?
পাণ্ডবের শত্রু বলি
তাই তুই কহিস্ অযোগ্য তারে ;
কিন্তু আমি তোর স্তোকবাক্যে
হবো না চঞ্চল।
করিব তাহাই—
যাহাতেই যাদবের বাড়িবে গৌরব।
সাত্যকী ! সাত্যকী !

সাত্যকীর প্রবেশ।

সাত্যকী　　কহ প্রভু !
কিবা আজ্ঞা হয় এ দাসের প্রতি ?

বলরাম।　　পত্র ল'য়ে যেতে হবে হস্তিনানগরে
রাজা দুর্য্যোধন পাশে।

[সাত্যকী সহ প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ।　　হলধর ঘটাবে প্রমাদ ;
কিন্তু নাহি দিব দুর্য্যোধনে
সুভদ্রা ভগিনী।
কৌশলে অর্জ্জুন সনে
পরিণয় দেবো সুভদ্রার।

সত্যভামার প্রবেশ।

সত্যভামা।　　কহ নাথ ! কি হবে উপায়,
হস্তিনায় গেল যে সাত্যকী

দুর্য্যোধনে জানাতে বারতা।
পার্থ সনে সুভদ্রার
হ'য়ে গেছে গান্ধর্ব্ব বিবাহ—
লৌকিক আচারে যদি
দুর্য্যোধন সহ হয় বিবাহ তাহার,
সেইক্ষণে আত্মহত্যা করিবে সুভদ্রা;
তাহে যে যাদবকুল হবে কলঙ্কিত।

শ্রীকৃষ্ণ। প্রিয়ে! দুর্য্যোধন সহ সুভদ্রার পরিণয়
বিধাতার নহে অভিপ্রেত।
কৌশলেতে কার্য্যোদ্ধার করিতে হইবে।
যাও সতী!
সুভদ্রায় কর শান্ত,
আমার এ আশ্বাস বচনে
প্রত্যয় হইবে তার।
আরো শোন—
অধিবাস দিনে স্নান হেতু
সুভদ্রায় ল'য়ে যাবে সরস্বতী তীরে,
হবে তথা মীমাংসা সবের।

সত্যভামা। ভাল—দেখি তুমি খেল কোন্ খেলা।

[প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। খেলা হেতু আসা এ সংসারে,
এখনো খেলায় শেষ হয়নি আমার।
বহু খেলা বাকি আছে,
নাহি জানি কবে হবে

এ খেলার অবসান মোর—
পাপ-তপ্তা বসুন্ধরা বুকে
কবে মোর ধর্ম্মরাজ্য হইবে স্থাপন।
যুগারম্ভে যোগনিদ্রা করিয়া আশ্রয়
হ'য়েছিল ইচ্ছার বিকাশ,
সে ইচ্ছা পূরণ তরে
যুগে যুগে নব নব মোর অবতার।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সুভদ্রার কক্ষ।

চিন্তামগ্না সুভদ্রা।

সুভদ্রা। চিন্তার আকুল স্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
নাহি কুল—নাহিক কিনারা।
আমার লাগিয়া
রাম কৃষ্ণে মহাদ্বন্দ্ব বাধিবে এবার।
দাঁড়াইবে বলভদ্র কৌরব পক্ষেতে
যদুপতি হবে পাণ্ডবের,
নাহি জানি কি ঘটিবে পরমাদ রৈবতকে—
এ মহা উৎসবে।

অর্জ্জুনের প্রবেশ।

অর্জ্জুন। প্রিয়তমে !
দেহ লো বিদায় মোরে
ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া যাইতে।
প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে শেষ,
এইবার যদি নাহি ফিরি
ভ্রাতৃগণ হইবে চিন্তিত—
চিন্তাকুল হবে যে জননী।

সুভদ্রা। সেকি নাথ ! চলিয়া যাইবে তুমি
অবলায় দলিত করিয়া ?
না-না—দিব না যাইতে,
তোমারি বিহনে এ জীবন
কেমনে ধরিব ?
পুরুষ জানেনা কভু রমণীর
অন্তরের ব্যথা।
কি জানিবে তুমি হে পাষাণ !
নারী যাহা দেয়—
দেয় তাহা নিঃশেষ করিয়া,
নাহি রাখে কিছু তার
আপন বলিতে ভবে।

অর্জ্জুন। স্থির হও প্রেয়সী আমার !
চিরতরে নারিব ছাড়িতে তোমা।
তুমি যে বেঁধেছ মোরে
দুশ্ছেদ্য বন্ধনে ;

তবে তোমারি কারণ
যাবো আমি হস্তিনায়
জননীর অনুমতি লইবার তবে।
পাণ্ডবের কুলবধূ তুমি
কতকাল রবে পিত্রালয়ে ?

সুভদ্রা। নাথ ! প্রিয়তমে ! জীবন সর্ব্বস্ব !
এদিকে যে দুর্য্যোধন সহ
হবে মোর বিবাহ বন্ধন
হলধর করিয়াছে আয়োজন তার।
অজ্ঞাত আশঙ্কা এক জাগিছে পরাণে,
অন্ধকার ঘনায়ে যে আসে চতুৰ্দ্দিকে,
অমঙ্গল নিরখি নয়নে,
নাচে কেন দক্ষিণ নয়ন ?
দুশ্চিন্তায় পড়েছে সুভদ্রা আজি।

অর্জ্জুন। নাহি চিন্তা কর প্রিয়তমে !
যদুপতি বর্ত্তমানে নাহি হবে
হতমান পাণ্ডব কখনো।
যাদব ললনা তুমি—
তোমার কি সাজে প্রিয়ে
হেন কাতরতা ?
সার কর গোবিন্দ চরণ—
কামনা পূরণ তব হবে সুনিশ্চয়,
দাওগো বিদায় নাহিক সময় আর।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। ওঃ! চ'লে গেলে নাথ!
না না—কেন আমি হ'তেছি উতলা,
মাধব যে দিয়াছে আশ্বাস মোরে
সুভদ্রার নাহি কোন ভয়।

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। সখা। সখা!

সুভদ্রা। চ'লে গেল এইমাত্র
ইন্দ্রপ্রস্থে দাদা।

কৃষ্ণ। না—না মোর অনুমতি বিনা
যাবে না কথনো,
দেখি কোথা গেল সুহৃদ আমার। [প্রস্থানোদ্যত]

সুভদ্রা। দাদা! দাদা! কি হবে উপায়।

শ্রীকৃষ্ণ। নাহি ভয় ভগিনী আমার,
তব ভার নিজে আমি
ক'রেছি গ্রহণ।
প্রকৃতির শত বিপর্য্যয়ে
একসূত্রে রবে গাঁথা
ভদ্রার্জ্জুন দুইটি কুসুম।

[প্রস্থান।

সুভদ্রা। তোমার আশ্বাস বাণী
সত্য যেন হয়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

সরস্বতীতীর।

স্নানার্থিনী সুভদ্রাকে লইয়া গাহিতে গাহিতে
সখীগণের প্রবেশ।

গীত।

সখিগণ।—

সখি! আজ্ কে যে তোর অধিবাস।
মেঘের কোলে সৌদামিনীর হবে পরকাশ॥
ওই নাগর আসে রথে চড়ে,
চল্ সখি চল্ ত্বরা করে,
আড় নয়নে দেখ্ বি তারে মিট্ বে অভিলাষ॥

(সুভদ্রাকে লইয়া প্রস্থান।

অর্জ্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন সখা! হলধর ঘটায়েছে পরমাদ
দুর্য্যোধনে আনিয়া হেথায়;
কিন্তু সুভদ্রা তোমার—
রথে তুলি তারে
হও তুমি অদৃশ্য ত্বরায়।

অর্জ্জুন। কিন্তু ভয় হয় হে মুরারী—
বলভদ্র সহ বিসম্বাদে।

শ্রীকৃষ্ণ । নাহি ভয়—
কৌশলেতে কার্য্যোদ্ধার হইবে এখনি,
আমি আছি বলভদ্র ক্রোধানল
করিব নির্ব্বাণ ।
কহিয়াছি দারুকেরে
অশ্ববল্গা ছেড়ে দিতে
সুভদ্রার হাতে,
দেখাইব বলভদ্রে সুভদ্রা যে
অর্জ্জুন প্রয়াসী ।

অর্জ্জুন । কিন্তু এই সুভদ্রা হরণে
ধর্ম্মরাজ ব্যথা পাবে মনে,
দুঃখিতা যে হবেন জননী ।

শ্রীকৃষ্ণ । কেন চিন্তা সখা !
আজ্ঞা মোর করহ পালন ।

অর্জ্জুন । তবে তাই হোক্ জগন্নাথ !
তব ইচ্ছা হউক পূরণ,
আমি যে সেবক—
শিরে ধরি তোমারি আদেশ করিব বরণ ।
বিপদ ভঞ্জন !
তুমি যে বিপদে মোর হইবে সহায়,
বিপদের কিবা আছে ডর্ ।

[প্রস্থান ।

শ্রীকৃষ্ণ । দেখি, এইবার কি ঘটিবে
সরস্বতী তীরে ।

[সহসা নেপথ্যে—সর্ব্বনাশ হ'লো, সুভদ্রাকে রথে তুলে নিয়ে পালাচ্ছে—ধর ধর শব্দ]

হাঃ-হাঃ-হাঃ ! দেখি কিবা হয় ।

[দ্রুত প্রস্থান ।

ক্রোধোন্মত্ত বলরাম ও সাত্যকীর প্রবেশ ।

বলরাম । এত স্পর্দ্ধা—এত স্পর্দ্ধা
হ'লো অর্জ্জুনের,
যাদব কুলের বালা হরি ল'য়ে যায়
যাদবের কুলে কালী দিয়ে ।
চল্—চল্‌রে সাত্যকী—
যাদবের রাখিতে গৌরব ।
আজি এই মহাহবে
দীর্ণ করি গর্ব্বিত অর্জ্জুনে
ফেলে দেবো শত যোজনের পথে,
সৃষ্টি স্থিতি আজি করিব বিলয়
সুভদ্রা উদ্ধারে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

সুভদ্রা ও অর্জ্জুনের প্রবেশ ।

অর্জ্জুন । ওই—ওই হের ভদ্রা,
ধেয়ে আসে অগণন যাদব সেনানী
পশ্চাতে মোদের ।
দৃঢ় করে অশ্ববল্গা করিয়া ধারণ
চালনা করহ রথ ইন্দ্রপ্রস্থ পানে ।

সুভদ্রা। নাহি ভয় তৃতীয় পাণ্ডব !
ক্ষত্রিয়া নন্দিনী আমি
রণনীতি জানি ভালমতে,
জানি রথ চালনা করিতে।

[নেপথ্যে যাদবগণ—ওই—ওই যায় অর্জ্জুনের রথ]

অর্জ্জুন। ওই—ওই এলো যাদববাহিনী।
এস ত্বরা চালনা করিতে রথ,
মূর্চ্ছিত দারুক।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

দ্রুত শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

শ্রীকৃষ্ণ। অদ্ভুত—অদ্ভুত দৃশ্য নেহারি নয়নে।
হাস্যময়ী সুভদ্রা ভগিনী
অশ্ববল্গা করিয়া ধারণ—
চমৎকার চালনা করিছে রথ।
প্রাণপণ করে রণ—
প্রিয় বান্ধব আমার !
বাণে বাণে মেঘাচ্ছন্ন হইল আকাশ,
ভয় নাই ভক্ত ধনঞ্জয় !
পরাজিতে ভক্তাধীন ভক্তের নিকট।

[প্রস্থান।

দ্রুত সাত্যকীর প্রবেশ।

সাত্যকী। একাকী ভীষণ রণ করে ধনঞ্জয়,
যদুকুল হয় পরাজিত।

লক্ষ লক্ষ যদুবীর হতাহত
অর্জ্জুনের রণে।

বলরামের প্রবেশ।

বলরাম। অপমান—অপমান—
যাদবের অপমান করিল অর্জ্জুন,
মর্ম্মভেদী অপমান নারিষ সহিতে।
ওরে—রে সাত্যকী!
ডাক্—ডাক্ সে চতুর কৃষ্ণে
পাণ্ডব সখারে,
অর্জ্জুনের কিবা কীর্ত্তি
দেখে যাক্ স্বচক্ষে তাহার।
চল্—চল্‌রে সাত্যকী
দ্বিগুণ উৎসাহে করিবারে রণ।

সাত্যকী প্রভু! ক্ষান্ত দাও রণে,
পরাজিত যাদবের কুল।
গেছে রথ গিয়াছে সারথী—
শর শূন্য তূণ—অস্ত্র হীন সবে,
না পারিব জিনিতে অর্জ্জুনে।

বলরাম নারিবে সে অর্জ্জুনে জিনিতে
কেশরীদল এ যাদব?
আচ্ছা—আচ্ছা দেখি
কত বড় শক্তিমান
হয় সে অর্জ্জুন।
হল! হল! উদ্ধান্বষ্টি কর এইবার।

অর্জ্জুন সংহারে গর্জ্জে ওঠ
ভীম প্রভঞ্জন সম—
জ্বলে ওঠ রুদ্রতেজে অর্জ্জুন সংহারে।
সৃষ্টিস্থিতি হউক বিলয়,
হলের আঘাতে ধ্বংসগর্ভে ডুবে যাক্
ধাতার রাজত্ব। [হল উত্তোলন]

[সহসা পৃথিবী কম্পিত, প্রলয় শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল]

সাত্যকী। প্রভু! প্রভু! রক্ষা কর—
রক্ষা কর ধরণীরে আজি।
ওই হের মুহুর্মুহুঃ হতেছে কম্পিত—
ওই শোন প্রলয় নিনাদ—
সম্বরণ কর ক্রোধ দেব হলপাণি।
[পদপ্রান্তে যোড়হস্তে পতিত হইল]

বলরাম। না—না—
ধ্বংস আজ হউক ধরণী।

ব্যস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ।

[চক্রদ্বারা হলের শক্তি নিস্তেজ করিল, ধরণীর কম্পন বন্ধ হইল]

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য! একি তব নীতি?
সম্বরণ কর ক্রোধানল,
অকালে প্রলয় আজি
কেন বা ঘটাও।

বলরাম। ওরে চতুরালি! ভুলাতে কি
এলি মোরে এবে—

যাদবের কুলে কলঙ্ক লেপন করি।
সরে যা—সরে যা—
ক্রোধানল আরো মোর
উঠিছে জ্বলিয়া।

শ্রীকৃষ্ণ। আর্য্য! সে দোষ কি মোর?
বীর দেয় বীরত্বের পরিচয়,
বীর্য্যশুল্কে রমণী গ্রহণ
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যে তাহাই।
তবে কেন অকারণ
সৃষ্টিনাশে করেছ সঙ্কল্প?
চেয়ে দেখ কে চালায়
অর্জ্জুনের রথ।

বলরাম। রে সাত্যকী! বল ত্বরা—
কে চালায় অর্জ্জুনের রথ?

সাত্যকী দারুকে বন্ধন করি
রথের স্তম্ভেতে
সুভদ্রা চালায় রথ মনের উল্লাসে—
অশ্ববল্গা করিয়া ধারণ।

বলরাম। হ্যাঁ! সেকি!

শ্রীকৃষ্ণ। ওই—ওই হের আর্য্য
অর্জ্জুনের রথ,
সুভদ্রা যে করিছে চালনা।

বলরাম। সত্যই তো! ছিঃ—ছিঃ!
কি ঘৃণা—কি লজ্জা যাদবের কুলে।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে কেবা আজি অপরাধী
কহ আর্য্য মোরে ?

বলরাম। কলঙ্কিনী—কলঙ্কিনী !
সুভদ্রা নাগিনী
গ্লানি দিল যাদবের ভালে।

শ্রীকৃষ্ণ। হে আর্য্য ! একি তব কথা,
পতিব্রতা সুভদ্রা ভগিনী
অনুগামি হয়েছে পতির ;
ইহাই তো কর্ত্তব্য নারীর।
কলঙ্কিনী নহে ভদ্রা
অপরাধী নহে ধনঞ্জয়।
শান্ত হও,
দুর্য্যোধন ফিরে গেছে হস্তিনায়
স্বেচ্ছায় আপনি।
এস আর্য্য !
আবাহন করি আমি পার্থ সুভদ্রায়
লোকাচার মতে ভদ্রার বিবাহ
সম্পন্ন হউক আজি এ সন্ধ্যায়।

বলরাম। তবে তাই হোক্,
ওরে কৃষ্ণ ! ইচ্ছাময় তুই—
তোর ইচ্ছা হউক পূরণ।
যা—যারে সাত্যকী !
আবাহন করি আন
পার্থ সুভদ্রায়।

[সাত্যকীর প্রস্থান।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে এস আর্য্য !
সুভদ্রার পরিণয়ে
দ্বারকায় মহোৎসব করি আয়োজন।
ওই সাত্যকীর সাথে
পার্থ ভদ্রা আসে দুইজন।

সাত্যকী সহ অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রবেশ।

অর্জ্জুন। রামকৃষ্ণ পদে প্রণাম আমার।

সুভদ্রা। ভগিনীর সহ নতি
অগ্রজ দুজনে।

[উভয়ে কৃষ্ণ বলরামকে প্রণাম করিল]

বলরাম। জয় হোক্—জয় হোক্ অর্জ্জুন তোমার।
এই বীরত্ব আখ্যান তব
চিরদিন ধরাধামে থাকুক অমর।
সতীলক্ষ্মী সুভদ্রা ভগিনী !
আদর্শ পতির পাশে
আজি হ'তে হোক্ স্থান তব।
ভদ্রার্জ্জুন সম্মিলনে হোক্ আজি
পাণ্ডব যাদব সনে
বৈরতার যবনিকাপাত।

[কৃষ্ণ ও বলরাম সুভদ্রা ও অর্জ্জুনকে আশীর্ব্বাদ করিতে হস্ত প্রসারণ করিল]

যবনিকা।